জীবন ও জীবিকা

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Prime Minister Sheikh Hasina received
‘Champion for Skills Development for Young People’ Award.

তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখায় মর্যাদাপূর্ণ ‘চ্যাম্পিয়ন ফর স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়াং পিপল’ সম্মাননায় ভূষিত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ‘ইউনিসেফ’ কর্তৃক ঘোষিত এ পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিসেফ হাউজে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মাননা বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল মানুষ ও শিশুদের উৎসর্গ করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

জীবন ও জীবিকা

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ মুরশীদ আকতার

মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন

হাসান তারেক খাঁন

মোহাম্মদ কবীর হোসেন

মোঃ সিফাতুল ইসলাম

মোঃ রুহুল আমিন

মোঃ তৌহিদুর রহমান

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান

মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা

৬৬

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

প্রমথেশ দাস পুলক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী
কে. এম. ইউসুফ আলী

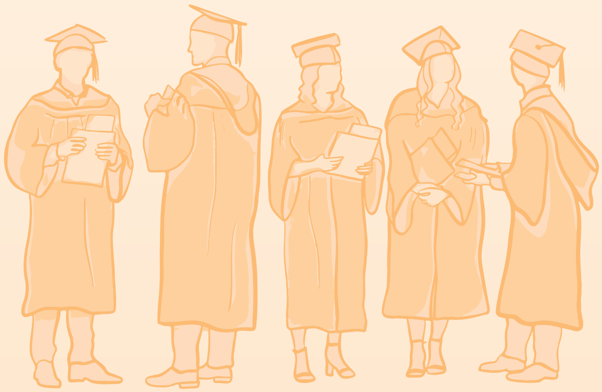

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচয় ও কিছু কথা

অনেক দৃশ্য আমাদের মন ভালো করে দেয়। এই যেমন, পাখিরা যখন ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তখন ওদের কত সুখি ও নির্ভার মনে হয়! তখন আমাদেরও ইচ্ছা করে, ওদের মতো ডানা মেলে উড়তে! ছোটবেলা থেকে এ রকম কত অদ্ভুত ও মজার স্বপ্ন আমাদের মনের আকাশে উঁকি দেয়। আমরাও চাই জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলতে। এমন কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাই, যা করতে ভালো লাগে। চাই আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ও নিরাপদভাবে বাঁচতে। এসব প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এবারের শিক্ষাক্রমে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সময়ের স্রোতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের মা-বাবাসহ অন্য সবার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কীভাবে আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারি, নিজের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারি এবং নিজেকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করতে পারি- তা এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টিতে আগামী দিনগুলোতে জীবিকার জন্য যেকোনো কাজে আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতার পরিচর্যা ও অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসাথে আমরা যেন দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠি, সেভাবেই এই বিষয়টির নকশা করা হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, 'আনন্দময় কাজের সন্ধানে' এই অভিজ্ঞতায় আমরা আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক কাজ হিসেবে পরিবারের জন্য মজুদ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারব। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা 'দক্ষতা উন্নয়নের জানালা'য় আমাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষায় যেসব সুযোগ রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সেগুলোর সাথে পরিচিত হব। 'স্বপ্নগুলো সত্যি করি' হলো তৃতীয় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সম্ভাব্য নতুন প্রযুক্তি আমাদের পেশাগত ক্ষেত্রে যেসব রূপান্তর ঘটাবে, সেগুলোতে অভিযোজনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করব।

চতুর্থ অভিজ্ঞতা হলো 'ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই'। এখানে আমরা বিভিন্ন কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য একটি ব্যবসায়ের আইডিয়া তৈরি করব। পঞ্চম অভিজ্ঞতা 'আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়'-এ এসে আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হব এবং সেগুলো নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারব। ষষ্ঠ অভিজ্ঞতা 'কী আছে আমার মাঝে'-এর মাধ্যমে আমরা নিজের পছন্দ, আগ্রহ ও সামর্থ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিজের জন্য আপাত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারব। এরপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করব।

প্রিয় শিক্ষার্থী, সবশেষে আমাদের জন্য রয়েছে তিনটি স্কিল কোর্স: 'ইকো ট্যুর গাইডিং', 'কেয়ার গিভিং-২' এবং 'গ্রাফটিং ও গুটিকলম'। 'ইকো ট্যুর গাইডিং' এর বিভিন্ন কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ইকো ট্যুর গাইড হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে সক্ষম হব এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে পর্যটন শিল্পে অবদান রাখতে পারব। এছাড়া 'কেয়ার গিভিং-২'-এ সন্নিবেশিত দক্ষতা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে আমরা বিশেষ কিছু যোগ্যতা অর্জন করব, যা আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। 'গ্রাফটিং ও গুটিকলম'-এর মাধ্যমে পরিবেশ ও উপযোগিতা বুঝে বিভিন্ন রকমের গাছে গ্রাফটিং ও গুটিকলম করতে সক্ষম হব।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিক্ষকগণ তোমাদের যে কাজগুলো দেবেন, সেগুলো নিজের সৃজনশীলতা খাটিয়ে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করবে এবং নির্ধারিত সময়ে কাজগুলো করবে। প্রয়োজনে অভিভাবক, পাড়া-প্রতিবেশীর সহায়তা নেবে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণের প্রতি অনুরোধ, আপনারা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল ও আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করে তাদের কাজগুলোতে যথাসাধ্য সহায়তা করবেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন। আমাদের সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণেই সম্ভব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

সূচিপত্র

আনন্দময় কাজের সন্ধানে	১ - ২০
দক্ষতা উন্নয়নের জানালা	২১ - ৪১
স্বপ্নগুলো সত্যি করি	৪২ - ৫৯
ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই	৬০ - ৭৯
আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়	৮০ - ১০২
কী আছে আমার মাঝে	১০৩ - ১২২
স্কিল কোর্স- এক: ইকো ট্যুর গাইডিং	১২৩ - ১৩৫
স্কিল কোর্স- দুই: কেয়ার গিভিং-২	১৩৬ - ১৬২
স্কিল কোর্স- তিন: গ্রাফটিং ও গুটিকলম	১৬৩ - ১৭৮

আনন্দময় কাজের সন্ধানে

ক্ষুদ্র হউক, তুচ্ছ হউক, সর্ব সরম-শঙ্কাহীন-
কর্ম মোদের ধর্ম বলি কর্ম করি রাত্রি দিন।

আজকে আমরা যা করছি, তার ওপর নির্ভর করে আমাদের আগামীকাল। কবিতায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাই কাজকেই বলেছেন ধর্ম। তবে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার শর্ত হিসেবে কাজকেই অনিবার্য হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নিজের সৌভাগ্যকে ডেকে আনার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। তবে সকল কাজই আমাদের করতে হবে আনন্দ আর স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে।

পৃথিবীর কঠিনতম কাজের মধ্যে একটি হলো- পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা। মনে করো, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার প্রতি তোমার প্রবল আগ্রহ; তাই তুমি যদি কখনও পাহাড়ে ওঠার সুযোগ পাও তাহলে দেখবে, সারা দিন বিপজ্জনক পথে পাড়ি দেওয়ার পরও সাফল্যের উত্তেজনায় কষ্টটা মনে থাকছে না। বরং পরদিন সকালে উঠে আবারও পাহাড়ের কঠিন বরফ আর হিমবাহ ঠেলে ঠিকই লক্ষ্যে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছ। পাহাড়ে ওঠার এত শারীরিক পরিশ্রম সত্ত্বেও কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ তোমাকে স্পর্শ করতে পারছে না! অর্থাৎ কাজের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ থাকলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীরকে যেকোনো কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তাই কাজের ব্যস্ততা ও কঠোর পরিশ্রমের পর দিনশেষে কখনই বলা যাবে না, খুব ক্লান্তি লাগছে; বরং নিজেকে বলতে হবে– 'আমি মোটেই ক্লান্ত নই!' এতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ধীরে ধীরে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং মনের অবসাদ দূর হবে।

'নিজ হাতে করি কাজ, নেই তাতে কোনো লাজ'- এই চরণটি আমাদের সবার মনে আছে, তাই না? আমরা সবাই বিশ্বাস করি- নিজের হাতে কাজ করলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারে সুখ-শান্তিও বিরাজ করে। একইভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক রাখার জন্য আমাদের যা কিছু করণীয়, সেগুলো নিয়মিত করলে বিদ্যালয়ে কাটানো সময়টুকু আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠবে। এভাবেই ছোট পরিসরে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠব। ব্যক্তি হিসেবে সমাজে তখন আমাদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে; এই প্রয়োজনের কারণেই একসময় আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। আমরা সবাই এই পথেই হাঁটতে চাই!

ছক ১.১: ফিরে দেখা

যেসব 'নিজ কাজ' আমি নিয়মিত করি	
যেসব 'পারিবারিক কাজ' আমি নিয়মিত করি	
বিদ্যালয়ের যেসব কাজ আমি নিয়মিত করি	
সমাজের যেসব কাজ আমি নিয়মিত করি	
অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর:	নিয়মিত কাজগুলো করতে গিয়ে আমি যা অনুভব করছি

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, পারিবারিক কাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো আর্থিক কাজে সহায়তা করা। আমরা বিভিন্নভাবে পরিবারকে আর্থিক কাজে সহায়তা করতে পারি; যেমন: নিজের পোশাক দোকানে না পাঠিয়ে নিজেই ইস্ত্রি করলে কিছু ব্যয় কমে, পরিবারের বিভিন্ন কাজ নিজে করলে গৃহকর্মী বাবদ খরচ কমে যায়, অল্প দূরত্বের রাস্তা হেঁটে খরচ বাঁচানো যায়; কিংবা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা বন্ধ করলেও কিছু খরচ কমে। এর ফলে কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়, অর্থাৎ তাতে পরিবারের আর্থিক সহায়তা হয়। এ ছাড়া আরও কিছু কাজ রয়েছে, যেমন: পোশাকে নকশা/ডিজাইন করা, পিঠা/আচার/নাশতা জাতীয় খাবার/কারুপণ্য/কার্ড/গয়না ইত্যাদি তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করা, গৃহস্থালি বর্জ্য থেকে সার তৈরি ও বিক্রয়, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট তৈরি, বাড়ির পুরোনো জিনিসের যথাযথ/পুনঃর্ব্যবহার, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া ইত্যাদি ধরনের কাজের মাধ্যমে আমরা পরিবারের আয়ে অবদান রাখতে পারি বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারি। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা পারিবারিক আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের পরিকল্পনা করেছি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলাম। এ বছরও আমরা একটি পরিকল্পনা করব এবং তা বাস্তবায়ন করব।

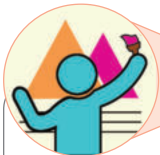

একক কাজ

তুমি তোমার পরিবারের যেসব কাজে সহযোগিতা করো, সেখান থেকে আর্থিক কাজগুলো শনাক্ত করে তালিকাটি পূরণ করো এবং এর আনুমানিক আর্থিক (সাপ্তাহিক/মাসিক হিসেবে) মূল্য নিরূপণ করো।

ছক ১.২: পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতামূলক কাজের তালিকা

আর্থিক সহযোগিতামূলক কাজ	সম্ভাব্য আয় (আনুমানিক আর্থিক মূল্য)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দৃশ্যপট ১: নকশিকাঁথার ফোঁড়

শেরপুরের শিক্ষার্থী জামিল আর তার বড় বোন গত বছর তাদের মায়ের কাছ থেকে নকশিকাঁথার ফোঁড় শিখেছিল। অবসর সময়ে ছোট ছোট টুকরা কাপড়ে অল্প করে নকশা তুলে সেই কাপড় গ্লু দিয়ে কাগজের টিস্যুবক্সের ওপর লাগিয়ে দেয়। এভাবে ফাইল কভার, পেনস্ট্যান্ড, শোপিস, হোল্ডিং ব্যাগ ইত্যাদি পণ্য বানিয়ে ছবি তুলে তার মায়ের সামাজিক যোগাযোগের পেজে পোস্ট দেয়। প্রতিদিনই পেজে ক্রেতার কাছ থেকে অর্ডার আসতে থাকে। গত ছয় মাসে তাদের পেজের জনপ্রিয়তা বেশ বেড়ে গেছে। এভাবেই তারা এখন বাবা-মাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছে।

চিত্র ১.১: একজন খুদে উদ্যোক্তার অনলাইনে পণ্য বিক্রি

দলগত কাজ

দৃশ্যপট ১ এর মতো নিজেদের এলাকায় প্রসার ও প্রচলন রয়েছে এমন কয়েকটি পণ্য, কৃষ্টি বা ঐতিহ্য খুঁজে বের করো। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে কি না, যা দিয়ে তোমাদের বয়সী কেউ ইচ্ছা করলে নতুন কোনো আইডিয়া তৈরি করতে পারে এবং তা থেকে পরিবারের আর্থিক কাজে সহায়তা করতে পারে? দলের সবাই মিলে আলোচনা করে এরকম একটি তালিকা বানাও।

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা পারিবারিক আয়-ব্যয় ও পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে জেনেছি। পারিবারিক বাজেট হলো পরিবারকেন্দ্রিক আয়-ব্যয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা; অর্থাৎ পরিবারের আয়ের উৎস ও চাহিদার ভিত্তিতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে যে পূর্বপরিকল্পনা করা হয়, তার প্রকাশ বা উপস্থাপনাই হলো পারিবারিক বাজেট। পারিবারিক বাজেট পরিবারের সঞ্চয়ে প্রেরণা জোগায়; আর যেকোনো সঞ্চয় আমাদের বিনিয়োগ বাড়ায়। বিনিয়োগ থেকে আমরা পাই নিয়মিত আয়, যা আমাদের পরিবারে এনে দেয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দও। তাই আমরা গত বছরের মতো এবছরও প্রতি মাসের জন্য নিয়মিত পারিবারিক বাজেট তৈরি করব, মাসের শেষে তা পর্যবেক্ষণ করব এবং শিক্ষকের কাছে জমা দেবো।

পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচয়

দৃশ্যপট ২: মজুত গোছাই

গতকাল মুক্তা তার মা-বাবার সঙ্গে গ্রামে নানার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে শহরে নিজেদের বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাসায় এসে মুক্তার মা বিছানা পরিষ্কার করছিলেন। তার বাবা রান্নাঘরে গেলেন ভাত রান্না করতে। তিনি ড্রামের ঢাকনা খুলে দেখেন চাল নেই। তখন তাঁর মনে পড়ল, বেড়াতে যাওয়ার আগের দিন মুক্তার মা চাল কেনার তাগাদা দিয়েছিলেন; কিন্তু কাজের চাপে তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। কী আর করা! এরপর বাবা-মেয়ে মিলে রুটি বানাতে গেলেন। সেখানেও আরেক ঝামেলা- অনেক ক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও লবণ পাওয়া গেল না। মুক্তার বাবা নিশ্চিত করে বললেন যে, তিনি এই মাসে দুইবার লবণ কিনেছেন। কিন্তু লবণ তো লাপাত্তা! অবশেষে নানার বাড়ি থেকে আনা মাংসের ঝোলে বিনা লবণের রুটিই খেতে হলো সবাইকে।

দলগত কাজ

দৃশ্যপট ২ ভালোভাবে পড়ো। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সাজাও-

ক) মুক্তাদের বাড়িতে এমন ঘটনা কেন ঘটছে বলে মনে করো?

খ) কী করলে এরকম সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

গ) পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বারবার কেনা হলে/ক্রয় করলে কী কী অসুবিধা হয় ?

ঘ) পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মাসিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কিনলে কী কী সুবিধা হয় ?

মুক্তাদের পারিবারিক দৃশ্যপটটি আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই, পরিবারে দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারে কোনো মজুদ পরিকল্পনা না থাকার কারণে প্রায়ই এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতি সহজেই একটি পরিবার এ ধরনের সমস্যা এড়িয়ে চলতে পারে।

‘পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনা’ কথাটি প্রধানত দুটি ধারণা নিয়ে গঠিত। একটি হলো ‘পারিবারিক মজুদ’ অন্যটি হলো ‘ব্যবস্থাপনা’। এখানে ‘পারিবারিক মজুদ’ বলতে একটি পরিবার যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ব্যবহার

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

করে, তার পর্যাপ্ত/যথাযথ পরিমাণ জমা বা মজুদ থাকাকে বুঝায়। এ পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, আটা, ময়দা, লবণ, তেল, পেঁয়াজ, মরিচ, মাছ, মাংস, শাকসবজি ইত্যাদি। আর 'ব্যবস্থাপনা' বলতে বুঝায় নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের যথাযথ তালিকা তৈরি, সংগ্রহ বা ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবহার। ব্যবস্থাপনা যথাযথ করতে হলে লক্ষ রাখতে হবে, পরিবারে কোনো এক বা একাধিক নিত্য ব্যবহার্য পণ্য (চাল, ডাল, আটা, ময়দা, লবণ, তেল, পেঁয়াজ, মসলা ইত্যাদি) যেন পুরোপুরি শেষ হয়ে না যায়, যার কারণে আমাদের পরিবারে খাদ্য দ্রব্য তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে। আবার কোনো এক বা একাধিক পণ্য অত্যধিক মজুদের কারণে পচে নষ্ট হয়ে আর্থিক ক্ষতির কারণ যেন না হয়। এছাড়া এক বা একাধিক পণ্য অত্যধিক মজুদের কারণে পরিবারের আয়ের একটি বড় অংশ উক্ত পণ্য ক্রয়ে ব্যয় হওয়ায় অন্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে যেন আর্থিক সংকটে পড়তে না হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম শর্ত হলো– নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ব্যবহারে আমাদের সব সময়ই মিতব্যয়ী হওয়া। পরিবারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও চাহিদা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক বা মাসভিত্তিক মজুদ ব্যস্থাপনার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। মজুদ ব্যস্থাপনার প্রথমেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি পরিবারে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য কোনটি কী পরিমাণ লাগে তা অনুমান করতে হবে। তবে পারিবারিক প্রয়োজন ও সক্ষমতা বিবেচনা করে কিছু পণ্য একসঙ্গে ও কিছু পণ্য নৈমিত্তিক ভিত্তিতে ক্রয় করা যেতে পারে। একসঙ্গে বেশি পণ্য কিনলে তুলনামূলকভাবে কম দামে ক্রয় করা যায় এবং সময় ও বহন খরচেও সাশ্রয় হয়। তবে সকল ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রয়োজন ও পণ্যের স্থায়ীত্ব বা পচনশীলতা এবং আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে হবে।

পারিবারিক মজুদ ব্যবস্হাপনায় বিবেচ্য দিক

পারিবারিক মজুদ ব্যবস্হাপনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমরা অতি সহজেই আমাদের পরিবারে দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যের ঘাটতি বা অত্যধিক মজুদায়নের সমস্যার সমাধান করতে পারি:

ক) আগে ক্রয়কৃত মজুদ আগে ব্যবহার (দ্রুত পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে): কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় (যেমন: শাকসবজি, মাছ-মাংস)। ফলে এ জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে যেটি আগে ক্রয় করা হয়েছে, সেটি আগে ব্যবহার করতে হবে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি উপযুক্ত স্হান বা কক্ষ নির্ধারণ করে সেখানে সমজাতীয় পণ্যগুলো স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিতে হবে যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের হিসাবের সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকে এবং প্রতিটি পণ্য পরিবারের প্রয়োজনে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

খ) কী পরিমাণ মজুদ হাতে রেখে পুনরায় ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে তা নির্ধারণ: আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই যে, প্রতিদিন আমাদের পরিবারে যে পরিমাণ চাল বা সবজি প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ লবণ বা তেল প্রয়োজন হয় না। তাই প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ মজুদ হাতে রেখে পুনরায় ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে তা হিসাব করে নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি দ্রব্যের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

গ) বেশি পরিমাণ/পাইকারি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা: আমরা জানি, কোনো একটি পণ্য একত্রে বেশি পরিমাণ বা পাইকারি আকারে ক্রয় করলে দামে ছাড় পাওয়া যায়, পরিবহন খরচ সাশ্রয় হয় এবং সময় বাঁচে। তাই পরিবারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা, পরিমাণ ও আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পাইকারিভাবে পণ্য ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

চিত্র ১.২: একটি রান্নাঘরে এক মাসের মজুত সাজিয়ে রাখা

ঘ) কী পরিমাণ পণ্য নতুন করে কিনতে হবে তা নির্ধারণ: এ ক্ষেত্রে কী পরিমাণ পণ্য নতুন করে ক্রয় করলে অতি মজুদায়নের জন্য পণ্য নষ্ট হবে না, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তবে এর পাশাপাশি এটাও লক্ষ রাখতে হবে- অল্প মজুদের কারণে পরিবারের দৈনন্দিন কাজ যেন ব্যাহত না হয়। এ জন্য প্রতিদিনের পারিবারিক চাহিদা, পণ্যমূল্য, মজুদায়ন খরচ, বাট্টার (ছাড়ের) পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা করে কী পরিমাণ পণ্য নতুন করে কিনতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। এভাবে মজুদের পরিমাণ নির্ধারণ করাকে আমরা 'মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ' বলে থাকি।

একক কাজ

ছক অনুযায়ী তোমার পরিবারের আগামী এক সপ্তাহের নিত্যব্যবহার্য পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো। এক সপ্তাহে কোন পণ্য কী পরিমাণে লাগবে তা হিসেব করো। বর্তমানে প্রতিটি পণ্য কী পরিমাণে আছে তা বের করো। এক সপ্তাহের জন্য প্রতিটি পণ্যের আর কী পরিমাণ ক্রয় করতে হবে তা বের করো। প্রতিটি পণ্য ক্রয়ে কতো টাকার প্রয়োজন হবে তা বের করো। (কাজটি অভিভাবকের সহায়তায় করতে হবে। ছকটি জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘর তৈরি করো এবং সেখানে তথ্যগুলো লেখো।)

ছক:.১.৩: সাপ্তাহিক পারিবারিক মজুদ পরিকল্পনা

নং	পণ্যের নাম	সপ্তাহে কী পরিমাণ প্রয়োজন?	কী পরিমাণ আছে?	কী পরিমাণ ক্রয় করতে হবে?	আনুমানিক মূল্য কত? (টাকায়)
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
				মোট মূল্য	

পারিবারিক মজুদ খতিয়ান (Stock ledger) বানাই

মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার এমন একটি তালিকা, যাতে প্রতিটি পণ্য কী পরিমাণ মজুদ আছে, কী পরিমাণ নতুন পণ্য কিনতে হবে এবং পচনশীলতার বিষয়টি বিবেচনা করে আগে ক্রয়কৃত পণ্য আগে ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদিসহ সার্বিক বিষয় উল্লেখ থাকে। একটি পরিবার যদি নিয়মিত মজুদ খতিয়ান অনুসরণ করে, তাহলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শূন্যতা বা আধিক্যের কারণে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। পণ্যের পচনশীলতার বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা দ্রুত পচনশীল পণ্যের জন্য একটি খতিয়ান ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের জন্য আলাদা একটি (দ্রুত পচনশীল নয়, এমন) মজুদ খতিয়ান ব্যবহার করতে পারি।

দৃশ্যপট ৩: রনিদের পরিবারের মজুদ তথ্য

বাবা-মা, দাদা-দাদি, আর দুই ভাই-বোন মিলে রনিদের পরিবার। রনি তাদের পরিবারের নিত্যপণ্যের মজুদের হিসাব বেশ কয়েক মাস যাবৎ সে নিজেই রাখে, ফলে ইতোমধ্যে তার পরিবার এর সুফলও পাচ্ছে, প্রতিটি পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে তার একটি স্বচ্ছ ধারণাও জন্মেছে। রনি তার পারিবারিক মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার মাস ভিত্তিতে রাখে এবং দ্রুত পচনশীল নিত্যপণ্য ছাড়া অন্য সব পণ্য দামে সাশ্রয় ও সময় বাঁচানোর জন্য মাসের শুরুতে ক্রয় করার ব্যবস্থা করে। তবে বাড়িতে অতিথির আগমন বা অন্য কোনো কারণে কোনো একটি নিত্যপণ্যের স্বল্পতা হলে রনিদের পরিবার মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোর জন্য অতিরিক্ত পণ্যটুকুই কিনে নেয়। রনিদের পরিবারে জানুয়ারি-২০২৪ এর আংশিক মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার (৪টি নিত্যপণ্যের) দেওয়া হলো।

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের জন্য
(সদস্য সংখ্যা ৬ জন)
পারিবারিক মজুদ খতিয়ান (স্টক লেজার)
(স্থিতি ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে)

ক্রম	নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের নাম	প্রারম্ভিক মজুদ	মাসে নতুন ক্রয়ের পরিমাণ	বর্তমান মজুদ	প্রত্যাশিত মজুদ	নতুন ক্রয়ের উদ্যোগ নেব কি না?	আরও নতুন ক্রয়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১	চাল	২.০০ কেজি	২০.০০ কেজি	২.০০ কেজি	১০.০০ কেজি	হ্যাঁ	৮.০০ কেজি	যেহেতু বর্তমান মজুদ প্রত্যাশিত মজুদের চেয়ে কম, নতুন ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে, যার পরিমাণ ৮ (১০-২) কেজি।
২	ডাল	০.৫০ কেজি	২.৫০ কেজি	১.২৫ কেজি	১.০০ কেজি	না	---	যেহেতু বর্তমান মজুদ প্রত্যাশিত মজুদের চেয়ে বেশি, নতুন ক্রয়ের প্রয়োজন নেই।
৩	পেঁয়াজ	১.০০ কেজি	৪.০০ কেজি	১.৫০ কেজি	১.৫০ কেজি	না	---	যেহেতু বর্তমান ও প্রত্যাশিত মজুদ সমান, নতুন ক্রয়ের প্রয়োজন নেই।
৪	চিনি	০.৫০ কেজি	১.৫০ কেজি	০.৫০ কেজি	১.০০ কেজি	হ্যাঁ	০.৫০ কেজি	যেহেতু বর্তমান মজুদ প্রত্যাশিত মজুদের চেয়ে কম, নতুন ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে, যার পরিমাণ ০.৫০ (১.০০-০.৫০) কেজি।

আজকাল আমাদের দৈনন্দিন ব্যস্ততা বেড়েছে বহুগুণ। ব্যস্ততার কারণে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার জন্য বার বার বাজারে যাওয়া কিংবা অনলাইনে অর্ডার করা নিয়ে প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হয়। তাই কাজগুলোকে সহজ এবং সুশৃঙ্খলভাবে করার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায় পারিবারিক মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার থেকে। আমরা পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ করে পরিবারের অর্থ সাশ্রয়সহ পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক জোগান নিশ্চিত করতে পারি। পারিবারিক মজুদায়নের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই নিত্য পণ্যের অতিমজুদায়ন করব না। অতিমজুদায়ন বাজারে নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে, যা সবার জন্যই ক্ষতিকর।

একক কাজ

মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার বানাই

পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় তোমার পরিবারের একটি মাসিক/সাপ্তাহিক পারিবারিক মজুদের খতিয়ান বা স্টক লেজার তৈরি করো ও তা অনুসরণ করো।

বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিচালনা (event management) করি

আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাড়িতে, আশেপাশে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কত অনুষ্ঠান হতে দেখি! যেমন: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন, জাতীয় দিবসগুলো উদ্‌যাপন, বিয়ে, গায়েহলুদ, জন্মদিন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ব্যবসায়িক আইডিয়া শেয়ার, সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণী, পণ্যমেলা, মোড়ক উন্মোচন, পূজা-পার্বণ, মিলাদ-মাহফিল, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, শিক্ষা সফর, পিকনিক, ক্যাম্পিং, র‍্যালি, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান ধরন অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজন করার পেছনে অনেক পরিকল্পনা থাকে। এসব অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারা এক বিশেষ ধরনের পারদর্শিতা। প্রতিটি অনুষ্ঠানকে এর স্বকীয়তা, অভিনবত্ব, ভাবগাম্ভীর্য, অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা, আয়োজকদের উদ্দেশ্য ইত্যাদি দিক বিবেচনায় নিয়ে সাজাতে হয়। একটি চমৎকার ও সুচারু পরিকল্পনা এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়মতো কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তবেই সেটি হয়ে ওঠে সফল একটি অনুষ্ঠান। আর এ আয়োজন বা অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনাই আজকাল ‘ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট’ নামে পরিচিত। আমাদের ব্যস্ততার কারণে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ইদানীং প্রসার পাচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নামের নতুন এই পেশা। সৃজনশীল আইডিয়া দিয়ে আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করাই এই পেশার উদ্দেশ্য। এবার এসো, আমরা দুটি আয়োজন দেখি:

অভিভাবক সমাবেশ ১

সমাবেশের দিন সকালেই অভিভাবকগণ প্রতিষ্ঠানে চলে আসেন। কিন্তু তারা কোন কক্ষে বসবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। কেউ দারোয়ানকে, কেউ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করছিলেন। কক্ষে পর্যাপ্ত আসন না থাকায় অনেক অভিভাবক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ৯.০০ টায় শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু শুরু হয় ১০.৩০ মিনিটে। শ্রেণিশিক্ষক একা অভিভাবকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে শেষ করতে পারছিলেন না। সবাই খুব অসন্তোষ প্রকাশ

করছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই অনেকে উঠে চলে যাচ্ছিলেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পারদর্শিতা নিয়ে যখন কথা বলা হচ্ছিল, তখন অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। বেশ হইচইয়ের মধ্য দিয়েই সভাটি শেষ হয়।

অভিভাবক সমাবেশ ২

সমাবেশের দিন বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখেই কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিভাবকদের অভ্যর্থনা জানিয়ে কোথায় বসতে হবে তা দেখিয়ে দিল। কোন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হবে তা নোটিশ বোর্ডেও টানানো রয়েছে। কক্ষে অভিভাবকের সংখ্যা অনুপাতে আসন সাজানো থাকায় কোনোরকম বিশৃঙ্খলা হয়নি। সবাই বসার পর পূর্বনির্ধারিত সময়েই প্রতিষ্ঠান প্রধান (প্রধান শিক্ষক) ও শ্রেণিশিক্ষক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করলেন। শুরুতেই শ্রেণিশিক্ষক 'অভিভাবক সভা'র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানো হয়। উক্ত বিষয়ে অভিভাবকদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয় এবং এক এক করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সভার কার্যক্রম শেষ হয়। সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দলগত কাজ

উপরের দুটি অভিভাবক সভার মধ্যে কোনটি সফল হয়েছে বলে মনে করো এবং কেন? প্রথমটিতে কী ধরনের অব্যবস্থাপনা ছিল? একটি চমৎকার অভিভাবক সভা আয়োজনের জন্য কোন কোন দিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করো?

অনুষ্ঠান আয়োজনে (event management) যা কিছু লক্ষ রাখব

একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করার বিস্তারিত পরিকল্পনা বা প্রক্রিয়া হলো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। নিজের দক্ষতাকে সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব এ ধরনের কার্যক্রমে। এ ধরনের কার্যক্রমে যেসব দিক লক্ষ্য রাখতে হয়, সেগুলো হলো-

- **দলগত যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট একটি দলগত কাজ, তাই দলের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে বোঝাপড়া ভালো হতে হবে। দলনেতাকে হতে হবে বিচক্ষণ ও চৌকস। কে কতটা বিশ্বস্ত ও দায়িত্ববান এবং কোন কাজটি কাকে দিয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন করানো যাবে, তা বুঝে নিয়ে দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে। দলের প্রত্যেক সদস্য যেন কাজের প্রতি একনিষ্ঠ ও সক্রিয় থাকে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনোরকম বিঘ্ন (কমিউনিকেশন গ্যাপ) যেন তৈরি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- **আয়োজনে অভিনবত্ব আনয়ন:** যে ধরনের অনুষ্ঠানই হোক না কেন, তার আয়োজনে সৃজনশীলতার ছাপ থাকতে হবে। উপস্থাপনায়, ভাবগাম্ভীর্যে এবং সঞ্চালনায় যেন অভিনবত্ব থাকে; দর্শক যেন অনুষ্ঠানে এসে একঘেয়েমিতে না ভোগেন; আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য খুঁজে পান, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে।

চিত্র ১.৩: বিদ্যালয়ের একটি ইভেন্ট চলমান

- **চাহিদা/উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনুষ্ঠান সাজানো:** একেক ইভেন্ট একেক রকমের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়। যেমন- বিদ্যালয়ের নবীনবরণ মঞ্চ, বার্ষিক মিলাদের মঞ্চ কিংবা সরস্বতী পূজার মঞ্চ নিশ্চয়ই এক রকমের হবে না। অনুষ্ঠানের চাহিদা ভালোভাবে বুঝে নিয়ে সেভাবে সাজানো ও পরিচালনার পরিকল্পনা করতে হবে। উক্ত পরিকল্পনায় কোনো কিছু বাদ পড়েছে কি না, তা বারবার ফিরে দেখতে হবে।

- **নিষ্ঠার সঙ্গে মিতব্যয়ী বাজেট প্রণয়ন ও পরিচালনা:** অনুষ্ঠানটিকে নিজের বলে ভাবতে হবে। অযথা খরচ বা বাড়তি খরচ যেন না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিমিত খরচের মধ্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারার কৌশল রপ্ত করতে হবে, যাতে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বিমুখ বা অসন্তুষ্ট না হয়ে যায়।

- **আয়োজনে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা:** যেকোনো অনুষ্ঠানেই এটি একটি অপরিহার্য দিক, যা অবশ্যই নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপুর্ণ অতিথি (ভিআইপি) থাকলে তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা উচিত। অতিথিদের মধ্যে কেউ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে হুইল চেয়ারে চলাচলের ব্যবস্থা, শোনার জন্য মাইক্রোফোন কিংবা শোনার যন্ত্রপাতি (hearing aid), ভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য অনুবাদ যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থাও রাখতে হবে। মঞ্চ, সাজসজ্জা ইত্যাদিতে নিরাপদ বৈদ্যুতিক লাইন ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রবেশ, আসন গ্রহণ, বহির্গমন ও চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্টিকার, নির্দেশক সাইন ইত্যাদিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা পরিকল্পনায় রাখতে হবে।

➢ **নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আয়োজন সম্পন্ন করা:** অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী আয়োজন যেন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। অনুষ্ঠান শুরুর সময় নিয়ে বিড়ম্বনা যেন না হয়, এজন্যে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্ত করার রেওয়াজ তৈরি করতে হবে; এতে মানুষের আস্থা বাড়বে।

➢ **আয়োজনে প্রয়োজনীয় সব জিনিসের প্রাপ্তি/অনুমতি গ্রহণ ইত্যাদি নিশ্চিত করা:** কিছু ইভেন্ট আছে যেগুলোতে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, যেমন- শিক্ষাসফর বা ক্যাম্পিংয়ে যাওয়ার জন্য অভিভাবকের সম্মতিপত্র সংগ্রহ করা জরুরি। এমনও হতে পারে, যেখানে আয়োজন করা হবে, সেই মাঠ বা অডিটোরিয়াম অন্য কোনো সংস্থার, সে ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নিতে হবে। আবার কোনো ইভেন্টে হয়তো অতিথিদের আমন্ত্রণপত্রও পাঠাতে হতে পারে।

➢ **আয়োজন শেষে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা:** এটি ইভেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। ইভেন্টের পরপরই মাঠ বা কক্ষ, ময়লার ঝুড়ি, এখানে-সেখানে পড়ে থাকা সামগ্রী ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। চেয়ার, টেবিল নির্দিষ্ট স্থানে ফেরত পাঠানোসহ যাবতীয় পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করার পর আয়োজনের স্থান ত্যাগ করতে হবে। এলোমেলো বা অপরিচ্ছন্ন রেখে ইভেন্টের কাজ শেষ হয়েছে, তা কোনোভাবেই বলা যাবে না। এর ওপর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট দলের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভর করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও অনেক ব্যাপার রয়েছে, যেগুলো একটি চমৎকার ইভেন্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। একটি সফল ও সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে সংগঠন, শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য যেসব দক্ষতা অনুশীলন ও চর্চা করা প্রয়োজন সেগুলো হলো-

যোগাযোগ দক্ষতা: ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্টের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মৌখিক ও লিখিত দুই ধরনের যোগাযোগ দক্ষতাই প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের জন্য সরাসরি কিংবা ফোনে কথা বলা, আমন্ত্রণপত্র তৈরি ও বিতরণ, অনুষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ, অনুষ্ঠানের প্রচার-প্রচারণা, মতামতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তের প্রতি কাজ করানো বা আকৃষ্ট করা (convinced) ইত্যাদি কাজ করার জন্য যোগাযোগে পারদর্শী হতে হবে। যেমন- অভিভাবক সমাবেশের জন্য তাদেরকে দাওয়াতপত্র পাঠানো, ফোনে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, ক্ষেত্রবিশেষে সভায় আসার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া (কনভিন্সড করা), চেয়ারের ঘাটতি থাকলে ডেকোরেটর থেকে দর কষাকষির মাধ্যমে চেয়ার ভাড়া করা ইত্যাদি।

সংগঠন ও সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা: ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্টের জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা থাকা জরুরি। কারণ, একটি ইভেন্টের সাফল্য একক কোনো ব্যক্তির কাজের ওপর নির্ভর করে না। দলগতভাবে সবার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়। তাই সবাইকে কাজে সম্পৃক্ত করে কাজ করিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এর পাশাপাশি সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সফলভাবে কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতাও অর্জন করতে হবে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা: এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। ইভেন্টের নকশার ওপর ভিত্তি করে উপকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় কিংবা ভাড়া করা, যাতায়াত খরচ, শ্রমিক মজুরি, বিশেষ কোনো সম্মানী ইত্যাদি সংক্রান্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও নির্বাহ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা: ইভেন্ট বা অনুষ্ঠান আয়োজন, পরিচালনা কাজে অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে। অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী সাজসজ্জায় নতুনত্ব, সুশৃঙ্খল, আকর্ষণীয় ও অভিনব উপস্থাপনা ইত্যাদির ওপর এর সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে। নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বিকশিত করা সম্ভব।

আমরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারব। বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় হয়, তা চিন্তাকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। একসঙ্গে অনেক দায়িত্ব অর্পণ/বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করতে হয় বলে বহুমুখী প্রতিভার চমৎকার বিকাশ ঘটে। আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সহায়তায় নানা ধরনের ইভেন্ট আয়োজন করতে পারি। সাম্প্রতিককালে এটি একটি সৃজনশীল ও উদীয়মান পেশা হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। নিজের সৃজনশীলতা, মেধা ও দক্ষতার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ থাকে এই পেশায়। ইভেন্ট প্ল্যানার, ইভেন্ট ম্যানেজার, ইভেন্ট অর্গানাইজার, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি হলো এই পেশায় জনপ্রিয় কিছু পদবি।

তোমরা ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই জেনেছ, জনমনে সচেতনতা তৈরির জন্যও কিছু ইভেন্ট আছে যা সমাজের বিভিন্ন ধরনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ইত্যাদি দূরীকরণে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে সুরক্ষা বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আমরা এবার এরকম একটি সচেতনতামূলক ইভেন্ট নিয়ে একটি প্রকল্প বা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করব।

প্রজেক্ট ওয়ার্ক

ফায়ার ড্রিল

বিদ্যালয়ে একটি ফায়ার ড্রিল আয়োজন করো। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক এবং ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে একটি সুন্দর পরিকল্পনা করো। তোমরা তোমাদের স্কুলের বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস ও গার্লগাইডের সহায়তায় ফায়ার ড্রিলটি আয়োজন করতে পারো (সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কোনো কর্মীকে এই আয়োজনে সম্পৃক্ত করতে পারো।)

প্রজেক্ট ওয়ার্কের জন্য সংকেত

ফায়ার ড্রিলের সার্বিক কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করতে পারো; যেমন-

ক) তথ্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দল
খ) যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দল
গ) বাজেট ও সরঞ্জাম প্রস্তুতিবিষয়ক দল
ঘ) পরিকল্পনা ও সার্বিক নির্দেশনা প্রদানকারী দল
ঙ) প্রতিবেদন প্রণয়নকারী দল

প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দায়িত্বের তালিকা ও পরিকল্পনা তৈরি করো। পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে প্রশিক্ষক দল নিজেকে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত করো। প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস/ রোভার স্কাউট/গার্ল গাইডদের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করো। ফায়ার ড্রিলের ভিডিও দেখে নিতে পারো। এই অধ্যায়ের **'কিছু তথ্য জেনে নিই'** থেকেও আইডিয়া নিতে পারো। কী কী সরঞ্জাম লাগতে পারে, তার তালিকা বানাও, সাধ্যমতো সংগ্রহের চেষ্টা করো। নিজেরা একটা ডামি ড্রিল বা রিহার্সেলের মাধ্যমে কোথায় সমন্বয়ের ঘাটতি আছে, তা খুঁজে বের করো। এরপর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান আরও নিখুঁত করে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নাও। চূড়ান্ত দিনে নিজেদের সেরা কাজ উপহার দিয়ে সবাইকে চমকে দাও। প্রতিবেদনকারী দল প্রথম থেকে চূড়ান্ত দিন পর্যন্ত সবকিছু লিপিবদ্ধ করতে থাকো এবং ড্রিল শেষ করে পরদিন তোমাদের সংরক্ষিত রেকর্ড সবার সঙ্গে শেয়ার করো এবং অন্যদের মতামত বা ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষকের কাছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দাও।

চিত্র ১.৪: শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় ফায়ার ড্রিলের আয়োজন

একক কাজ

ফায়ার ড্রিল পরিচালনায় কী কী সবল ও দুর্বল দিক তোমার চোখে পড়েছে তা উল্লেখ করো।

ছক ১.৪: ইভেন্ট মূল্যায়ন

সবল দিক	দুর্বল দিক
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে দলগতভাবে তোমরা কী কী সচেতনতামূলক ইভেন্ট পরিচালনা করতে পারো, তার একটি তালিকা বানাও (সংকেত- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ অভিযান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক র‍্যালি ইত্যাদি)

'শো বোট' নামের একটি বিদেশি নাটকের বিখ্যাত একটি উক্তি, 'একমাত্র ভাগ্যবান তারাই, যারা কাজ করে আনন্দ পায়'। আর কাজটা আমাদের কাছে তখনই আনন্দদায়ক হবে, যখন এর মধ্যে আগ্রহ থাকবে কিন্তু একঘেয়েমি থাকবে না। কারণ, একঘেয়েমি আমাদের মাঝে ক্লান্তি আর আবসাদ বয়ে আনে। কাজের একঘেয়েমি দূর করার উপায় হলো কাজকে উপভোগ্য করে তোলা, কাজটি করার মাঝে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা। গবেষণায় দেখা যায়, কাজের প্রতি অনীহা দেখা দিলে শরীরে রক্তের চাপ এবং অক্সিজেন গ্রহণের মাত্রা কমে যায়; অস্বস্তি, মাথা ব্যথা শুরু হয়; মেজাজ খারাপ হতে থাকে। অন্যদিকে কাজের প্রতি আগ্রহ ও আনন্দ অনুভব করলে রক্তের চাপ এবং অক্সিজেন গ্রহণের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তাই যেকোনো কাজ করার জন্য নতুন নতুন আইডিয়া খুঁজতে হবে, যা একই সঙ্গে নিজের ও অন্যের হতাশা ও ক্লান্তি দূর করবে। তাই চলো, আমরা যেকোনো কাজ আনন্দ নিয়ে করি এবং আনন্দে থাকি।

স্বমূল্যায়ন

ক) তোমার পরিবারে মজুত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছ?

- ....
- ....
- ....
- ....

খ) মনে করো, তুমি তোমার মায়ের ছোটবেলার বান্ধবীদের একটা মিলনমেলা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছ। আনন্দঘন পরিবেশে দিনটি তাদের উপহার দেওয়ার জন্য তুমি অনুষ্ঠানটি কীভাবে পরিচালনা করবে তার একটি পরিকল্পনা করো।

গ) তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে '২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালনের লক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানসূচি তৈরি করো।

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি... ... ... [প্রযোজ্য ঘরে টিক (√)চিহ্ন দাও]

ক্রম	কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
১.	ফিরে দেখা ছকটি পূরণ			
২.	পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতামূলক কাজের তালিকা			
৩.	পরিবারের আর্থিক কাজে সহায়তা করার লক্ষ্যে নিজ এলাকার ঐতিহ্যবাহী কোনো পণ্য নিয়ে আইডিয়া তৈরি			
৪.	মজুত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৫.	পরিবারের মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ			
৬.	পারিবারিক মজুদের স্টক লেজার তৈরি			
৭.	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ধারণা অর্জন			
৮.	ফায়ার ড্রিল ইভেন্টটি পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ			
মোট স্কোর: ৪০		আমার প্রাপ্ত স্কোর:		
অভিভাবকের মতামত:				

এই অধ্যায়ে নতুন যা শিখেছি... ... ...

শিক্ষকের মন্তব্য

কিছু তথ্য জেনে নিই

(ফায়ার ড্রিলের জন্য তোমাদের নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হতে পারে। এখানে তোমাদের কাজের সুবিধার্থে সাধারণ কিছু তথ্য দেওয়া হলো।)

ফায়ার ড্রিল বা অগ্নি-মহড়ার উদ্দেশ্য

অগ্নিকান্ড বা যেকোনো জরুরি অবস্থায় নিরাপদে কীভাবে বের হয়ে আসা যায় এবং এ সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা অগ্নিমহড়া বা ফায়ার ড্রিল নামে পরিচিত। অগ্নি ও অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে বাসা, বাড়ি, প্রতিষ্ঠান এবং নিজেদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান করা এবং সর্বত্র একটি নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার জন্যই এ ধরনের আয়োজন করা হয়। অগ্নি দুর্ঘটনা কিংবা যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় প্রস্তুতি রাখা এবং দুর্ঘটনাসহ সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিকারে পূর্ববর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ফায়ার ড্রিল আয়োজনের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া নিরাপত্তার সঙ্গে অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সেফটি সরঞ্জামাদির ব্যবহার জানা আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যা আমরা ফায়ার ড্রিলের মাধ্যমে জানতে পারি।

ফায়ার ড্রিল আয়োজনে অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী

অগ্নি-নির্বাপণ, উদ্ধারকাজ পরিচালনা ও আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য অগ্নি নির্বাপক দলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন: অগ্নি-নির্বাপক দল (firefighters), উদ্ধারকারী দল (rescue team) এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দল (first aid team)।

অগ্নি-নির্বাপক দল হলুদ রঙের অ্যাপ্রোন পরে থাকেন, অ্যাপ্রোনের পেছনে লাল রঙে (fire) 'আগুন' লেখা থাকে। প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর কাজ করে থাকে এই দলটি।

উদ্ধারকারী দল হলুদ রঙের অ্যাপ্রোন পরে থাকেন, অ্যাপ্রোনের পেছনে লাল রঙে (rescue) 'উদ্ধার' লেখা থাকে। এই দলটি আহত লোকদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা দল সাদা রঙের অ্যাপ্রোন পরে থাকেন, অ্যাপ্রোনের পেছনে লাল রঙে (first aid) 'প্রাথমিক চিকিৎসা' লেখা থাকে। এই দলটি ঘটনাস্থলে আহত মানুষদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

আগুন লাগলে করণীয়

- বিচলিত হওয়া যাবে না বা উপস্থিত বুদ্ধি হারানো যাবে না।
- জরুরি সেবা নম্বরে (৯৯৯) ও ফায়ার সার্ভিসের নম্বরে (১৬১৬৩) ফোন দিতে হবে।
- বৈদ্যুতিক আগুনের ক্ষেত্রে মেইন সুইচ বন্ধ করতে হবে, তেলজাতীয় পদার্থ ও পানি বৈদ্যুতিক আগুন নেভাতে ব্যবহার করা যাবে না।

- পরিধানের কাপড়ে আগুন লাগলে ভেজা কম্বল জড়াতে হবে অথবা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে।
- তেলজাতীয় পদার্থ থেকে লাগা আগুনে পানি ব্যবহার করা বিপজ্জনক। বহনযোগ্য ফোমটাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার বা শুকনা বালি বা ভেজা কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
- মূল্যবান জিনিস সরানোর চাইতে মানুষের জীবন বাঁচানো জরুরি- এই বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- উদ্ধারকাজ পরিচালনার সময় যতটা সম্ভব আক্রান্ত ব্যক্তির শালীনতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।
- ধোঁয়া থেকে সাবধান থাকতে হবে, কারণ ধোঁয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে অনেক প্রাণহানি হয়।

সতর্ক ব্যবস্থা

- প্রতিটি বাড়িতে নিরাপত্তার স্বার্থে এক বালতি বালি রান্নাঘরে/হাতের কাছে রাখতে হবে।
- বাড়ির প্রতিটি তলায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখতে হবে এবং এর ব্যবহার সবাইকে শেখাতে হবে। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ফায়ার এক্সটিংগুইশার পরিবর্তন করতে হবে।
- বহুতল দালানে অবশ্যই ফায়ার এক্সিটের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিসের নম্বর সহজেই যেকেউ দেখতে পায়, এমন জায়গায়/দেয়ালে সেঁটে রাখতে হবে।
- অগ্নিকাণ্ডের সময় অযথা উৎসুক ভিড় করে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না।

দক্ষতা উন্নয়নের জানালা

আসছে নতুন দিন, আসছে নতুন পেশা
কারিগরির ভুবন আমায় দেখায় স্বপ্ন-আশা
কাজের মাঝে আত্মতৃপ্তি, কাজের মাঝে ভক্তি
সচল হব দক্ষতায়, আসবে অর্থনৈতিক মুক্তি।

লেখাপড়ার পাশাপাশি দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা অনুশীলনের মাধ্যমে নানা ধরনের কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারি। তবে অর্জিত সেই দক্ষতার মাধ্যমে শুধু উপার্জন কিংবা সুনাম বৃদ্ধিই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়ে না যায়! কীভাবে আমাদের অর্জিত দক্ষতাকে দেশের জন্য কল্যাণকর কাজে বিনিয়োগ করা যায়, তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। তবেই আমাদের দক্ষতা সবার জন্য বয়ে আনবে আলোকিত দিন।

পরিবর্তনশীল পেশায় বদলে যাওয়া চাহিদা

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, সময়ের সঙ্গে কাজের ধরন ও পেশায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আসছে প্রতিনিয়ত। একসময় আমাদের বাড়িতে বাড়িতে আয়োজন করে মুড়ি ভাজা হতো, পিঠা বানানো হতো। বিয়ে, গায়েহলুদে ডালা সাজানো, মাটির কলসে আলপনা আঁকা, ঘটা করে গান গেয়ে কনের হাতে মেহেদী পরানো, স্টেজ সাজানো, কতসব রীতি-রেওয়াজ, সাজসজ্জার আয়োজন চলত সপ্তাহব্যাপী! আমাদের মা, চাচি, খালা, আপা, ভাবিরা মিলে এই কাজগুলো করতেন। এখন তারা সবাই ব্যস্ত থাকেন অফিস, আদালত, কারখানায় কিংবা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে। ফলে মুড়ি ভাজা চলে গেছে কারখানায়, মুড়ি এখন প্যাকেটজাত হয়ে ঠাঁই করে নেয় পাড়ার মুদিদোকানির সাজানো পসরায়। একইভাবে বাড়ি সাজানোর ভার এখন চলে যাচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার হাতে।

মুড়ি বিক্রয়: এক সময়

মুড়ি বিক্রয়: আজকের দিনে

চিত্র ২.১: পেশার রূপান্তর

এ রকমভাবে কেক, পিঠা বা দুপুরের খাবার সরবরাহ, লোকজ সংস্কৃতির চর্চা, লোকজ সামগ্রী তৈরি ও বিপণন দেশি বিদেশি গাছের চারা উৎপাদন ও বিক্রয়, পোষা প্রাণীর পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ, ফ্যাশন হাউসের অনলাইন ডিসপ্লে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। ব্যস্ততার কারণে নাগরিক জীবনে এসব কাজ ও কাজের সেবা প্রদানকারীর পদ ও পেশা সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন বা চাহিদা থেকেই তৈরি হচ্ছে এসব নতুন নতুন কাজের অভিনব ক্ষেত্র।

এবারে আমরা সময়ের চাহিদার কারণে আমাদের নিজ এলাকার পরিচিত কোনো ব্যক্তি কিংবা পরিবার/আত্মীয় স্বজনদের কেউ পরিবর্তনশীল এ রকম কোনো পেশায় কাজ করছেন কি না তা খুঁজে বের করব। তার সঙ্গে আলাপ করে নতুন ধরনের এই কাজ বা পেশার অভিজ্ঞতার গল্প শুনব এবং ছক ২.১ পূরণ করব।

ছক ২.১: নতুন পেশার গল্প

পেশার বর্ণনা	
তার এই পেশায় আসার পেছনে গল্প	
কীভাবে এই পেশায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন	
এই পেশায় কী কী দক্ষতা কাজে লাগছে	
এই পেশায় কী কী মূল্যবোধ তিনি মেনে চলেন	
এই পেশায় কাজের পরিসর কতটুকু	
এই পেশার চাহিদা কেমন	
এই পেশা নিয়ে তার স্বপ্ন বা পরিকল্পনা	

চাহিদার সঙ্গে পেশায় দক্ষতার পরিবর্তন

তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ, কোনো একটি কাজ যথাযথভাবে বা নিখুঁতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে পারাই হলো উক্ত কাজের দক্ষতা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ওপর ভর করে শিক্ষা ও দক্ষতায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিদ্যমান প্ল্যাটফর্ম এবং দক্ষতার ক্ষেত্রগুলো রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। গত এক দশকে এই পরিবর্তনের হার পূর্ববর্তী কয়েক দশকের চেয়েও বেশি। কিছু পেশা বা চাকরি পড়ে যাচ্ছে ঝুঁকির মধ্যে,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চিত্র ২.২: প্রযুক্তির কারণে একই পেশায় নতুন দক্ষতা যুক্ত হচ্ছে

অন্যদিকে নতুন নতুন পেশার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। চাকরি, ব্যবসা, আত্মকর্মসংস্থান সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য পাচ্ছে দক্ষতার বিষয়টি। 'শুধু সনদ বা সার্টিফিকেট নয়, বরং আমি কী করতে পারি' এটিই এখন বিশ্ববাজারে বিবেচ্য বিষয়। এক দশক আগেও আমরা দেখেছি, অনেক লোক বাসাবাড়ির অলিগলিতে হাঁক দিয়ে তার পণ্য বিক্রি করছে; কিন্তু এখন আমরা দেখি, তারা ছোট অথবা বড় রিচার্জেবল মাইক ব্যবহার করেন। ফলে তার আর উচ্চস্বরে হাঁক দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে হচ্ছে না, এতে গলার ওপর চাপ কমে গেছে। তেমনি পরিবর্তন দেখি, অন্যান্য পেশাতেও। যেমন: সেলুনকর্মী এখন কাঁচি ছাড়াও ট্রিমার ব্যবহার করে চুল কাটেন। এছাড়া এখানে এসেছে অনেক প্রযুক্তি, যা সেলুনকর্মী হিসেবে যে পেশাটি ছিল, সেই ক্যারিয়ারে আরও সম্ভাবনা উন্মোচন করে। একটু লক্ষ করলে তোমরা দেখতে পাবে, আমাদের চারপাশের মানুষের পেশার পরিবর্তনগুলো। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা এ বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছ, এখানে আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানব।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পেশার ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনগুলো আরও বেশি চোখে পড়ে। যেমন: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে লেগেছে আরও আধুনিকতার ছোঁয়া। ফসল উৎপাদনে কৃষকেরা ব্যবহার করছে ড্রোন, যা দিয়ে তারা সার ও কীটনাশক ছিটানোর কাজ করেন। বিভিন্ন দেশে গাড়িচালকরা তাদের যাত্রী অনুসন্ধান, অবস্থান ও গন্তব্য জানতে পারছেন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে।

শিল্পক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো ব্যবহার করছে অত্যাধুনিক যন্ত্র এবং রোবট । যে শ্রমিক আগে বসে বসে পণ্য প্যাকেটজাত করতেন, সেই একই কাজ এখন করা হচ্ছে রোবট যন্ত্র পরিচালনা করে। করোনা মহামারির সময় থেকে আরও নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হয়েছে। 'হোম ডেলিভারি' এর মধ্যে অন্যতম। আর এই হোম ডেলিভারিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বজুড়ে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসার বিশাল বাজার।

দলগত কাজ

দক্ষতার পরিবর্তন

সেলুন বা পার্লারে কাজ করে এমন একজন কর্মীর কর্মক্ষেত্র ও কাজ বিশ্লেষণ করো। নিচের ছকটি পর্যবেক্ষণ করো এবং উদাহরণটি বিবেচনায় নিয়ে দেখো আর কী কী পরিবর্তন যুক্ত করা যায়। এরপর তোমাদের পরিচিত আরেকটি কাজের ক্ষেত্র বেছে নাও এবং উক্ত ক্ষেত্রে কাজের ধরন ও দক্ষতার পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করো।

ছক ২.২: কাজের ধরন ও দক্ষতার পরিবর্তন

পেশার নাম	কাজের ধরন পরিবর্তন	দক্ষতার পরিবর্তন
সেলুন বা পার্লার কর্মী	• বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন: ট্রিমার, স্টিম মেশিন ইত্যাদি। • বিভিন্ন প্রসাধনীর ব্যবহার যেমন: হেয়ার ইমপ্ল্যান্ট, হেয়ার এক্সটেনশন ইত্যাদি। • উন্নত দেশে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার করে সেবা প্রদান।	• আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করার দক্ষতা। • বিভিন্ন প্রসাধনী সম্পর্কে জ্ঞান, সঠিকভাবে প্রয়োগের দক্ষতা। • মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিত্যনতুন হেয়ার স্টাইল, হেয়ার সেটিং উন্নয়ন-সংক্রান্ত দক্ষতা।

কেস ১: সানজিদার কৃষিবিজ্ঞানী হয়ে ওঠা

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে ছোট একটি গ্রামে ছিল সানজিদার বসবাস। তার গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ছিলেন কৃষক। তারা ঐতিহ্যগত চাষাবাদ কৌশলের ওপর নির্ভর করছিলেন, যা বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট ছিল না। ফলে গত কয়েক বছর ফসল ভালো হচ্ছিল না। বিষয়টি তাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। সানজিদা মনে মনে ভাবে, তার গ্রামের কৃষকরা যদি কৃষির পেছনের বিজ্ঞান বুঝে চাষাবাদ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

একদিন তাই সে তার শিক্ষকের কাছে জানতে চায়, 'কৃষিবিজ্ঞানী কী করেন, কীভাবে কৃষিবিজ্ঞানী হওয়া যায়?'

শিক্ষক তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'একজন কৃষিবিজ্ঞানী কৃষি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। যার মধ্যে ফসল উৎপাদন, গাছের বংশগতি, মাটির স্বাস্থ্য, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, পশু প্রজনন এবং অন্যান্য অনেক বিষয় রয়েছে'।

শিক্ষকের কথা শুনে সানজিদা একটি গভীর ইচ্ছা অনুভব করে এবং সে বুঝতে পারে যে, গ্রামের কৃষকদের সাহায্য করা এবং তাদের ফসলের উন্নতি করার স্বপ্ন সফল করতে তাকে একজন কৃষিবিজ্ঞানী হতে হবে।

স্কুল থেকে ফিরে সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শেয়ার করে। বাবা-মা তার স্বপ্নকে উৎসাহিত করেন। সানজিদা কৃষি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য নানা উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। সে জানতে পারে, একজন পেশাদার কৃষিবিজ্ঞানী হওয়ার জন্য কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। সানজিদা স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়। এরপর স্নাতকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা, শস্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে। যথাসময়ে উচ্চশিক্ষার কোর্সও সমাপ্ত করে।

এরপর কৃষিবিষয়ক আরও জানা ও গবেষণার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপের আবেদন করতে থাকে এবং একটি নামকরা কৃষি বিশ্ববিদালয়ে ভর্তির সুযোগও পেয়ে যায়। সেখানে সে তার অধ্যাপকদের সঙ্গে হাতে কলমে মাটি, ফসল ও বীজের উৎপাদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা করার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সানজিদা দেশে ফিরে আসার পর কৃষি নিয়ে আরও গবেষণার পরিকল্পনা করে। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় টেকসই কৃষি এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে অর্গানিক পদ্ধতি ব্যবহার-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন সম্মেলনে তার ফলাফল উপস্থাপন করে।

অবশেষে কৃষিবিজ্ঞানী হিসেবে সানজিদা কর্মজীবন শুরু করে। সে তার উচ্চশিক্ষা, গবেষণার অভিজ্ঞতা, নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবনী চাষের কৌশল নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে। তার স্বপ্ন অনুযায়ী সে কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করে এবং তাদের ফসলের উন্নতি করতে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যগত অর্গানিক পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়তা করে। অনেকেই সানজিদার এই অবদানের প্রশংসা করেন এবং তার কাজের জন্য অসংখ্য পুরস্কারও পায়। এভাবেই সানজিদা প্রমাণ করে যে, সঠিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পড়াশোনা এবং দৃঢ়সংকল্পের মাধ্যমে যে কেউ সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দলগত কাজ

দক্ষ হয়ে ওঠার পথপরিক্রমা

সানজিদা বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার জন্য কী কী প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং কী ধরনের শিক্ষাগত ডিগ্রি তাকে অর্জন করতে হয়েছে? প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য সে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়েছে তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করো।

ভবিষ্যৎ পেশার ধারণা

আমাদের পোশাকশিল্প অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিমুখী শিল্প। এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে পেশাজীবী বা কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের কাজ, যেমন: সেলাই মেশিন অপারেশন, ফেব্রিক কাটিং, প্যাটার্ন মেকিং, মান নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন এবং প্যাকেজিংয়ের মতো হাজারটা কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে থাকে। এমনকি গবেষণা, ডিজাইন এবং উন্নয়নের (development) কাজও রয়েছে, যেখানে একজন নতুন নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ করে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং বিপণনেও রয়েছে চাকরির সম্ভাবনা। আবার একইভাবে খুচরা দোকানে পোশাকের সরবরাহ, বিতরণ এবং তত্ত্বাবধানেও কাজ করতে হয় অনেকের।

তবে প্রযুক্তির কারণে পোশাকশিল্পও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিছু কাজ ইতোমধ্যে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ মানুষের পরিবর্তে মেশিন কাজগুলো করছে। যেমন: রোবট দ্রুত এবং সঠিকভাবে কাপড় সেলাই করছে । আগে দশজন কাটিং মাস্টার এক দিনে যতগুলো কাপড় কাটতে পারত, এখন একটি মেশিন তার চেয়েও বেশি কাপড় কাটতে পারে। তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি, আগামীতে কর্মীদের অনেক কাজ হয়তো যন্ত্রের দখলে চলে যাবে। অটোমেশনের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পোশাক তৈরি ও বিক্রির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে উৎপাদনের আগে পোশাকের প্রোটোটাইপ ডিজাইন করার জন্য। এটি ডিজাইনারদের দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় করতে দেয়। প্রযুক্তি পোশাক বিক্রির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, যেমন: অনলাইনে কেনাকাটা দিন দিন বাড়ছে এবং ভার্চুয়াল ট্রাই-অন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতা পোশাক কেনার আগে তাদের কেমন দেখাবে, সেটাও জেনে নিতে পারছেন।

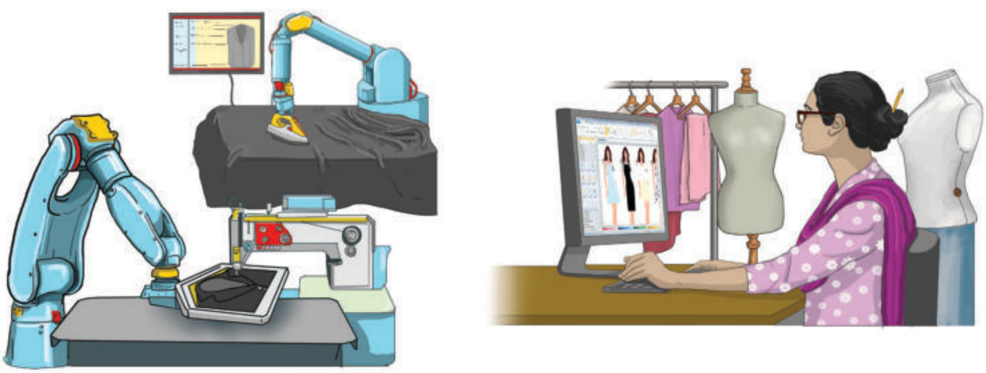

চিত্র ২.৩: পোশাকশিল্পে কাজের ধরন ও দক্ষতার পরিবর্তন

পোশাক শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকায় কিছু নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যা আগে ছিল না। যেমন: প্রোগ্রামিং করা এবং প্রযুক্তিনির্ভর মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা। ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টে আরও কাজের সুযোগ তৈরি হবে। কারণ, পোশাকশিল্প অনন্য ও উদ্ভাবনী নতুন পণ্য তৈরি করতে চায়। তাছাড়া ই-কমার্সে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে। আগামীতে আরও বেশি মানুষ অনলাইনে কেনাকাটা করবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য বাজারজাত ও বিক্রি করার জন্য নতুন মাধ্যমের সূচনা করবে। পাশাপাশি কিছু কাজের ক্ষেত্র বা পেশা ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন: ফ্লোর ইন চার্জ, সুপারভাইজার, কাটিং মাস্টার ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে যারা পোশাকশিল্পে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য এই শিল্প কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রযুক্তি এবং প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা ভবিষ্যতের চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে পারে এবং তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

চিত্র ২.৪: দক্ষতার উন্নয়ন ও পদোন্নতি

ধরা যাক, তুলি গোমেজ এসএসসি পাশ করার পর একটি পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করেছিল। পাঁচ বছর পর কর্মস্থলে তার উন্নতির জন্য নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হলো। তখন তুলি গোমেজ অফিসের অনুমতি নিয়ে একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সে একটি সনদ পায় এবং কর্মক্ষেত্রে ফিরে ডিজাইনার পদে পদোন্নতি লাভ করে।

একক কাজ

ছকের উদাহরণ ব্যতীত পোশাকশিল্পের যেকোনো একটি পেশা নির্বাচন করে সেই পেশার একজনের সঙ্গে আলোচনা করো এবং অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য অনুসন্ধান করে নিচের ছকটি পূরণ করো।

ছক ২.৩: বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার পরিবর্তন

পেশার ক্ষেত্র	পেশার নাম	বর্তমান কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পেশার ক্ষেত্র	দক্ষতার পরিবর্তন
পোশাক শিল্প	সুইং অপারেটর	পোশাক সেলাই যন্ত্র ব্যবহার করা	রোবটের মাধ্যমে সেলাই করা	রোবট পরিচালনা করা, প্রোগ্রামিং করা
	পোশাক বিক্রয় কর্মী	দোকানে বিতরণ ও বিক্রয় পরিচালনা করা	অনলাইনে বিতরণ ও বিক্রয় পরিচালনা করা	ইন্টারনেট ব্যবহার, বিক্রয় ওয়েবসাইট পরিচালনা করা

খাতভিত্তিক পেশার ভিন্নতা ও দক্ষতা

কৃষি

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো এবং আমাদের দেশেও কৃষি খাতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেশীয় শ্রম বাজারে কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি বিদেশে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে এই খাতে বিভিন্ন পেশার চাহিদা রয়েছে যেমন: অভিজ্ঞ কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী, ফসল পরিচালক, পশু চিকিৎসক, পরিবেশ বিশ্লেষক, ফসল প্রক্রিয়াজাতকারক ইত্যাদি। চলো জেনে নিই, একজন অভিজ্ঞ কৃষক হতে হলে কোন কোন দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। প্রথমেই তাকে অর্জন করতে হবে ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুত করার জ্ঞান ও দক্ষতা। এ ছাড়া অর্গানিক এবং পরিকল্পিত উপায়ে ফসল উৎপাদনের কৌশল, আধুনিক পদ্ধতিতে ফসলের পরিচর্যা, সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের কৌশল, ফসল সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি বাজারজাতকরণ করার দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে কৃষিবিজ্ঞানী হওয়ার জন্য কৃষিতে নতুন নতুন উদ্ভাবন, কৃষিপদ্ধতি,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চিত্র ২.৫: কৃষিভিত্তিক পেশার দক্ষতায় পরিবর্তন

ফসল উৎপাদন ও পরিচালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া কৃষিপ্রযুক্তি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার দক্ষতা প্রয়োজন।

প্রযুক্তি

আমরা দেখছি, প্রযুক্তির প্রসারের পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে প্রযুক্তিভিত্তিক পেশার চাহিদাও বাড়ছে। এই বিবেচনায় বর্তমান ও ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত পেশাগুলোর মাঝে প্রযুক্তি সেবা, গ্রাফিক ডিজাইনিং, প্রোগ্রামিং, সাইবার সুরক্ষা, ডাটা এন্ট্রি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদির অনেক চাহিদা রয়েছে। অভিজ্ঞ গ্রাফিক ডিজাইনাররা প্রিন্ট, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ভিজ্যুয়াল এবং অডিওসহ অন্যান্য টুল ও মাধ্যম ব্যবহার করে অভিনব ও আকর্ষণীয় উপায়ে তথ্য খাতের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট প্রস্তুত করেন। গ্রাফিক ডিজাইনাররা কম্পিউটার গেমস, চলচ্চিত্র, মিউজিক ভিডিও, প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের জন্য গ্রাফিকস, নন্দনচিত্র, স্পেশাল ইফেক্ট, অ্যানিমেশন ও অন্যান্য ভিজ্যুয়াল তৈরি করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে

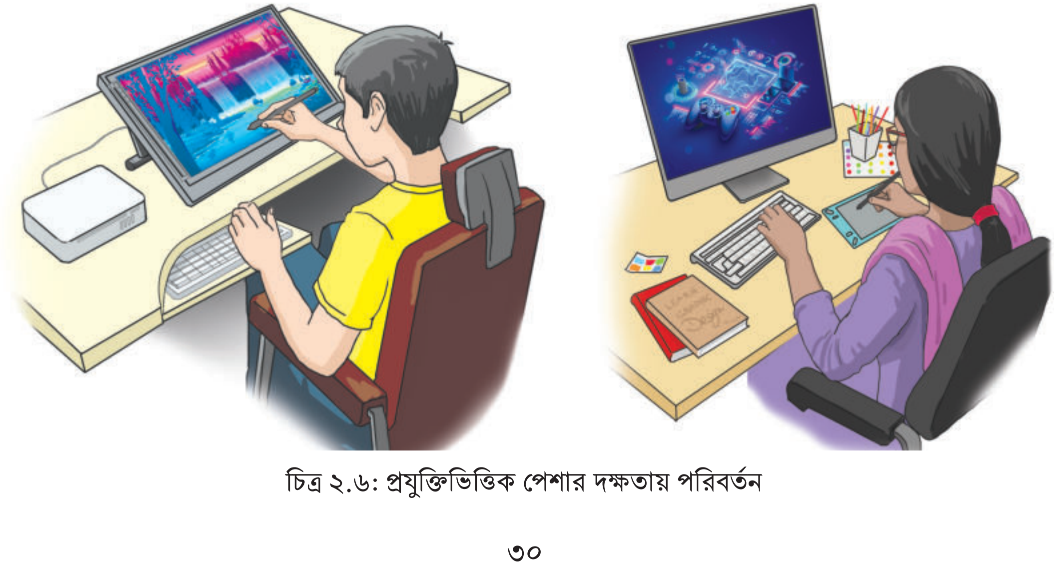

চিত্র ২.৬: প্রযুক্তিভিত্তিক পেশার দক্ষতায় পরিবর্তন

নিত্যনতুন সফটওয়্যার ও অ্যাপ, যা সম্পর্কে তাদের খোঁজখবর রাখতে হয় এবং নতুন সফটওয়্যারে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এটি হলো বর্তমান সময়ের প্রবল প্রতিযোগিতার বাজার। এই বাজারে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেকে হালনাগাদ প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

সেবা

প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষকতার মতো সেবাধর্মী পেশায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। গতানুগতিক সেই জগ-মগ আর চক-টক এই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আর টিকে থাকতে পারছে না। নতুন প্রজন্মের

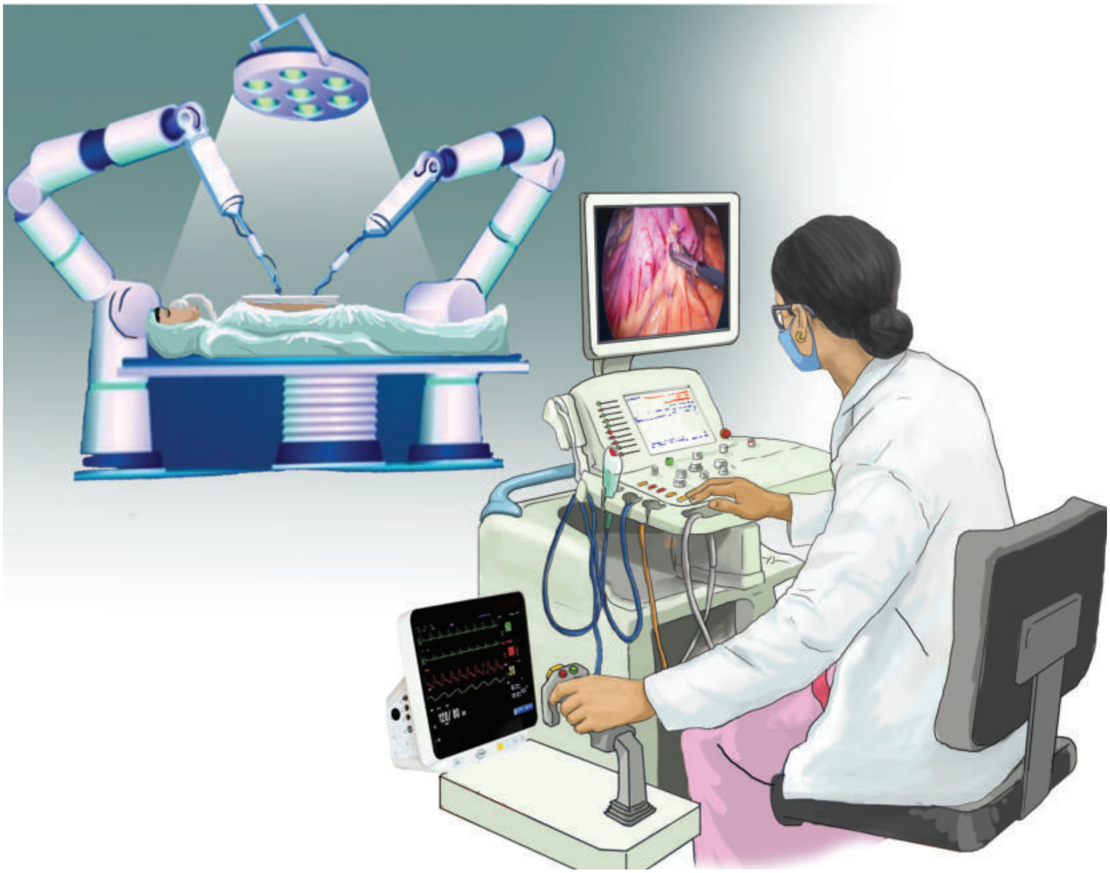

চিত্র ২.৬: সেবাভিত্তিক পেশার দক্ষতায় পরিবর্তন

শিক্ষার্থীদের হাজারো কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য শিক্ষকের জানা-শোনার পরিসর অনেক বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে জটিল তথ্য ও তত্ত্ব দৃশ্যমান করে তুলতে হচ্ছে; নিতে হচ্ছে অনলাইন ক্লাস; অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দিতে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট সংক্রান্ত নানা ধরনের নির্দেশনা। সুতরাং তাকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত হালনাগাদ দক্ষতা অর্জন করতে হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও পেশার পরিবর্তন আসছে। এর মধ্যে ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট, প্যারামেডিকস, কেয়ার গিভার ইত্যাদি পেশায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই একজন দক্ষ ডাক্তার হওয়ার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশদ জ্ঞান

ও দক্ষতার পাশাপাশি জীবন বাঁচানোর কাজ করতে তাকে স্থির এবং চূড়ান্ত মানসিক স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতাও থাকতে হবে। আগে যে অপারেশনে সার্জারি করতে হতো, এখন তা লেজার রশ্মির মাধ্যমেই করা হয়; যা চালনা (অপারেট) করার দক্ষতা তাকে অর্জন করে নিতে হচ্ছে। একজন ফার্মাসিস্ট হতে হলে তাকে ওষুধ উৎপাদন, বিক্রয় এবং বিভিন্ন রোগের জন্য ওষুধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। এর পাশাপাশি ওষুধ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা সম্পর্কেও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার দক্ষতা থাকতে হবে। প্যারামেডিকদের জনগণের সেবা প্রদান করার জন্য নিউক্লিয়ার মেডিসিন, ফিজিকস ও বায়োকেমিস্ট্রি ইত্যাদি বিষয় জানতে হয়। অন্যদিকে সেবা খাতের হাউজকিপিং পেশার চাহিদা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাউজকিপিং পেশাজীবীরা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নানা দিক যেমন: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, লন্ড্রি ও অন্দরসজ্জার মতো কার্যক্রমের সকল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। যারা বুদ্ধিদীপ্ত, চৌকস এবং সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে পারে, তাদের এ ধরনের পেশায় অনেক চাহিদা রয়েছে।

শিল্প

উৎপাদন খাতের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সব দেশেই গড়ে উঠছে শিল্পকারখানা। এসব কারখানায় প্রয়োজন হয় অনেক প্রকৌশলীর। প্রকৌশলী হতে হলে প্রয়োজন প্রকৌশলের জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা। এ ছাড়া কারখানার কাজে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের বা চাকরির সুযোগ রয়েছে, যেমন: উৎপাদন কর্মী, প্যাকেজিং কর্মী, যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি। আবার প্লাম্বার ও পাইপফিটার পেশাজীবীরা কনস্ট্রাকশন, আবাসিক ও শিল্প খাতের বিভিন্ন স্থাপনায় তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ সরবরাহ ও সঞ্চালনের সংযোগ লাইন স্থাপন, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকেন। প্লাম্বার ও পাইপফিটার পেশাজীবীরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণশিল্পের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেবল আবাসিক স্থাপনা নয়, তেল শোধনাগার বা গ্যাসক্ষেত্রসহ সব ধরনের শিল্পকারখানা ও উন্নয়ন প্রকল্পেও তারা কাজ করেন। দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্লাম্বারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বিশ্বজুড়ে।

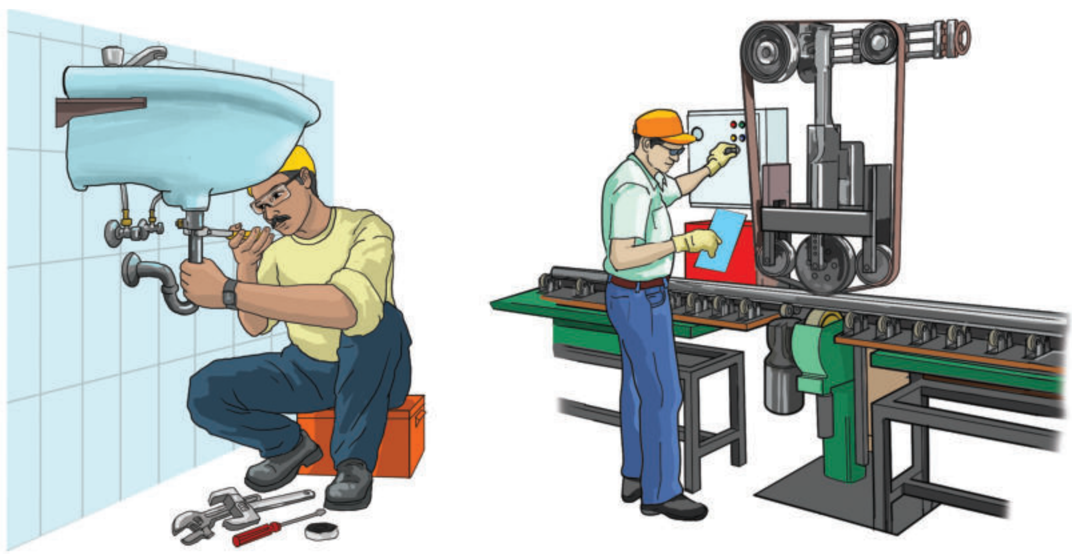

চিত্র ২.৬: শিল্প খাতের কাজে কর্মীর দক্ষতার ধরন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দলগত কাজ

দলগত আলোচনার মাধ্যমে ছকটিতে বিভিন্ন খাতের মোট সাতটি পেশার নাম লেখো এবং এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করো।

ছক ২.৪: পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা

ক্রম	পেশার নাম	প্রয়োজনীয় দক্ষতা
১.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (কার্পেট, পর্দা পরিষ্কার করার যন্ত্র), ওয়াইপার (ফ্লোর, গ্লাস পরিষ্কার করার যন্ত্র) ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		
৭.		

আগামীর পেশায় যে সব দক্ষতা আমাদের প্রয়োজন

শুরুর দিকের আলোচনা থেকে কাজের জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছি। আর এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে আমাদের ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র বা চাকরির সুযোগগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে, তা উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি বড় পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি, আর তা হলো- কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। কিছু কাজ যা মানুষ নিজের হাতে করত, এখন তা মেশিনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিছু পরিচিত পেশা। তোমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে একটু ভেবে দেখতো, কী কী পেশা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে! ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, এটি অনুমান করা হচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে ৮৫ মিলিয়ন চাকরি হয়তো আর থাকবে না। তারা আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে স্বাস্থ্যসেবা, নবায়নযোগ্য শক্তি (renewable energy), প্রযুক্তি এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে প্রায় ৯৭ মিলিয়ন নতুন চাকরি তৈরি হতে পারে। যেমন: প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সফটওয়্যার উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা বিশ্লেষণের মতো নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তাই কিছু চাকরি হারিয়ে গেলেও নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এই ভবিষ্যৎ পেশার পরিবর্তন মোকাবিলা করার জন্য মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত দুই ধরনের দক্ষতা আমাদের অর্জন করা খুবই জরুরি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মৌলিক দক্ষতা

কিছু কিছু দক্ষতা আমাদের সকল পেশাতেই প্রয়োজন হয়, যা আমাদের কাছে অপ্রযুক্তিগত দক্ষতা বা মৌলিক দক্ষতা হিসেবে পরিচিত। মৌলিক দক্ষতা বলতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে বোঝায়, যা ব্যক্তিকে সঠিকভাবে কাজটি করতে সক্ষম করে তুলে। মৌলিক দক্ষতার মধ্যে রয়েছে দলগত কাজ (team work) , আলোচনা এবং দ্বন্দ্ব সমাধান, যোগাযোগ (communication), সূক্ষ্মচিন্তন (critical thinking), সৃজনশীলতা (creativity), সমস্যা সমাধান (problem solving), সিদ্ধান্ত গ্রহণ (decision making), পরিকল্পনা প্রণয়ন (planning) ইত্যাদি দক্ষতা। যেমন: সূক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তেমনি সৃজনশীলতা (creativity) অনেক প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যার মাধ্যমে একজন প্রচলিত ধারণার বাইরে চিন্তা করে সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধান বের করতে পারে। অন্যদিকে যোগাযোগের দক্ষতা অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি এবং বৃদ্ধি করে, যার ফলে কর্মক্ষেত্রে সম্মান, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়।

কারিগরি বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা

সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার উদাহরণ হলো প্রযুক্তিগত দক্ষতা, যা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন বা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয়। যেমন: স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহারে এবং রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অপরিহার্য। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। যেমন: একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কথা ধরা যাক। তাকে অবশ্যই প্রযুক্তিগত দক্ষতা যেমন: কোডিং ও বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা, কোডিং, সফটওয়্যার তৈরি, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি অর্জন করতে হবে। এর পাশাপাশি তাকে অবশ্যই সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতার মতো মৌলিক দক্ষতাও থাকতে হবে। তাই আমরা বলতে পারি, একবিংশ শতাব্দীতে কর্মজগতে সফল হওয়ার জন্য সবার মৌলিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা উভয়ই অপরিহার্য।

একক কাজ

২০৩০ সালে বিদ্যমান থাকতে পারে, এমন একটি পেশা নিজের জন্য নির্বাচন করো। উক্ত পেশায় কী কী দক্ষতা অর্জন করতে হবে তার তালিকা তৈরি করো।

ছক ২.৫: ২০৩০ সালের সম্ভাব্য পেশার দক্ষতা

পেশার নাম	দক্ষতার নাম
ব্যবসা	ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন
	অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
	বাজেট প্রণয়ন
	বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ

আমাদের দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে পরিচয়

আমাদের চারপাশে এমন অনেক পেশাজীবী দেখতে পাই, যারা হাতে কাজ করেন, মেশিন পরিচালনা করেন, সুপারভাইজ করেন, প্রসেসিং করেন, প্যাকেটিংসহ অনেক কাজ করে থাকেন। তোমরা কি জানো, তারা কোথায় পড়াশোনা করেছেন? কোথা থেকে এ ধরনের কাজের যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছেন? তাদের এই দক্ষতাগুলো হলো কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা। মূলত প্রযুক্তির সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে বা বাস্তবে কাজ করাই হলো কারিগরি শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, কৃষি ও কলকারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখান থেকে এ ধরনের যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জন করা যায়। এককথায় বলা যায়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ হলো (Technical and Vocational Education and Training বা TVET) আমাদের বিদ্যমান শিক্ষাক্রমেরই একটি ধারা, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীকে চাকরি বা কর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হয়। কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীল হওয়ার উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অনুশীলন করানো হয়। কর্মী ও কর্ম-পরিবেশের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কীভাবে সতর্কতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে তাও হাতে কলমে শেখানো হয়। উন্নত দেশগুলোতে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও কৃষিতে বিপ্লব ঘটানো হয়েছে। উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার ও কৌশল প্রয়োগ করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সরাসরি সহায়তা করে কারিগরি শিক্ষা।

বাংলাদেশে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ বৃত্তিমূলক মোট ২৫১৭টি, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনে ৯৮টি এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সাত হাজার বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজ, মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূলত পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত রেজিস্ট্রার্ড অর্গানাইজেশন, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি কোর্স করা যায়।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ক্যারিয়ার গড়া

আমরা এবার জেনে নিই, কখন এবং কীভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়া যায়। প্রথমতো, আমরা যারা কারিগরি জ্ঞান-দক্ষতা পছন্দ করি, যারা লেখাপড়ার পাশাপাশি দ্রুত কর্মজগতে প্রবেশ করতে চাই, তারা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ভিত্তি হিসেবে নিতে পারি। টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করে দুই বছর মেয়াদি এসএসসি ভোকেশনাল এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) পাশ করে দুই বছর মেয়াদি এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্সে আমরা যেকোনো টিএসসিতে ভর্তি হতে পারব। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০৪টি টিএসসি রয়েছে এবং আরও নতুন টিএসসি (৩২৯টি) তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করার পর যেকোনো শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ৫০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। এর সঙ্গে সরকার আরও ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। চারটি বিভাগে মেয়েদের জন্য বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আরও নতুন চারটির কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আরও চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। কৃষি বিষয়ক শিক্ষার জন্য ১৮টি সরকারি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট রয়েছে। এছাড়া ৫২৭টি রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন দ্বারা স্বল্পমেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চার মাস মেয়াদি এসব কোর্সে সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষে দেওয়া হয় জাতীয় দক্ষতা মানসম্পন্ন সনদপত্র। এই সনদপত্র দিয়ে দেশে এবং বিদেশে কর্মজগতে প্রবেশ করা অনেক সহজ।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে ভর্তি হতে পারে। মজার বিষয় হলো, অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পরই এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায় এবং স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। এবার এসো আমরা শিমুল নামে একজন প্রকৌশলীর গল্প শুনি।

কেস ২: একজন শিমুলের স্বপ্নপূরণ

শিমুল ছোটবেলা থেকেই নাট বোল্ট, স্ক্রু ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসে। ওর বাবার খুব ইচ্ছা বড় হয়ে সে ইঞ্জিনিয়ার হোক। তাই সারা দিন তার মা লেগে থাকেন তার পড়াশোনার পিছনে। কিন্তু শিমুলের মনোযোগ অন্য কাজে। বাড়িতে পানির ট্যাপ কেটে গেলে সেটি ঠিক করা, টিউব লাগানো, গ্যাস লাইনে টাইট দেওয়া ইত্যাদি যত কাজ আছে, সেগুলো সে খুব আনন্দ নিয়ে করে। এসব নিয়ে শিমুলের বাবা-মায়ের অভিযোগের শেষ নেই। শিমুলের এক মামাতো ভাই বশির লন্ডনে থাকেন। তিনি একবার দেশে বেড়াতে এসে শিমুলদের বাড়িতে ওঠেন। শিমুলের মা তার কীর্তিকাণ্ড নিয়ে তার কাছে অভিযোগ শুরু করেন। বশির অবাক হয়ে বলেন, তাই নাকি? তাহলে তো ওর ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। শিমুলের বাবা ভ্রু কুঁচকে রাগের সুরে বললেন, 'মানে কী?' বশির বললেন, 'ফুফাজান, আপনি ওকে একটি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে পাইপ ফিটিং কোর্সে ভর্তি করে দিন, সে খুব মেধাবী প্লাম্বার হবে। আমি ওকে লন্ডনে নিয়ে যাব। লন্ডনে প্লাম্বারের অনেক চাহিদা, অনেক টাকা বেতন তাদের। সবমিলিয়ে অনেক ভালো থাকতে পারবে।'

কথাগুলো মনে গেঁথে গেল তাদের। শিমুলকে তারা টিএসসিতে ভর্তি করে দিলেন। শিমুল নিজের ভালোলাগা থেকে মনে আনন্দ নিয়ে সেখানে পড়ালেখা করার পর অনুশীলন করা শুরু করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের (ইন্ডাস্ট্রির) মানদণ্ডে কীভাবে কাজ করতে হয়, সেগুলোও সে ভালোভাবে রপ্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে

চুক্তিতে (কন্ট্রাক্টে) কাজ করা শুরু করে। এর পাশাপাশি পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সেও ভর্তি হয়ে ক্লাস করতে থাকে। শুধু তাই নয়, অতিথি শিক্ষক হিসেবে টিএসসিতে ক্লাস নেওয়ার কাজও শুরু করে। এ বিষয়ে ইন্টারনেট থেকে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে নিজের ডিজাইনে পরীক্ষণ (এক্সপেরিমেন্ট) চালায়। কিছুদিনের মধ্যেই কাজের চাপ সামাল দেওয়ার জন্য সে এলাকার কিছু ছেলেকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে; শুধু কাজ নয়; কাজের সঙ্গে সে নীতি-নৈতিকতা (নিষ্ঠা, সততা, সময়ানুবর্তিতা) এবং যোগাযোগের আচরণিক দিকগুলোর (etiquette and manners) উপরও প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে দাঁড়িয়ে যায় সুশিক্ষিত, নীতিবান, সময়নিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী বড় একটি প্লাম্বার টিম। এলাকায় এবং এলাকার বাইরেও সুনামের সঙ্গে এই টিম কাজ চালাচ্ছে বছর দুয়েক ধরে। শিমুল এখন প্লাম্বার সাপ্লাই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বড় প্রকৌশলী। অনলাইন এবং সরাসরি (অফলাইন) দুদিক থেকেই প্রচুর কাজের প্রস্তাব আসছে প্রতিদিন। তার কোম্পানি থেকে যে পরিমাণ আয় হয়, তাতে সে লন্ডনে তার বশির ভাইয়ের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছেই না। বশির ভাই ফোন দেওয়ার পর সে বলেছে, ‘এলাকায় আমার এখন অনেক প্রসার; আমি স্বপ্ন দেখি কিছুদিনের মধ্যেই সারা দেশে আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক পরিচিতি পেয়ে যাবে এবং তারও কিছুদিন পর ভিনদেশ থেকে আমার প্রতিষ্ঠানের ডাক আসতে শুরু করবে। প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আমার দেশের নাম ছড়িয়ে পড়বে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে!’ এ কথা বলে সে তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগল। সেই হাসিতে তার স্বপ্নগুলোও খেলা করছে যেন!

দলগত কাজ

শিমুলের কেস পর্যালোচনা এবং তোমাদের পরিচিত বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করো। এবার বাংলাদেশে বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কিত নিচের ছকটি পূরণ করো।

ছক ২.৬: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কোর্সের নাম	কোর্সের সময়কাল	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন
এসএসসি ভোকেশনাল	.........বছর	টিএসসি
এইচএসসি ভোকেশনাল	.........বছর	....

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও আগামীর দক্ষতার অন্বেষণ

আমরা আমাদের সহপাঠীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করব। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো, বর্তমানে এখানে কোন ধরনের দক্ষতার প্রশিক্ষণ হচ্ছে তা দেখা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অর্থাৎ আগামীতে কোন ধরনের দক্ষতা নিয়ে কাজ করা হবে তা খুঁজে বের করা। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে জেনেছি এবং অনুশীলন করেছি সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে পরিদর্শন চেকলিস্ট তৈরি করব (লিস্টের একটি নমুনা 'কিছু তথ্য জেনে নিই'-এ দেওয়া আছে)। এরপর উক্ত চেকলিস্টের তথ্য বিবেচনায় রেখে আমাদের পরিদর্শন কার্যক্রমটি সম্পন্ন করব। তবে যদি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা কোনো ছুটির দিনে পরিবার/অভিভাবকের সঙ্গে অথবা একই এলাকার শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কাজ করে, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা পরিদর্শন করব।

পরিদর্শন পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়:

১. তারিখ ও সময় নির্ধারণ
২. কমিটি গঠন
৩. যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে, সেখানে পত্র দিয়ে অবহিত করা
৪. পরিদর্শন চেকলিস্ট তৈরি
৫. পরিদর্শন শেষে ফিডব্যাক সেশন পরিচালনার পরিকল্পনা
৬. ধন্যবাদ পত্র প্রেরণ ইত্যাদি

একক কাজ

একটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে নিজের অনুভূতি লেখো। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তোমার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না, থাকলে পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান বিশ্বে চাকরির বাজারে উৎপাদনশীল খাতই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে এবং এখানে বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করছে। আধুনিক প্রযুক্তির এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন দক্ষ জনবল, যা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে তোলা সম্ভব। তা ছাড়া উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে। দেশ এবং বহির্বিশ্বে যেকোনো খাতেই দক্ষ জনশক্তির চাহিদা অনেক। তাই আমরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে নিজের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

স্বমূল্যায়ন

ক) তোমার এলাকায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা উল্লেখ করো।

খ) তোমার এলাকায় কোন কোন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কাজের চাহিদা রয়েছে বলে মনে করো?

গ) কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের একটি করে পেশা নির্বাচন করো এবং নির্বাচিত পেশায় আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার কী ধরনের সুযোগ আছে তা উল্লেখ করো।

ঘ) মনে করো, তুমি কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে পরবর্তী পড়াশোনা করতে চাও। সে ক্ষেত্রে সেখানে তুমি কোন ধরনের ট্রেড বেছে নেবে? উক্ত ট্রেড পছন্দ বা নির্বাচন করার কারণ কী? উক্ত ট্রেডটি আগামীর শ্রমবাজারে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো।

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি... ... ... [প্রযোজ্য ঘরে টিক (√)চিহ্ন দাও]

ক্রম	কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
১.	কেসস্টাডি থেকে দক্ষ হয়ে ওঠার পথ পরিক্রমা খুঁজে বের করা			
২.	কাজের ধরন ও দক্ষতার পরিবর্তন শনাক্ত করা			
৩.	পোশাকশিল্পে ভবিষ্যৎ পেশার ক্ষেত্র ও দক্ষতা অনুসন্ধান			
৪.	সেবা, শিল্প ও কৃষি খাতের কয়েকটি পেশার দক্ষতা চিহ্নিত করা			
৫.	২০৩০ সালের পেশার জন্য মৌলিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা চিহ্নিত করা			
৬.	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৭.	কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার গড়ার (কেসস্টাডির মাধ্যমে) কৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৮.	কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন			
মোট স্কোর: ৪০		আমার প্রাপ্ত স্কোর:		
অভিভাবকের মতামত:				

এই অধ্যায়ে নতুন যা শিখেছি... ... ...

শিক্ষকের মন্তব্য

কিছু তথ্য জেনে নিই

যে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করা হবে, সেটি নিজ এলাকা থেকে বেছে নিতে হবে। শিক্ষকের নির্দেশনায় দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নপত্র/চেক লিস্ট তৈরি করে নিতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এখানে দেওয়া নমুনাটি দেখে নিতে পারো।

প্রতিষ্ঠানের নাম: তারিখ ও সময়:

দলের সদস্যদের নাম ও আইডি:

১	কোন ধরনের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে?	• •
২	কোন স্তরের শিক্ষার্থীরা এখন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে?	• •
৩	এই দক্ষতা বা অকুপেশনগুলো কি বাজার চহিদার সঙ্গে সমন্বয় করে নির্বাচন করা হয়েছে?	• •
৪	এখান থেকে দক্ষতা এবং সার্টিফিকেট অর্জন করে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের পেশায় প্রবেশ করছে?	• •
৫	শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে?	• •
৬	ভবিষ্যতে কোন ধরনের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে (ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা)?	• •
৭	এখান থেকে কোর্স শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার সুযোগ কোথায় আছে?	• •

স্বপ্নগুলো সত্যি করি

তুহিন মেরু পার হয়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায়;
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরেঃ
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।।

তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার কবিতার এই লাইনগুলো লিখেছিলেন কত বছর আগে! কবিদের কাজ কল্পলোকে ভেসে বেড়ানো আর নতুন নতুন আইডিয়া সাজানো; অন্যদিকে তাদের কল্পনার সেই স্বপ্নগুলো জীবন্ত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে থাকেন বিজ্ঞানীরা। এমনকি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির অনেক কিছুই এখন তাদের কল্যাণে আবিষ্কার হয়ে আমাদের সামনে বাস্তবে ধরা দিচ্ছে। নতুন এই প্রযুক্তি আবিষ্কার কিংবা ব্যবহার, দুটোর জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে নতুন নতুন দক্ষতার।

নিত্যনতুন আবিষ্কার আর প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমাদের জীবন বদলে যাচ্ছে দ্রুত। এই প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় না, এর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের অনেক গবেষণা। এই গবেষণা কিংবা গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়নকৃত প্রযুক্তির ব্যবহার উভয় কাজের জন্যই প্রয়োজন হয় নতুন নতুন দক্ষতার। আর এসব দক্ষতা বদলে দিচ্ছে আমাদের চিরচেনা পেশার ধরনগুলোও। আমরা কি জানি, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে তাল মিলিয়ে চলা কিংবা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন প্রযুক্তির দক্ষতা আমাদের অর্জন করতে হবে! চলো, আমরা একটা গল্প শুনি।

প্রযুক্তির মাঝে বসবাসের গল্প

জুঁইয়ের বড় মামা খোকন একজন ডাটা সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার। ডাটা সায়েন্স ইঞ্জিনিয়াররা মূলত গণিত, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার সায়েন্স এর জ্ঞান ব্যবহার করে অনেক তথ্য একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে কোনো বিষয়ের পূর্বাভাস দিতে পারে, জটিল জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে কী ধরনের ঝুঁকি আসতে পারে এবং সেগুলো মোকাবিলার উপায়ই বা কী হতে পারে, তা নিয়ে তিনি ইউরোপিয়ান একটি সংস্থায় গবেষণা করেন। তিনি এবার একটা কাজে দেশে এসেছেন। জুঁই আর রবিনের জন্য এনেছেন একটি ছোট ড্রোন, যেটা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে উড়িয়ে সুন্দর ছবি তোলা এবং ভিডিও করা যায়। তবে দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, ড্রোনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসমৃদ্ধ (Artificial Intelligence- AI) এবং এটিকে কী ধরনের ছবি তুলতে হবে সেই নির্দেশনা (কমান্ড) দিলে নিজে নিজেই সে রকম ছবি তুলতে পারে। উপহার পেয়ে জুঁই আর রবিন ভীষণ খুশি। প্যাকেট খুলে কীভাবে এটা ব্যবহার করতে হবে তা জানার জন্য দুই ভাইবোন মামার কাছে জিজ্ঞেস করলে, মামা মজা করে বললেন, 'আমি তো জানি না, নেটে সার্চ দাও না ভাগনে!'

চিত্র ৩.১: নতুন প্রযুক্তি পণ্য ড্রোনের ব্যবহার

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

একটু পরেই মামা তার ব্যাগ থেকে একটা যন্ত্র বের করে বললেন, 'এটা হচ্ছে একটা অত্যাধুনিক প্রফেশনাল ভিআর বক্স, এটাকে অকুলাস বা কোয়েস্ট প্রোও বলা হয়। ভিআর বক্স চশমার মতো একটা ডিভাইস যা দিয়ে ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি পরিবেশ অনুভব করা যায় এবং ঘরে বসেই যে কেউ অনুভব করতে পারে সে অন্য কোনো পরিবেশ বা জগতে অবস্থান করছে। একটু পরেই আমি বিদেশে থাকা সহকর্মীদের সঙ্গে একটা মিটিং করব। যদিও আমি তোমাদের বাসায় কিন্তু আমার সহকর্মীরা দেখবে আমি অফিসেই বসে আছি, তাদের সঙ্গে সত্যিকার মানুষের মতো কথা বলব, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করব। শুধু আমিই না, আরও অনেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের অফিসে এভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করবেন। এটা পুরোই একটা ভার্চ্যুয়াল পরিবেশ। এখানে সবার একটা ভার্চ্যুয়াল চরিত্র (অ্যাভাটার) তৈরি হয় এবং সবাই সবার কথা, মুখভঙ্গি, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দেখতে পায়। ভার্চ্যুয়াল দুনিয়ায় এই প্রযুক্তিকে বলা হচ্ছে মেটাভার্স। এই মেটাভার্সে অগমেন্টেড রিয়েলিটি, হলোগ্রাফ প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রযুক্তিসহ অনেক কিছুই সংযুক্ত। যার কারণে আমাদের কাজ করার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা অনেক বদলে গেছে। যেমন ধরো, এক্স আর প্রযুক্তির কথা; অগমেন্টেড রিয়্যালটি এবং ভার্চ্যুয়াল রিয়্যালটির মিশ্রণে তৈরি করা নতুন এই প্রযুক্তি এক্স আর বা এক্সটেন্ডেট রিয়্যালটি। এর কল্যাণে এখন কোনো গ্রাহক সোফা কেনার আগেই সোফাগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে তার বসার ঘরে স্থাপন করে দেখে নিতে পারবেন কতটা মানিয়েছে। একইভাবে পোশাকও ট্রায়াল দেওয়া যাচ্ছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, এক্স আর এর প্রভাবে গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পেশার চাহিদা তৈরি হতে যাচ্ছে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই।'

চিত্র ৩.২: পেশাগত সভায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

জুঁই অবাক হয়ে মামার কথা শুনছিলো। সে বললো, 'মামা তোমার কাছে এই গল্পগুলো শুনে সায়েন্স ফিকশন সিনেমার মতো লাগছে। অফিসের বাইরে আর কোথাও কি তোমরা এমন কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করো? মামা একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ তা তো করিই! আমার অফিসের পাশে একটি রেঁস্তোরায় রয়েছে 'রোবট ওয়েটার', সে আমাদেরকে দিব্যি খাবার পরিবেশন করে বেড়ায়! আমার একজন সহকর্মীর বাড়িতে রান্নাঘরে আছে একটি স্মার্ট মনিটর, যা রান্নাঘরের বা রেফ্রিজারেটরের কোনো প্রয়োজনীয় পণ্য শেষ হয়ে গেলে তার নোটিফিকেশন দেয়। স্মার্ট বাড়িগুলোতে সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রই (যেমন: টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন ইত্যাদি) এবং দরজা, জানালা সবই ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থাকে। বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে থেকেও এসবের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফলে সময় ও বিদ্যুতের খরচ বাঁচে, এর পাশাপাশি নিরাপদও থাকতে পারে। তোমরা দেখবে খুব শীঘ্রই এসব প্রযুক্তি তোমাদের কাছেও চলে এসেছে!'

রবিন খুব চিন্তিত মুখে বলল, ' তাতে তো অনেকেরই চাকরি চলে যাবে, মামা!' মামা বললেন, 'তা সত্য বটে! অনেক চাকুরি বা কাজ আগামীতে রোবটের মাধ্যমে করানো হবে এবং অনেকেই চাকরি হারাবে। তবে তাই বলে ভয়ের কিছু নেই। মনে রাখবে, এগুলো কিন্তু মানুষই চালাবে এবং মানুষই তৈরি করবে। ফলে অনেক নতুন নতুন চাকরি বা কাজের ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে এবং আরও তৈরি হবে যা এখন আমরা হয়তো ভাবতেও পারছি না!'

জুঁই বলল, 'জানো মামা, আমার এক বন্ধু বলেছে, সে নাকি চ্যাট জিপিটি দিয়ে রচনা লিখে আনে। সেটা কী জিনিস মামা?'

মামা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'আরে শোনো, চ্যাট জিপিটি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence- AI) প্রোগ্রাম, যা মানুষের ভাষা বুঝতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, কথোপকথনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। কিন্তু তাকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য ব্যবহারকারী হিসেবে তোমাকেই তার কাছে প্রশ্ন বা সমস্যা ছুড়ে দিতে হবে, সঠিক সময়ে সঠিক প্রশ্ন করতে হবে, নির্দেশনা দিতে হবে। তার তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে তোমাকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি হচ্ছ তার বস বা প্রভু। তোমার বুদ্ধি খরচ না করলে তার দেওয়া তথ্য তোমার কোনো কাজেই আসবে না! মনে রেখো, মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বানাচ্ছে, সুতরাং AI এর পরিচালক কিন্তু মানুষই। তোমাকে অবশ্যই হতে হবে তার চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান! কারণ তো জানোই, মানুষের কাছ থেকে ধার করা বুদ্ধি দিয়েই যে AI চলে!'

রবিন বলল, 'মামা আমি সেদিন বিজ্ঞান সাময়িকীতে পড়েছি- পৃথিবীর বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদরা নাকি বলেছেন, আমরা এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সে প্রথম যুগে আছি। আগামীতে আরও আসছে AGI (Artificial General Intelligence) এবং ASI (Artificial Super Intelligence) AI-কে বলা হচ্ছে প্রথম শ্রেণির দুর্বল AI, আবার AGI-কে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রজন্মের শক্তিশালী AI, অন্যদিকে ASI হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের অতিশক্তিশালী AI, যা ২০৪০ সালের মধ্যেই মানুষের হাতে আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।'

মামা বললেন, 'তুমি ঠিকই পড়েছ। AI বিভিন্ন সেক্টরে শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়বে, তখন প্রোগ্রামিং, ডেভেলপমেন্ট, টেস্টিং, সাপোর্ট ও মেইন্টেন্যান্সসহ বিভিন্ন সেক্টরে নতুন নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হবে। গবেষকরা ধারণা করছেন, AI-এর প্রভাব ২০২৫ সালের মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় ৯ শতাংশ নতুন চাকরিক্ষেত্র তৈরি করবে, যার মধ্যে থাকতে পারে ডেটা সাইন্টিস্ট, রোবট মনিটরিং প্রফেশনাল, কনটেন্ট কিউরেটর, অটোমেশন স্পেশালিস্ট ইত্যাদি।'

পরদিন রবিনরা সবাই মিলে 'থ্রি-ডি শো' দেখতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় পাশের বাড়ির সাবিনা খালা এসে রবিনকে ধরলেন, 'বাবা, আমার পিঠাপুলি পেজটা হ্যাকড হয়ে গেছে, তুমি আমাকে সাহায্য করো প্লিজ!' মামা শুনে জানতে চাইলেন, পেজে 'টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' চালু আছে কি না? সাবিনা খালা বলল, 'টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' মানে কী? মামা উনাকে বুঝিয়ে দিলেন- 'টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' হলো ইন্টারনেটে নিজের বিভিন্ন একাউন্ট নিরাপদ রাখার জন্য দুই স্তরের ব্যবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট একাউন্টের পাসওয়ার্ড দেওয়ার পাশাপাশি ব্যবহারকারীর ফোনে একটি কোড পাঠানো হয় যা প্রবেশ করানো হলেই শুধুমাত্র একাউন্টে লগইন করা যায়। খালা এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছিলেন না। অবশেষে মামা তার একজন সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শে পেজটি উদ্ধারের কাজে নামলেন এবং বেশ কয়েক দিন চেষ্টার পর তারা এটা উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন।

পেজ ফিরে পাওয়ার পর একদিন সাবিনা আন্টি খুশি হয়ে অনেক ধরনের পিঠা বানিয়ে প্যাকেট করে জুঁইয়ের মামির জন্য উপহার দিতে এলেন। গল্প করতে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'সাইবার সিকিউরিটি মানে কী?' কারণ, এই শব্দগুলো তিনি পেজ হ্যাকড হওয়ার পর থেকে অনেকবার শুনেছেন।

মামা বললেন, 'সাইবার সিকিউরিটি হল কম্পিউটার, সার্ভার, মোবাইল ডিভাইস, ইলেকট্রনিক সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল তথ্য ক্ষতিকারক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার অনুশীলন, যা আমাদের ডিজিটাল জীবন নিরাপদ এবং সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে। এটি তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা বা ইলেকট্রনিক তথ্য নিরাপত্তা নামেও পরিচিত। এ জন্যে শক্তিশালী এবং অনন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা, সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করা বা অজানা ফাইল ডাউনলোড করা এড়িয়ে চলা এবং সাইবার হুমকি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য নিয়মিত আমাদের ডিভাইস এবং সফটওয়্যার আপডেট করা গুরুত্বপূর্ণ। ভালো সাইবার সিকিউরিটি অভ্যাসগুলো বুঝে অনুশীলন করার মাধ্যমে, আমরা সাইবার আক্রমণ থেকে নিজেদের এবং অন্যদের রক্ষা করতে পারি, আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষা করতে পারি এবং মানসিক শান্তির সঙ্গে ডিজিটাল বিশ্বের সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারি।'

রবিন বলল, 'তাহলে তো এখানেও অনেক চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে!' মামা বললেন, 'তা তো অবশ্যই! ইতিমধ্যে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং আসছে দিনগুলোতে আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতেই থাকবে!'

জুঁই বলল, ' আচ্ছা মামা, নতুন আর কী কী আমাদের সামনে আসছে বলোতো!'

মামা বললেন, 'আরও যে কত কী আসছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! এই যেমন ধরো, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর কথা। জটিল সমস্যার সমাধান বের করতে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জুড়ি নেই। সমস্যা যত জটিল হবে, সাধারণ কম্পিউটারের তুলনায় কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কার্যদক্ষতা তত বাড়বে। সমস্যার সমাধান কোয়ান্টাম কম্পিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুততায় করে ফেলতে পারবে এবং একে বলা হচ্ছে গতির রাজা, যেমন: আগামীতে বিগ ডাটার সমাধান, মেশিন লার্নিং, ডাটা নিরাপত্তা, চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষবিহীন নিখুঁত অপারেশন ইত্যাদি জটিল কাজ মানুষের হাতের নাগালে চলে আসবে। তবে যা কিছুই আসুক না কেন, তোমাদের মতো মানুষই কিন্তু সেসব তৈরি করবে এবং মানুষের বুদ্ধির দ্বারা মানুষ এদের দাস বানিয়ে নিজেদের সব কাজকে সহজ ও সাবলীল করে তুলবে। কারণ প্রকৃতি মানুষকে অফুরন্ত প্রতিভা, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি করেছেন।'

জুঁই চোখ গোল গোল করে মামার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জানো মামা, মা বলেন আমার নাকি অনেক ধৈর্য; আমি যেকোনো ঘটনা খুব গভীর থেকে দেখতে পারি; আমার মাথায় সব সময় নতুন নতুন অদ্ভুত অদ্ভুত আইডিয়া ঘোরাফেরা করে; যেকোনো কাজে লেগে থাকতে পারি অনেকক্ষণ! তাহলে আমার তো কোনো চাকরিই অভাব হবে না! কাজে মন দিয়ে লেগে থাকব, আর একটা কিছু তো আমি আবিষ্কার করেই ফেলব!’

ভাগনির কথা শুনে মামাও উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, ‘ওরে আমার আগামীর বিজ্ঞানী! আগামীতে AI তোমাকে নয়, তুমি AI-কে নিয়ন্ত্রণ করো! এটাই তো চাই!’

দলগত কাজ

ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সন্ধান

গল্পে কোন প্রযুক্তিগুলো ইতোমধ্যেই বিদ্যমান এবং সেগুলো সম্পর্কে তোমরা যা জানো, তা খুঁজে বের করো। একইসঙ্গে কোন কোন প্রযুক্তি সম্পর্কে তোমাদের আরও জানতে হবে তার একটি তালিকা বানাও।

ছক ৩.১: নতুন প্রযুক্তির সন্ধান

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম	
	ইতোমধ্যে জানি	জানতে হবে
১		
২		
৩		

আগামী প্রজন্মের স্বপ্ন বুনি

প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি হলো মানুষ। এই মানুষ যা স্বপ্ন দেখে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য চালাতে থাকে সীমাহীন প্রচেষ্টা। হাজারো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে এবং হাজারো সমস্যার সমাধান করতে করতে একসময় তাদের স্বপ্ন হয়ে ওঠে বাস্তব। এভাবেই প্রযুক্তি দিনে দিনে উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের কারণে কীভাবে নতুন নতুন পেশা সৃষ্টি হচ্ছে তা কল্পনা করে বের করার চেষ্টা করি। কাল্পনিক সেইসব নতুন পেশা নিয়ে একটি গল্প লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

গল্পের নাম:

এবার আমার লেখা গল্পটি বিশ্লেষণ করে দেখি

ছক ৩.২: কাল্পনিক পেশায় প্রযুক্তির ব্যবহার

পেশার নাম	কাল্পনিক পেশায় ব্যবহার হতে পারে এমন প্রযুক্তির নাম	কাল্পনিক পেশার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন দক্ষতা	উক্ত পেশা মানব কল্যাণে যে ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে

ভবিষ্যৎ পেশাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা

গত এক দশকে প্রযুক্তিগত যে উন্নয়ন ঘটেছে, তা বিগত কয়েক দশকের তুলনায় অনেক বেশি। প্রযুক্তি বিকাশের এই দ্রুতগতির কারণে কী ধরনের কিংবা কতটুকু পরিবর্তন আসছে তা বলা কঠিন। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক রাজত্ব শুরু হতে পারে এটা ধরে নেওয়াই যায়। এছাড়া মেশিন লার্নিং, এক্সটেন্ডেড রিয়্যালটি, ডিজিটাল ট্রাস্ট, বায়োমেট্রিক্স, আইওটি ইত্যাদি বদলে দিতে পারে আমাদের জীবনযাত্রার ধরন ও পেশাগত চাহিদা। তবে প্রযুক্তি যেন আমাদের আবেগ, অনুভুতি, স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে সবাইকে মেশিন বানিয়ে না ফেলে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে অবশ্যই। ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, এটি যেন মানবকল্যাণকে বাধাগ্রস্ত না করে অর্থাৎ সমাজের জন্য, পরিবেশের জন্য হিতকর ব্যবহার যেন সব সময় আমরা নিশ্চিত করি। এবার এমন কিছু পেশা সম্পর্কে জানব, যা আগামীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে অনেকেই মনে করেন।

দলগত কাজ

ভবিষ্যৎ পেশার দক্ষতা

৫/৬টি দলে বিভক্ত হয়ে যাও। প্রতি দল নিম্নোক্ত পেশাগুলোর মধ্যে যেকোনো তিনটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা খুঁজে বের করো। প্রয়োজনে নিজেরাও পেশার নাম যুক্ত করে নিতে পারো। কাজটি করতে গিয়ে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি/লাইব্রেরি/বিভিন্ন পত্রপত্রিকা/দলের বা পরিবারের কারো সহায়তা নিতে পারো।

পেশার নাম	
ডেটা বিশ্লেষক	ওয়্যারলেস প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞ
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৌশলী	স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন প্রযুক্তিবিদ
মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার	সাইবার সিকিউরিটি বিশ্লেষক
বায়োটেক গবেষক	অগমেন্টেড রিয়েলিটি ডেভেলপার
রোবট মনিটরিং প্রফেশনাল	ডিজিটাল মার্কেটার
নবায়নযোগ্য শক্তিবিশেষজ্ঞ	থ্রিডি প্রিন্টিং ডিজাইনার

আগামীর এই পেশাগুলোর দক্ষতা অনুসন্ধানের পাশাপাশি আমরা নির্বাচিত পেশার ঝুঁকিগুলোও খুঁজে বের করব। উক্ত পেশার কারণে অন্যান্য পেশায় এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, তা আলোচনার মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করব। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে নিরাপত্তা (নিজ, পরিবার ও সমাজের) বজায় রেখে আমরা কীভাবে উক্ত পেশায় কাজ করতে পারি, তা নিয়েও দলে সবাই মিলে আলোচনা করে জীবন ও জীবিকা খাতায় তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে রাখব।

নতুন প্রযুক্তির বাস্তব ব্যবহার

নতুন প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের চারপাশে বিদ্যমান অনেক কিছুরই আধুনিক ও স্মার্ট সমাধান বের করতে পারি। চলো দেখি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে কিছু বাস্তব সমস্যা সমাধান এবং সেবার মান উন্নত করা যায়।

উদাহরণ ১: বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও তাদের একাডেমিক পারফরম্যান্স শনাক্ত করার স্মার্ট উপায়

মডেল প্রজেক্ট: শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও পারদর্শিতা ট্র্যাক করতে আইওটি

চিত্র ৩.৩: শিক্ষার্থীরা বায়োমেট্রিক হাজিরা দিচ্ছে

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শ্রেণিকক্ষে হাজিরা বা রোল নম্বর কলের বিপরীতে কক্ষের বাইরে হাজিরা সংরক্ষণ ডিভাইস ইনস্টল করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের আঙুলের ছাপ অথবা চোখের রেটিনা স্ক্যান বা একটি মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড স্ক্যান করার মাধ্যমে উপস্থিতির তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এধরনের প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির তথ্য অভিভাবকের মোবাইল ফোনে মেসেজ

আকারে পাঠানো যাবে। বিভিন্ন মৌসুমে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি, ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ফলাফলের ওপর বিদ্যালয়ে মোট উপস্থিতির প্রভাবও বিশ্লেষণ করা যাবে। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক/সহায়তামূলক বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হবে। এর ফলে শিক্ষকের সময় বাঁচবে এবং অভিভাবকের সঙ্গে সহজ ও নিরাপদ যোগাযোগ তৈরি হবে।

ব্যবহৃত প্রযুক্তি: আইওটি ডিভাইস, বিগ ডাটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)

উদাহরণ ২: কৃষি খামারে সময়মতো সেচ দেওয়া

মডেল প্রজেক্ট: স্মার্ট সেচ সিস্টেম

কৃষি খামার বা খেতের ফসলে নিয়মিত সেচ বা পানি দেওয়া কৃষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। সঠিক সেচ পরিকল্পনা না থাকলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়, আবার অনেক সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনও পড়ে। অপরিকল্পিত উপায়ে পানি সেচের কারণে একদিকে যেমন পানির অপচয় হয়, অন্যদিকে পানি সেচে বিদ্যুৎ বা ডিজেলের ব্যবহারে খরচ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া নতুন উদ্ভাবিত জলবায়ু সহনশীল উচ্চফলনশীল জাতের ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য পরিমিত পরিমাণ সেচের বিকল্প নেই।

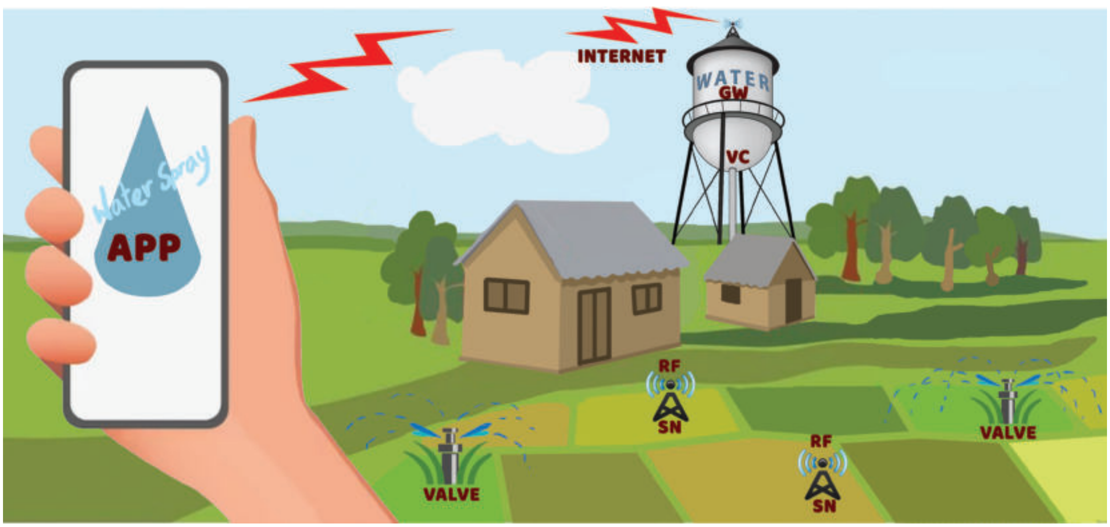

চিত্র ৩.৪: কৃষি খামারে সময়মতো সেচ দেওয়ার মডেল প্রজেক্ট ('স্মার্ট সেচ সিস্টেম')

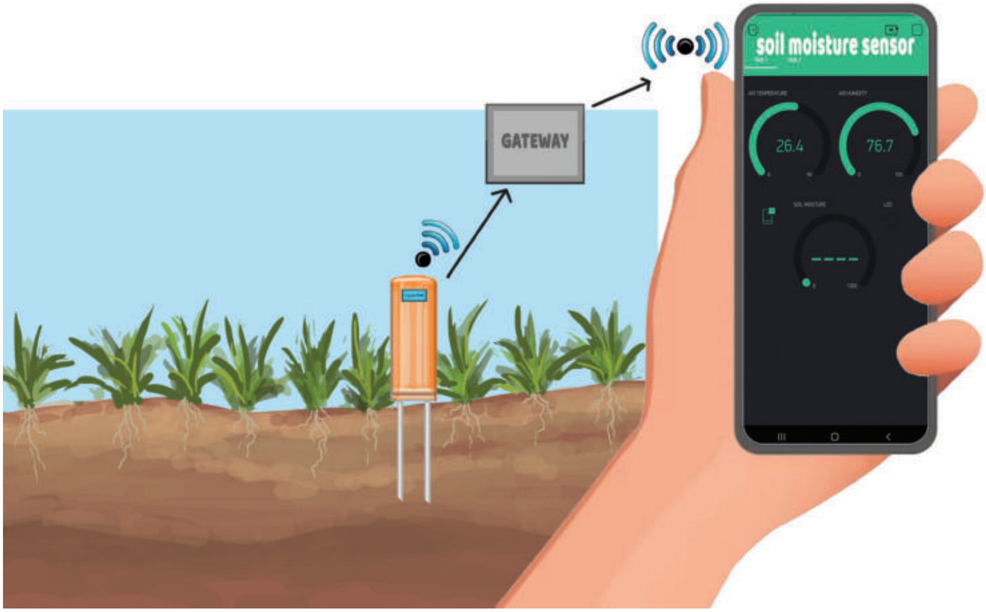

চিত্র ৩.৫: মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মাটির আর্দ্রতা পরিমাপের তথ্য

মাটিতে আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র (soil moisture sensor) এর মাধ্যমে কৃষি জমির সেচব্যবস্থাকে স্মার্ট করা যায়। এতে সময় ও খরচ বাঁচে এবং আশানুরূপ উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। মাটির আর্দ্রতা বা মাটিতে পানির পরিমাণ বুঝে কখন কতটুকু পানি সেচ দিতে হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য মাঠে আইওটি সেন্সর স্থাপন করলে কৃষক মোবাইলে ফসলের পানির চাহিদা ও পরিমাণ জানতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী সেচ কার্যক্রম করতে পারবেন। মাটিতে আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রগুলো মাঠের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে। সব যন্ত্র আবার ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকে। কোনো স্থানের মাটির আর্দ্রতা কম বা বেশি হলে এসব যন্ত্র তার সিগন্যাল পাঠিয়ে দেয় সংযুক্ত সার্ভারে। সেখান থেকে কৃষকের মোবাইলের অ্যাপে বিস্তারিত তথ্য আসে। এমনকি ফসলের বিভিন্ন ধরন ও জাতের জন্য বিভিন্ন পরিমাণের পানির চাহিদা নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা পদ্ধতির পানি সেচ দেওয়া সম্ভব।

ব্যবহৃত প্রযুক্তি: ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), বায়োটেকনোলজি

আগামীর প্রকল্প বানাই

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা রকম সমস্যা খুঁজে বের করে তা সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম। এবারও আমরা একটি সমস্যা খুঁজে বের করব এবং প্রযুক্তির সহায়তায় কীভাবে তার সমাধান করা যায় তা নিয়ে বিশেষ একটা আইডিয়ার পরিকল্পনা করব। আমরা একটু খুঁজলেই দেখতে পাব, আমাদের চারপাশে এমন অনেক সমস্যা আছে যার উপযুক্ত সমাধান হয়তো নতুন কোনো প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে হতে পারে। আমরা একটি সমস্যাকে কোন কোন উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা সমাধান করা যায়, তার উত্তর খুঁজে বের করে আনার প্রয়াস চালাব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চিত্র ৩.৬: শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রকল্প উপস্থাপন

প্রয়োজনে ইন্টারনেট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করব কিংবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও এসব বিষয়ে দক্ষ কোনো ব্যক্তির সহায়তা নেব। যেসব ক্ষেত্র থেকে আমরা সমস্যা খুঁজে বের করতে পারি, সেগুলো হলো-

সমস্যার ক্ষেত্র
১. বিদ্যালয় ও আশেপাশের পরিবেশ
২. নিজ এলাকার কৃষিসংক্রান্ত
৩. বিদ্যুৎ/পানি/জ্বালানি শক্তিসংক্রান্ত
৪. সামাজিক/অর্থনৈতিক
৫. পাঠাগার/বিজ্ঞানাগার/বিদ্যালয় ক্যান্টিন
৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা

দলগত কাজ

প্রজেক্ট বানাই

সমস্যার ক্ষেত্রগুলো থেকে যেকোনো একটি ক্ষেত্র বেছে নাও। দলের সবার সঙ্গে পরামর্শ করে উক্ত ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে এমন একটি সমস্যা নির্বাচন করো। উক্ত সমস্যা নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে তা নিয়ে একটি পরিকল্পনা করো এবং সমাধানের জন্য একটি মডেল তৈরি করো। প্রতিটি দল নিজেদের তৈরি করা মডেলটি ক্লাসে উপস্থাপন করো। প্রজেক্টটি দলগতভাবে শিক্ষকের কাছে জমা দাও এবং নিচের ছকটি পূরণ করো।

ছক ৩.৩: প্রজেক্ট আইডিয়া

দলের নাম	
দলের সদস্যদের নাম	
নির্বাচিত সমস্যা	
ব্যবহৃত প্রযুক্তি	
প্রস্তাবিত সমাধান	
প্রজেক্ট থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে	
পরিবেশের ওপর প্রজেক্টটির প্রভাব	

সমাজ বা মানবকল্যাণে প্রজেক্টটির ভূমিকা	
মডেল (ছবি/ প্রেজেন্টেশন/স্কেচ/ ইত্যাদি)	(পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে)
প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সময়	
প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সম্ভাব্য খরচ	
প্রজেক্টটি নিয়ে বাস্তবে কাজ করার জন্য সুপারিশকৃত পদক্ষেপ	
প্রজেক্ট টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ	
প্রজেক্ট সম্পর্কে অন্যান্য দলের মতামত	
প্রজেক্ট নিয়ে আমার অনুভূতি:	
শিক্ষকের মন্তব্য:	

নতুন প্রযুক্তি ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে প্রজেক্ট তৈরি করেছি তা কতখানি বাস্তবসম্মত হয়েছে তা জানার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের সহায়তা নিয়ে বিশেষ কোনো প্ল্যাটফর্মে এই আইডিয়া শেয়ার করতে পারি। তবে আমরা প্রজেক্ট শেষে নিজেদের কাজটি মূল্যায়নের জন্য নিচের চেকলিস্টটি অবশ্যই পূরণ করে অবস্থান যাচাই করব।

ক্রম	বিবৃতি	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
১.	প্রজেক্ট সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি			
২.	বিভিন্ন সমাধান পর্যালোচনা করতে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করেছি			
৩.	সময়মতো প্রজেক্টটি সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করেছি			
৪.	প্রজেক্টের কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি			
৫.	প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে পরিকল্পনা করেছি			
৬.	প্রজেক্টটি সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনামূলক মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছি			
৭.	এই সমাধান আমাদের সমাজ ও পরিবেশে কোনোপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে কি না তা যাচাই করে দেখেছি			
৮.	প্রজেক্টটি কাজ করছে কি না তার একটি নমুনা পরীক্ষা (ডামি এক্সপিরিমেন্ট) করেছি			
৯.	চূড়ান্ত উপস্থাপনের দিন প্রজেক্ট সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সবাইকে দিতে পেরেছি			
১০.	প্রজেক্টটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য এবং সুবিধাজনক হয়েছে বলে মনে করছি			

প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব। প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা আমাদের স্বপ্নগুলোও বাস্তবে রূপ দিতে পারি। যে কাজগুলো আগে অসম্ভব মনে হতো এবং যে কাজ করতে একসময় অনেক মানুষের শ্রম ও অর্থ খরচ হতো, এখন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সেসব কাজ অনায়াসেই খুব অল্প সময় ও পরিশ্রমে করা সম্ভব হচ্ছে। প্রযুক্তির এই বিকাশ দ্রুতগতি পাচ্ছে মানুষের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের কারণে। তাই আমরাও স্বপ্ন দেখব আগামীর এবং মেধা, শ্রম ও সৃজনশীল আইডিয়া দিয়ে তা বাস্তবায়ন করব।

স্বমূল্যায়ন

‘২০৩০ সালের আমি’

ক) ২০৩০ সালে তুমি নিজেকে কোন পেশার জন্য প্রস্তুত দেখতে চাও?

খ) উক্ত পেশায় কাজ করার জন্য তোমার কী কী প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন হবে বলে মনে করছ?

গ) উক্ত পেশায় সফল হওয়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তোমার আর কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন হতে পারে?

ঘ) তোমার নির্বাচিত পেশার মাধ্যমে তুমি কীভাবে তোমার দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারবে বলে ভাবছ?

ঙ) উক্ত পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এখন থেকেই কী কী কাজের অনুশীলন শুরু করবে?

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি... ... ... [প্রযোজ্য ঘরে টিক (√)চিহ্ন দাও]

ক্রম	কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
১.	প্রযুক্তির সঙ্গে বসবাস গল্পটি ভালোভাবে পড়ে আগামীর প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
২.	ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সন্ধানের জন্য নির্ধারিত দলগত কাজ			
৩.	কাল্পনিক পেশা নিয়ে গল্প তৈরি			
৪.	কাল্পনিক পেশা নিয়ে লেখা গল্প বিশ্লেষণ			
৫.	দলগতভাবে ভবিষ্যৎ পেশার দক্ষতা অনুসন্ধান			
৬.	দলগতভাবে আগামীর প্রকল্প তৈরি			
৭.	তৈরিকৃত আগামীর প্রকল্প মূল্যায়ন			
৮.	‘২০৩০ সালের আমি’ পূরণ			
মোট স্কোর: ৪০		আমার প্রাপ্ত স্কোর:		
অভিভাবকের মতামত:				

এই অধ্যায়ে নতুন যা শিখেছি... ... ...

শিক্ষকের মন্তব্য

ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই

'কোন বাণিজ্যে নিবাস তোমার, কহো আমায় ধনী
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের করব মহাজনী'

আজ থেকে শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি তার অভিলাস বা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। একটি পরিকল্পিত যুগসই ব্যবসায়ের আইডিয়া আমাদের উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে পারে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের যেকোনো ব্যবসায় গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি হিসেবে কাজ করে।

প্রতিদিন আমরা যেসব পণ্য ও সেবা ব্যবহার করি, কখনো কি ভেবে দেখেছ এগুলো কারা উৎপাদন করে? কেনই বা উৎপাদন করে, কীভাবে উৎপাদন করে, কে সরবরাহ করে কিংবা কোথায় পাওয়া যায়, তা জানতে ইচ্ছা করে তোমাদের? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে দেখবে, আমাদের যা কিছুই প্রয়োজন হোক না কেন, কেউ না কেউ তা সরবরাহ করছে। অর্থাৎ তোমার বা তোমার পরিবারে কিছু পণ্য বা সেবার চাহিদা আছে এবং সেগুলো কিনে তুমি তোমার চাহিদা মিটাতে পারো। এখন তোমাদের আশেপাশে যারা এসব পণ্য বা সেবা বিক্রি করছেন বা সরবরাহ করছেন, বাজারে সেই পণ্য বা সেবার ঘাটতি আছে। তারা যদি এই পণ্য বিক্রি করেন বা কোনো সেবা প্রদান করেন তাহলে স্থানীয় জনগণের চাহিদা মিটবে এবং তারও ব্যবসা হবে। তাই দেখতেই পাচ্ছ, একটি ব্যবসায় আইডিয়া তখনই আসে, যখন কোনো একটি পণ্য ও সেবা উৎপাদন বা উদ্ভাবন বা সরবরাহের মাধ্যমে কোনো একটি সমস্যার সমাধান করা যায় বা জনসাধারণের কোনো চাহিদা মিটানো যায়।

স্থানীয় সম্পদের পরিচয়

আমরা যে এলাকায় থাকি সেখানকার স্থানীয় সম্পদ সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

চিত্র ৪.১: বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় সম্পদ (কক্সবাজারের সোনাদিয়ার শুটকি, খুলনার সুন্দরবনের গোলপাতা)

আমরা যে এলাকায় থাকি সেখানকার মাটি, পানি, আলো-বাতাস, ফুল-ফসল, গাছপালা, পুকুর-নদী-সমুদ্র, বন-জঙ্গল নিয়ে যে পরিবেশ, তার সব কিছুই কিন্তু এক একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন: তেল, গ্যাস, কয়লা, পাথর, বালির মতো খনিজ সম্পদ যেমন আছে, আবার স্থানীয় কৃষি জমি, ফসল, জলাধার, বন, বনের কাঠ, বাঁশ, বেত এগুলোও আছে। এসব জিনিস সব জায়গায় সমানভাবে পাওয়া যায় না। যেমন- সিলেটের জাফলং এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে পাথর পাওয়া যায় যা অন্য এলাকায় পাওয়া যায় না, কক্সবাজারের টেকনাফে সমুদ্রের পানি আটকে রেখে লবণ চাষ করা হয়, যা দেশের অন্যান্য জায়াগায় সম্ভব না, সুন্দরবন এলাকায় গোলপাতা, মধু ও কাঠ পাওয়া যায়, পদ্মা-মেঘনা নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, রাজশাহী অঞ্চলে ভালো আম পাওয়া যায়, যশোর অঞ্চলে শীতলপাটির উপকরণ পাওয়া যায় এবং ফুলের চাষ হয়। এভাবে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে কিছু না কিছু সম্পদ রয়েছে যা স্থানীয় সম্পদ নামে পরিচিত। কেউ এসব স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করছেন, কেউ এগুলো উৎপাদন করছেন, কেউ সরবরাহ করছেন। অর্থাৎ যার যার এলাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। এসব স্থানীয় সম্পদকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়।

স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার

আমাদের দৃষ্টিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ মনে নাও হতে পারে। তবে মানুষ তার সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে সাধারণ কাঁচামাল দিয়েও অসাধারণ বস্তু তৈরি করতে পারেন। যেমন ধরো, কোনো এলাকায় খুব ভালো এঁটেল মাটি পাওয়া যায়, যা ওই এলাকার একটি স্থানীয় সম্পদ। এই এঁটেল মাটি দিয়ে উক্ত এলাকার কিছু মানুষ মাটির হাঁড়িপাতিল, থালা-বাটি, খেলনা, ইট, টালি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করেন এবং এসব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে। একইভাবে, যেসব এলাকায় বাঁশ, বেত বা পাট উৎপাদন হয়, সেইসব এলাকার জন্য এগুলোও স্থানীয় সম্পদ, কারণ এগুলো বিক্রি করে অর্থ আয় করা যায়। আবার এগুলো দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরি করা যায়, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে। কোনো কোনো শ্রমিক কাপড় বুনতে খুব দক্ষ যেমন: শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা তৈরি করেন, এক্ষেত্রে কাপড়ের কাঁচামাল এবং শ্রমিকের দক্ষতা দুটোই কিন্তু স্থানীয় সম্পদ। স্থানীয় সম্পদের বৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। তবে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎসের পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কাঁচামালের প্রয়োজন হতে পারে।

তোমাদের স্থানীয় বাজার বা হাটে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখবে যে, তারা স্থানীয় লোকজনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা পূরণ করে। যেমন: কাঁচাবাজার, তৈজসপত্র, মুদি ও কনফেকশনারি পণ্য, ওষুধ, হার্ডওয়্যার পণ্য এবং বিভিন্ন সেবা; যেমন: কাপড় সেলাইয়ে জন্য দর্জি, চুল কাটার জন্য সেলুন, যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন যানবাহনের সেবা ইত্যাদি। আবার অনেক পণ্য ও সেবা আছে যা হয়তো স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না, দূরবর্তী বড় বাজারে বা শহরে গিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করতে হয়। যেমন: পোশাক, গহনা, গৃহস্থালির ইলেকট্রিক পণ্য, ঘরবাড়ি নির্মাণসামগ্রী ইত্যাদি। পণ্য ছাড়াও বিভিন্ন সেবা নিতেও আমাদের অনেক সময় দূরবর্তী স্থানে যেতে হয়; যেমন: ব্যাংক, হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে অনেকে ডিজিটাল মাধ্যম বা অনলাইনে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে ব্যবসা করছেন, স্থানীয় পণ্য ও সেবা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন। ফলে ঘরে বসেও এখন অনেক ব্যবসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

চলো এবার তাহলে খুঁজে বের করি, আমাদের নিজেদের এলাকার মানুষজন কী ধরনের ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দলগত কাজ

তোমাদের অভিজ্ঞতায় নিজেদের এলাকায় যেসব ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা আছে, তার একটি তালিকা তৈরি করো। এসব ব্যবসার ধরনগুলো কী কী। এখানে কি কিছু উৎপাদন করছে? নাকি পণ্য বিক্রি করছে? নাকি কোনো সেবা দিচ্ছে? ব্যবসাটি খুচরা ব্যবসা নাকি পাইকারী ব্যবসা?

ছক ৪.১: স্থানীয় ব্যবসার ধরন

ক্রম	ব্যবসার নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যবসার ধরন
...	মুদি দোকান	বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন: চাল, ডাল, লবণ, তেল, মসলা ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়। খুচরা বিক্রেতা
১		
২		
৩		
৪		
৫		

স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ

আমাদের দেশে তরুণরা আজকাল স্থানীয়ভাবে ব্যবসার নতুন আইডিয়া খুঁজে নিয়ে চমৎকার কাজ করছে। তরুণদের এমনই একটি দল স্থানীয় দর্জির দোকান থেকে ঝুট কাপড় সংগ্রহ করে ব্যাগ বানিয়ে নতুন একটি ব্যবসা শুরু করেন। পরিবেশবান্ধব এই ব্যাগ আজ ব্যাপক প্রচার ও প্রসার পেয়ে এখন বিদেশে রপ্তানিতেও জায়গা করে নিয়েছে।

একই রকম আরেকটি গল্প শুনি। ঘটনার শুরুটা ঢাকা শহরের কোনো এক বাড়িতে। এই বাড়িতে বড় রুই মাছ উচ্চ তাপে সিদ্ধ করে কাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বল তৈরি করা হতো বিকালের নাস্তার জন্য। মাছের এই বল খেয়ে বাড়িতে আসা এক অতিথি নতুন আইডিয়া পেয়ে যায়। সে তা কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেন বিশেষ পদ্ধতির ফিস প্রসেসিং এর কারখানা। তার কারখানা থেকে প্রসেস করা ফিস বল চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। সেই উদ্যোক্তা আজ অনেক সম্পদের মালিক; পাশাপাশি রয়েছে ভালো ব্যবসায়ী হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি।

দুটো ঘটনাতে ব্যবসার শুরুটা হয়েছে একেবারে স্থানীয়ভাবেই। এ কারণে নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা সম্পর্কে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এলাকার বাজারে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, কীভাবে তারা এই ব্যবসা শুরু করেছেন, কী কী পণ্য বা সেবা তারা উৎপাদন বা সরবরাহ করেন।

যেকোনো সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কিছু প্রস্তুতির দরকার হয়। স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথমতো দরকার একটি সাক্ষাৎকারপত্র, যেটি সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের খুব কাজে আসবে। দ্বিতীয়ত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় থেকে একটি অনুমতিপত্র। দুটি কাজ আমরা দলে ভাগ হয়ে তৈরি করব এবং প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নেব।

পর্যবেক্ষণ করার জন্য সাক্ষাৎকারপত্রে ব্যবসার বিভিন্ন বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন: পণ্য বা সেবার তালিকা, ক্রেতা বা টার্গেট কাস্টমার, বিক্রীত পণ্যের উৎস অর্থাৎ কোথা থেকে তারা এসব পণ্য সংগ্রহ করেন, ব্যবসা পরিচালনার সময় অর্থাৎ ব্যবসাটি কখন খোলা থাকে, ব্যবসাটি কি দৈনিক? সারা বছর চলে নাকি মৌসুমি? ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপস্থিত কোনো প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক মনে হলে তা সাক্ষাৎকারপত্রে যুক্ত করা যেতে পারে।

প্রথমে আমরা একটি সাক্ষাৎকারপত্র তৈরি করব। এরপর সময় ও সুযোগ অনুযায়ী স্থানীয় বাজারে ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ এলাকার বাজার পর্যবেক্ষণ করব (পরবর্তী ক্লাসের আগে দলগতভাবে বা পরিবারের সহায়তায়)।

(প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা যেতে পারে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র প্রদান করা যেতে পারে, যাতে শিক্ষার্থীরা কোনোরূপ অনভিপ্রেত ঘটনার সম্মুখীন না হয়।)

সাক্ষাৎকারপত্রের নমুনা:

স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য সাক্ষাৎকারপত্র বিষয়: জীবন ও জীবিকা, শ্রেণি: অষ্টম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:	
উত্তরদাতার তথ্য	
ব্যবসায়ীর নাম	
ব্যবসার ধরন	
ঠিকানা	

ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য		
প্রশ্ন		উত্তর
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		

বাজার/ব্যবসা সম্পর্কিত নিজ পর্যবেক্ষণ
স্থানীয় বাজারে কোন কোন ব্যবসা পণ্য নেই যা বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন: • • •

নিজের অনুভূতি

(সাক্ষাৎকারের পর এই অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিজ পরিবারের সদস্য/আত্মীয়/বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের অনুভূতি লিখবে।)

অনুমতিপত্রের নমুনা:

সাক্ষাৎকারের অনুমতিপত্র

কার্যক্রমের নাম	স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম/দলের সদস্যদের নাম	
বিদ্যালয়ের নাম	

অষ্টম শ্রেণির 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সম্পদ, স্থানীয় ব্যবসা ও বাজার পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা বাজার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিষয় শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর

প্রতিষ্ঠানের নাম: ....,

ফোন নম্বর: ....

স্থানীয় বাজার পর্যালোচনা করি

আমরা স্থানীয় বাজারে নিজ দায়িত্বে বা দলগতভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। যেসব পণ্য বা সেবা বাজারে পাওয়া যায়, তার একটি সম্মিলিত তালিকা তৈরি করে বাজারম্যাপ অঙ্কন করব। বিদ্যালয়কে মাঝখানে রেখে আশেপাশের কোন এলাকায় কী কী পণ্য পাওয়া যায়, কোনো স্থানীয় পণ্য রয়েছে কি না, কয়টি বাজার আছে এবং সেসব বাজারে কী কী পণ্য পাওয়া যায়, ইত্যাদি বিষয় উক্ত ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করব। প্রথমে আমরা শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে সবার তথ্য নিয়ে প্রাথমিক ম্যাপটি আঁকব, এরপর আমরা প্রতিটি দল নিজেদের খাতায় অথবা পোস্টারে সেই ম্যাপ পুনরায় আঁকব।

চিত্র ৪.২: স্থানীয় ম্যাপ

আমাদের তৈরিকৃত ম্যাপে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। নিজেদের এলাকায় স্থানীয় সম্পদ কী আছে, প্রয়োজন অনুযায়ী সকল পণ্যের বাজার রয়েছে কি না, আবাসন ও বাজার স্থানীয় লোকজনের সীমানার মধ্যে রয়েছে কি না, জনসংখ্যা অনুপাতে পণ্যের বাজার ও সরবরাহ পর্যাপ্ত কি না, চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কোনো পণ্যের ঘাটতি রয়েছে কি না, ইত্যাদি বিষয় সহজেই পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা উল্লিখিত দিকগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং তথ্যগুলো নিজেদের খাতায় লিপিবদ্ধ করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ব্যবসায়ের আইডিয়া খুঁজে দেখি

সাহস নিয়ে উদ্যোক্তা হবো, থাকবো সবাই সুখে
কর্মহীনে কর্ম দিবো, বেকারত্ব দিবো রুখে।

আমাদের জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজন হয়। আর এসব প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন ব্যবসায়িক আইডিয়া নিয়ে কাজ করে। একটি পরিবারে বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিন্ন প্রয়োজন থাকে। যেমন: শিশুদের জন্য হয়তো শিশু খাদ্য, কাপড়, খেলনা; কিশোরদের জন্য খেলার সামগ্রী, শিক্ষার সামগ্রী; গৃহস্থালির জন্য চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি পণ্য; বয়স্কদের জন্য হয়তো বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। আবার নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও গৃহপালিত পশু বা পোষা প্রাণীর জন্য বিভিন্ন পণ্য, শখ পূরণে বাগান করতে বা খেলাধুলার জন্য অন্যান্য জিনিস প্রয়োজন হয়। আবার বিভিন্ন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্যও বিভিন্ন পণ্য বা সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন: কৃষি পণ্য উৎপাদনে সার, কীটনাশক, বীজ, কৃষি শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়; নির্মাণ ব্যবসায় ইট, সিমেন্ট, পাথর, বালু, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের আশেপাশে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় উদ্যোগ দেখতে পাই।

প্রতিটি ব্যবসার আইডিয়া একেকটা চাহিদা পূরণ করাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়। কোনো ব্যবসার যদি সুবিধাভোগী বা ক্রেতা না থাকে, তাহলে সেই ব্যবসা স্থায়ী বা টেকসই হয় না। অনেকেই ব্যবসা শুরু করে তাদের নিজেদের এলাকার স্থানীয় পণ্য বা হাতের কাছে পাওয়া যায়, এমন সব সামগ্রী দিয়ে। দেখা যায়, সেসব পণ্যের চাহিদা বাড়লে ধীরে ধীরে উক্ত ব্যবসা স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। চলো এমন কিছু সফল ব্যবসা সম্পর্কে জানি–

কেস ১: বাদল মান্ডি পঞ্চগড় জেলার একটি স্কুলের শিক্ষার্থী এবং সে ছবি তুলতে খুব ভালোবাসে। গত বছর সে স্কুল থেকে স্কাউট জাম্বুরিতে গিয়েছিল। সেখানে তার অনেক নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে স্কাউটভিত্তিক একটি অনলাইন গ্রুপের সঙ্গে সে যুক্ত হয়। পঞ্চগড়ের সমতল ভূমির চা বাগান তার খুব পছন্দ। সে এখানকার চা-বাগানের ছবি তুলে, কীভাবে চা-পাতা থেকে চা তৈরি হয় সেসব ছবি তুলে এবং স্থানীয় বাজারে যে খুব ভালো মানের চা পাওয়া যায়, সেই তথ্য সহকারে ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে। সে পোস্টগুলো স্কাউট গ্রুপেও শেয়ার করে এবং সারা দেশের অনেক বন্ধু এই ছবি দেখে খুব পছন্দ করে এবং তার মাধ্যমে পঞ্চগড়ের চা কেনার আগ্রহ জানায়। বাদল প্রথমে বুঝতে পারছিল না কীভাবে তার বন্ধুদের ইচ্ছা পূরণ করা যায়! তাই সে তার বাবার সঙ্গে আলোচনা করে এবং স্থানীয় চা বাজার থেকে কয়েক কেজি চা ক্রয় করে আলাদা আলাদা প্যাকেটে করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কয়েকজন বন্ধুকে পাঠিয়ে দেয়।

বন্ধুরা তার পাঠানো চা খুব পছন্দ করে, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে চায়ের মূল্য পরিশোধ করে। পাশাপাশি অনলাইন পোস্টেও তার পাঠানো চায়ের খুব প্রশংসা করে। সেই সূত্র ধরে বাদলের কাছে আরও অনেকে অর্ডার করতে থাকে। বাদল পড়াশোনার পাশাপাশি তার শখকে একটি ছোট্ট ব্যবসায়ে রূপান্তর করল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি আলাদা পেজ খুলে নাম দিলো ‘দ্য গ্রেট টি ফ্লেভার ফ্রম পঞ্চগড়’। সেখানে বিভিন্ন ধরনের চায়ের ছবি, চায়ের মূল্য ও যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল ফোন নম্বর দিল। এরপর আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পেজ থেকে দেশ-বিদেশের অর্ডার নিয়ে পঞ্চগড়ের সবচেয়ে ভালো মানের চা সংগ্রহ করে ঠিকানা অনুযায়ী পাঠিয়ে দেয়।

চিত্র ৪.৩: চা সংগ্রহের বাগান

সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন চা সরবরাহের ব্যাপারে সে সব সময় সতর্ক থাকে এবং ন্যায়সংগত যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করে। ফলে গ্রাহকও সন্তুষ্ট হয়ে বারবার পেজে নক করে। সততা তার ক্ষুদে ব্যবসায়কে কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বিস্তৃত করে তোলে। ব্যবসার কাজে তাকে সহযোগিতা করে তার পরিবারের সবাই। পণ্য সরবরাহ ও কুরিয়ার করার জন্য একজন দক্ষ কর্মীও নিয়োগ দিয়েছে তারা।

বাদল মান্ডির ব্যবসার বিশেষত্ব

....

....

....

কেস ২: সুনামগঞ্জের তাহিরপুর একটি হাওর অধ্যুষিত এলাকা। শুকনা মৌসুমে হাওরে ধান চাষ হয় আর বর্ষার মৌসুমে পুরো জনপদ পানির নিচে তলিয়ে যায়। অনেক মানুষেরই তখন কাজ করার তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। কেউ কেউ হয়তো কাজের খোঁজে শহরে চলে যান। সাজু আর সজীব দুই বন্ধু তাহিরপুরের একটি স্কুলের শিক্ষার্থী। বেশ কয়েক বছর ধরে তারা লক্ষ করে যে, বর্ষায় বিভিন্ন এলাকার মানুষ হাওরে বেড়াতে আসে। সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ধীরে ধীরে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। দুই বন্ধু তখন নতুন আসা পর্যটকদের সঙ্গে ঘুরে ট্যুর গাইডের কাজ শুরু করে। হাওরে ঘুরতে গিয়ে কীভাবে নৌকা ভাড়া করবে, কোন কোন স্পটে যাবে, কোথায় আকর্ষণীয় ছবি তুলবে, কী কী খাবার এখানে বিখ্যাত, বিশেষ করে এলাকার বিখ্যাত 'হাঁসের মাংস আর চালের রুটি' কোন হোটেলে ভালো পাওয়া যাবে– এসব বিষয়ে তারা পর্যটকদের

চিত্র ৪.৪: টাঙ্গুয়ার হাওর

সহায়তা করে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা পর্যটনের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরও কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে 'টাঙ্গুয়া ট্যুর এক্সপার্ট' নামে একটি গ্রুপ তৈরি করল এবং আগত পর্যটকদের আরও বড় পরিসরে সেবা দেওয়া শুরু করল। এখন বর্ষার মৌসুমে প্রতি সপ্তাহে স্কুল বন্ধের দিন তারা পর্যটকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। এলাকায় তারা খুব জনপ্রিয় ট্যুর গাইড হিসেবে পরিচিত। সাজু ইতিমধ্যে লক্ষ করেছে, পর্যটকদের অনেকেই এখানে বেড়াতে এসে বিভিন্ন স্থানীয় পণ্যের খোঁজ করেন। তাই তারা ট্যুর গাইড সেবা দেওয়ার পাশাপাশি হাওরে উৎপাদিত লাল চাল, স্থানীয় হাঁসের ডিম সংগ্রহ করে পর্যটকদের কাছে যৌক্তিক মূল্যে বিক্রি করা শুরু করল। কয়েক বছরেই তাদের এই ব্যবসা দারুণ সাফল্য পায়। যেসব পর্যটক এখানে একবার আসেন, তারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য নিজেদের সংগ্রহে রাখেন। দেখা যায়, তাদের মধ্যে অনেকেই এদের কাছ থেকে শুকনা মৌসুমে এসব পণ্য অর্ডার করেন। ফলে সারা বছরই এখন তাদের ব্যবসা চলমান থাকে।

সাজুদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের কারণ

....

....

....

কেস ৩: আসমার গ্রামের মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। আশেপাশে কোনো শিল্পকারখানা নেই, নেই বড় কোনো কৃষি জমি বা স্থানীয় বড় কোনো ব্যবসা। গ্রামের অনেকেই কাজের খোঁজে শহরে বা অন্যান্য এলাকায় চলে যাচ্ছেন। তার বাবা গ্রামে একটা ছোট্ট মুদিদোকান চালান। পড়াশোনা করে গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থেকেই আসমা বিভিন্ন উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে ভাবত। একবার সে বাবার সঙ্গে শহরে ঘুরতে যায়।

চিত্র ৪.৫: কচুর লতির বাগান

সেখানে সে শহরের কাঁচা বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করল– এখানে অন্যান্য সবজির পাশাপাশি কচু ও কচুর লতি বিক্রি হচ্ছে এবং লোকজন জড়ো হয়ে তা কিনছেন। আসমা বইয়ে পড়েছে, কচুতে অনেক পুষ্টিকর উপাদান আছে। তখন সে মনে মনে ভাবল– তাদের গ্রামে ফিরে কচুর ব্যবসা শুরু করতে পারে। আসমা তার ভাইবোনদের নিয়ে তাদের পতিত জমি থেকে কচুশাক তুলে নিয়ে এসে পাশের পাইকারি সবজি বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার বাবাকে অনুরোধ করে। বাজারে গিয়ে আসমার বাবা সব শাক একজনের কাছেই বিক্রি করে চলে আসেন। যে পণ্যকে তারা কখনো গুরুত্ব দেয়নি, তার বাজার চাহিদা ও মূল্য দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। আসমার আগ্রহে তার বাবা তাদের বাড়ির আশেপাশে আরও কচুর বাগান করলেন। ধীরে ধীরে কচুশাক, কচুর লতি, কচুর মুখির উৎপাদন করা শুরু করলেন এবং এই ব্যবসায় সফলতা পেলেন। কচুর বাগান করা খুবই সহজ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী দেখে গ্রামের অনেকেই তাদের মতো বাহারি ধরনের কচুর বাগান করা শুরু করল। এখন তাদের গ্রামের অন্যতম ব্যবসা কচুর উৎপাদন। স্থানীয় পাইকারি বাজারে আসমাদের গ্রামের কচুর খুব চাহিদা। এখান থেকে রাজধানীর বড় বড় সুপারশপেও পাইকাররা তাদের কচু সরবরাহ করেন।

আসমার ব্যবসা আরও প্রসারের উপায়

....

....

....

....

....

কেস ৪: ঝুমুদের পাশের বাড়িটি রিক্তা দিদির। তার একটি বিস্কুটের ফ্যাক্টরি আছে। সেদিন ঝুমুর জন্মদিনে তিনি এসেছিলেন তার ছোট মেয়েকে নিয়ে। গল্পচ্ছলে ঝুমু সেদিন তার ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার গল্প শুনে নিল। রিক্তার এসএসসি পরীক্ষার পর সে তার বড় ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে শখের বশে একটা বেকারি কোর্সে ভর্তি হয়। বেকারি আইটেম শিখতে গিয়ে ননদ-ভাবি তাদের জমানো টাকা দিয়ে একটা ইলেকট্রিক ওভেন কেনে। সেই থেকে রিক্তার ব্যবসায়ের আইডিয়ার শুরু! প্রথম দিকে পরীক্ষামূলকভাবে ময়দার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রুট গ্রেড ফ্লেভার (গন্ধ) এবং রং (কালার) আর আকৃতি (শেপ) দিয়ে বিস্কুট বানানো শুরু করে। শখের বশে একদিন পাড়ার দোকানে নিয়ে যায় বিক্রির জন্য। আকর্ষণীয় রং আর আকৃতির কারণে প্রথম দিনেই স্কুলের বাচ্চাদের নজর কাড়ে। পরদিন পাড়ার দোকানদার রিক্তাদের বাসায় এসে সেই বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে যান। যাত্রাটা ছিল খুবই মজার। এরপর একদিন পাড়ার দোকান থেকে বিস্কুট চলে যায় সুপার শপে; এরপর দামি রেস্তোরাঁয় । এরপর রিক্তার ভাই-ভাবি যোগ দেন রিক্তার ব্যবসায়। একটা বেকারি খুলে দেন তারা। তারপর প্যাকেটজাত করা শুরু করে।

চিত্র ৪.৬: ফ্যাক্টরিতে বিস্কুট উৎপাদন করা হচ্ছে

প্যাকেটজাত হয়ে সারা দেশের নাশতার টেবিলে চলে যায় রিক্তার বিস্কুট। অবশেষে দেশ থেকে বিদেশেও! বেকারি থেকে হয় বিশাল ফ্যাক্টরি! রিক্তার ফ্যাক্টরির বিস্কুট এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ প্রায় ৫টি দেশে রপ্তানি হয়।

রিক্তার গল্পটা যতটা সরল, বাস্তব ততটা সহজ ছিল না। পাড়ার দোকান থেকে সুপার শপে নিতে তাকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। অনেক প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে হয়েছে এবং ধৈর্য নিয়ে পুনরায় অভিনবভাবে উপস্থাপন করতে করতে একসময় সফল হয়েছে। রপ্তানির বিষয়টিতেও অনেক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। গুণগত মান বজায় রেখে, নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে নমুনা (sample) প্রস্তুত করে বারবার পাঠাতে হয়েছে। রিক্তার বিস্কুটে সৃজনশীল ছাঁচের ব্যবহার, বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদ, নকশা ও আকৃতি এবং মানসম্মত ও আকর্ষণীয় প্যাকেটের কারণে রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে।

রিক্তার ব্যবসায় রপ্তানি বৃদ্ধি করতে আরও যা যা করা প্রয়োজন

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গল্পগুলো থেকে আমরা দেখলাম, কীভাবে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা, স্থানীয় সম্পদ ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের ব্যবসায়িক আইডিয়াকে বাস্তবায়ন করছে। যে যে এলাকাতেই থাকি না কেন, কিছু না কিছু স্থানীয় সম্পদ থাকে, যা ব্যবহার করে আমরা একটা ব্যবসায়িক আইডিয়া পেতে পারি। আবার শহরের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ সমানভাবে না থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের পণ্য বা সেবার চাহিদা বের করতে পারলে অন্যান্য এলাকা বা উৎস থেকে সেসব সংগ্রহ করে তার জোগান দেওয়া যেতে পারে।

তবে এটা মনে রাখা জরুরি, যেকোনো আইডিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সততা, আগ্রহ, সঠিক দিকনির্দেশনা, মমত্ববোধ ও ধৈর্য নিয়ে টিকে থাকার মানসিকতা জরুরি। ভোক্তাকে ঠকিয়ে কিংবা মানহীন পণ্য দিয়ে অথবা অতিরিক্ত মূল্য আদায় করে কখনো ব্যবসায় প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, চাহিদা অনুযায়ী ও সময়মতো মানসম্মত পণ্য ন্যায্যমূল্যে ভোক্তার হাতে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়াই ব্যবসায় সফল হওয়ার চাবিকাঠি। তবে সবাই প্রথমবারেই ব্যবসায়িক আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং সফল হবেন, তা কিন্তু নয়। ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি আছে, সাফল্য-ব্যর্থতা আছে। সেখান থেকে কারণ খুঁজে বের করে নতুনভাবে আইডিয়া সাজাতে হবে। যেকোনো ঝুঁকি মোকাবিলার সাহস ও ধৈর্য থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাস ও বিচক্ষণতা দিয়ে নতুন নতুন সম্ভাবনাকে সফল করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

তবে কোনো কিছু বাস্তবায়নের আগে দারুণ একটি আইডিয়া প্রয়োজন। তাই আমরা এবার আমাদের আশেপাশে স্থানীয় সম্পদ, বাজার বিশ্লেষণ করে এবং পরিবার ও সমাজের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে নিজেরা কিছু ব্যবসায়ের আইডিয়া তৈরি করব। নিজেরা দলে ভাগ হয়ে শ্রেণিকক্ষে স্থানীয় সম্পদ ও চাহিদার ওপর ভিন্ন ভিন্ন আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করব। একটি আইডিয়া কতটুকু বাস্তবসম্মত সেটা বুঝতে হলে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। সেগুলো হলো:

ছক ৪.২: ব্যবসা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য প্রশ্নাবলী

ক্রম	বিবেচ্য প্রশ্ন	উত্তর
১.	ব্যবসাটি কিসের? পণ্য নাকি সেবা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
২.	ব্যবসাটির কোনো সম্ভাব্য ক্রেতা আছে কিনা? থাকলে তারা কারা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
৩.	পণ্য বা সেবার উৎস কী?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
৪.	স্থানীয় বাজারে অন্য কেউ এটি ইতোমধ্যে সরবরাহ করছেন কিনা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
৫.	ব্যবসাটি লাভজনক হবে কিনা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
৬.	ব্যবসাটির দ্বারা সমাজ বা দেশের কোনো ক্ষতি হবে কিনা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
৭.	ব্যবসাটি পরিবেশের ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কিনা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি
৮.	প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো নতুনত্ব আছে কিনা?	☐ উত্তর পেয়েছি ☐ পাইনি

দলগত কাজ

ব্যবসায়ের আইডিয়া চূড়ান্তকরণ

নিজ নিজ দলে আলোচনা করে নিজের আইডিয়ার যৌক্তিকতা বুঝতে বিবেচ্য দিকের ঘরগুলো পূরণ করো। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে সেটির জন্য উদ্ভাবনী উত্তর খুঁজে নাও। নিজ দলে আলোচনার পর প্রতিটি দল অন্তত চারটি ব্যবসায়িক আইডিয়া তৈরি করো। দলগতভাবে সেগুলো উপস্থাপনের পর সবগুলো আইডিয়া থেকে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে একটি আইডিয়া চূড়ান্ত করো।

ছক ৪.৩: ব্যবসা নির্বাচন

দলের নাম:			চূড়ান্ত আইডিয়া
ক্রম	ব্যবসার নাম	ব্যবসার ধরন	টিক দাও
১			☐
২			☐
৩			☐
৪			☐

ব্যবসায়ের আইডিয়া উপস্থাপন

আমরা দলের সদস্যরা সবাই মিলে আমাদের ব্যবসায় আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করব। প্রয়োজনে আমাদের নিজ পরিবার, বন্ধু, শিক্ষক বা যে কারো পরামর্শ নিয়ে চূড়ান্ত ব্যবসায়িক আইডিয়াটি সাজাব। ব্যবসায়িক আইডিয়াতে যেসব তথ্য থাকা আবশ্যক, তা তথ্যছক ৪.৪-এ পূরণ করে কাজটি সম্পন্ন করব। পরবর্তী ক্লাসে ব্যবসায়িক আইডিয়াটির পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন তৈরি করে উপস্থাপন করব। তবে চূড়ান্ত উপস্থাপনার জন্য আমরা ক্লাসে সবাই মিলে একটি ‘আইডিয়া বিনিময়’ সেমিনারের আয়োজন করতে পারি।

আইডিয়া বিনিময় সেমিনার

আধুনিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়ই ‘বিজনেস আইডিয়া শেয়ার’ বিষয়ক সেমিনার হয়ে থাকে। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্যোক্তারা নিজেদের ব্যবসার আইডিয়া আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেন। উপস্থিত অতিথি ও দর্শকরা তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে আইডিয়াটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেন। উক্ত সেমিনারে হয়তো কোনো আইডিয়া আয়োজক প্রতিষ্ঠান নিজেদের জন্য নির্বাচন করেন অথবা কিনে নেন। আমরাও আমাদের আইডিয়াগুলো এ রকম একটি ডামি সেমিনারে উপস্থাপন করতে পারি। সে ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি দল আমাদের ব্যবসার আইডিয়া আলাদা পোস্টারে প্রয়োজনীয় ছবি, রং ব্যবহার করে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। সম্ভব হলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনও করা যেতে পারে। একদলের উপস্থাপনের সময় অন্যদলের সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য নির্ধারিত সময়ে কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা থাকলে প্রশ্ন করে জেনে নেব। এভাবেই প্রতিটি দল সেমিনারে অংশগ্রহণ করব। সেমিনার শেষে প্রতিটি চূড়ান্ত পোস্টার শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টানানোর ব্যবস্থা করব।

ব্যবসায়ের আইডিয়ার জন্য সংকেত

ব্যবসায়ের নাম:		
ব্যবসায়ের ধরন: ☐ উৎপাদন ☐ পাইকারি ☐ খুচরা ☐ সেবামূলক		
কী চাহিদা পূরণ করবে বা কোন সমস্যার সমাধান করবে?		
সম্ভাব্য পণ্য/সেবাসমূহ:		
সম্ভাব্য ক্রেতা:		
বিক্রয় পদ্ধতি: (কীভাবে ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করবেন: সরাসরি/ অনলাইনে)		
লেনদেন পদ্ধতি: ☐ ক্যাশ পেমেন্ট ☐ অনলাইন পেমেন্ট ☐ মোবাইল পেমেন্ট ☐ উভয় পদ্ধতি		
ব্যবসাটির বিশেষত্ব:		
সেবা বা পণ্যের উৎস ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান:		
যেসব কারণে এই ব্যবসাটি নির্বাচন করা হয়েছে:		
ব্যবসাটি থেকে সমাজ যেসব সুবিধা পাবে:		
দলের পরিচিতি ও সদস্যদের তথ্য:		
১।	২।	৩।
৪।	৫।	৬।

সময়ের সঙ্গে অবশ্যই বাজারের চাহিদা বদলাতে থাকে। তখন সময় যা চায়, সেই অনুযায়ী ব্যবসায় আইডিয়ায় নতুন কিছু যুক্ত করতে হয় কিংবা পুরোনো পদ্ধতি বা সিস্টেম থেকে বের হয়ে অভিনব ও আকর্ষণীয় কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। এই কাজটি বেশ কঠিন। কঠিন এই কাজটিতে সফল হতে পারলে যেকোনো ব্যবসায় প্রসার প্রায় নিশ্চিত। এই সময়ের কিছু প্রচলিত ব্যবসায়ের আইডিয়া হলো ফ্যাশন হাউজ, ডেলিভারি কোম্পানি, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, অনুমোদিত (অ্যাফিলিয়েট) মার্কেটিং, ইউটিউব চ্যানেল তৈরি, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ফটোগ্রাফি, হোমমেড ফুড, ফুচকা-চটপটি, চাইল্ড কেয়ার, হোমসার্ভিস প্রোভাইডার, গিফট শপ, শিশু ও মায়ের পণ্য, মেকআপ বা বিউটিফিকেশন, কফি শপ, টুরিস্ট সাপোর্ট, মোবাইল ফুড ট্র্যাক, পেট (pet) সার্ভিস, হোম ক্লিনিং সার্ভিস, অপটিক্যাল শপ, মুরগি পালন, অর্গানিক সবজি চাষ, অর্নামেন্টাল ফিশ, ওয়েডিং সাপোর্ট, এডুকেশন কাউন্সেলর, ফিজিক্যাল থেরাপি, মেন্টাল পিস ম্যানেজমেন্ট, গয়না তৈরি, ওয়েব ডিজাইন, হস্তশিল্প, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, কৃত্রিম ফুল তৈরি, মৌসুমী ফল বিক্রয়, পুরোনো জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি আরও কতো কী! আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, চারপাশে কী ঘটছে, তা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে সব সময়। তাহলে আমরা হয়তো বিনা পুঁজিতে ব্যবসার আইডিয়াও খুঁজে পেতে পারি। পড়াশোনা কিংবা চাকরির পাশাপাশি করার মতো ব্যবসার আইডিয়াও হয়তো পেতে পারি! সততা, শ্রম, মেধা ও সৃজনশীলতার সম্মিলন ঘটিয়ে আমরা ব্যবসার আইডিয়া তৈরি করব, কারণ আমরা চাই 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' প্রবাদটি আমাদের কাছে সত্যি হয়ে উঠুক! ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাই চলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণ থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই–

যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে রইব না আর কভু
যাবই আমি যাবই, ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

স্বমূল্যায়ন

ক) ব্যবসায় সফল একজন উদ্যোক্তা হিসেবে তোমার মাঝে কী কী গুণ রয়েছে বলে মনে করো?

....

....

....

খ) উক্ত গুণাবলির পরিচর্যার জন্য তোমার কী কী দক্ষতা অনুশীলন করা প্রয়োজন বলে মনে করছ?

....

....

....

গ) তোমার নির্বাচিত ব্যবসার আইডিয়াটির বাস্তবায়ন কীভাবে আমাদের দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারবে বলে ভাবছ?

....

....

....

ঘ) একটি যুগসই ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করার পর তা সফল বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে তুমি কী করবে?

....

....

....

....

....

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি... ... ... [প্রযোজ্য ঘরে টিক (√)চিহ্ন দাও]

ক্রম	কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
১.	স্থানীয় সম্পদ সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
২.	স্থানীয় বাজার সম্পর্কে অনুমান			
৩.	স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ			
৪.	স্থানীয় বাজার পর্যালোচনা			
৫.	কেসস্টাডির মাধ্যমে ব্যবসায় আইডিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৬.	দলগতভাবে ব্যবসায় আইডিয়া অনুসন্ধান			
৭.	দলগতভাবে ব্যবসায় আইডিয়া প্রণয়ন			
৮.	দলগতভাবে ব্যবসায় আইডিয়া সেমিনারে উপস্থাপন			
মোট স্কোর: ৪০		আমার প্রাপ্ত স্কোর:		
অভিভাবকের মতামত:				

এই অধ্যায়ে নতুন যা শিখেছি... ... ...

শিক্ষকের মন্তব্য

আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়

হাত বাড়ালেই পেতে পারো আর্থিক সুবিধা
লাগাও যদি কাজে তবে, অভাব থাকবে না।
দশটি টাকার হিসাব খুলেও পেতে পারো ঋণ
সেই ঋণেতে বদলে যাবে তোমার খারাপ দিন।
ধনী, গরীব, প্রান্তিকজন সবাইকে জানাও ভাই
'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' ছাড়া মোদের অন্য গতি নাই।

আমাদের দেশে ধনী গরিব সবার জন্যই ব্যাংকের দ্বার সবসময় উন্মুক্ত। যে কেউ হাত বাড়ালেই ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা পেতে পারে। তাই বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেসব সুবিধা ও সেবা দিয়ে থাকে, সেগুলো সম্পর্কে সবার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে পরিচিত হলে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা গ্রহণ ও ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করা সহজ হবে।

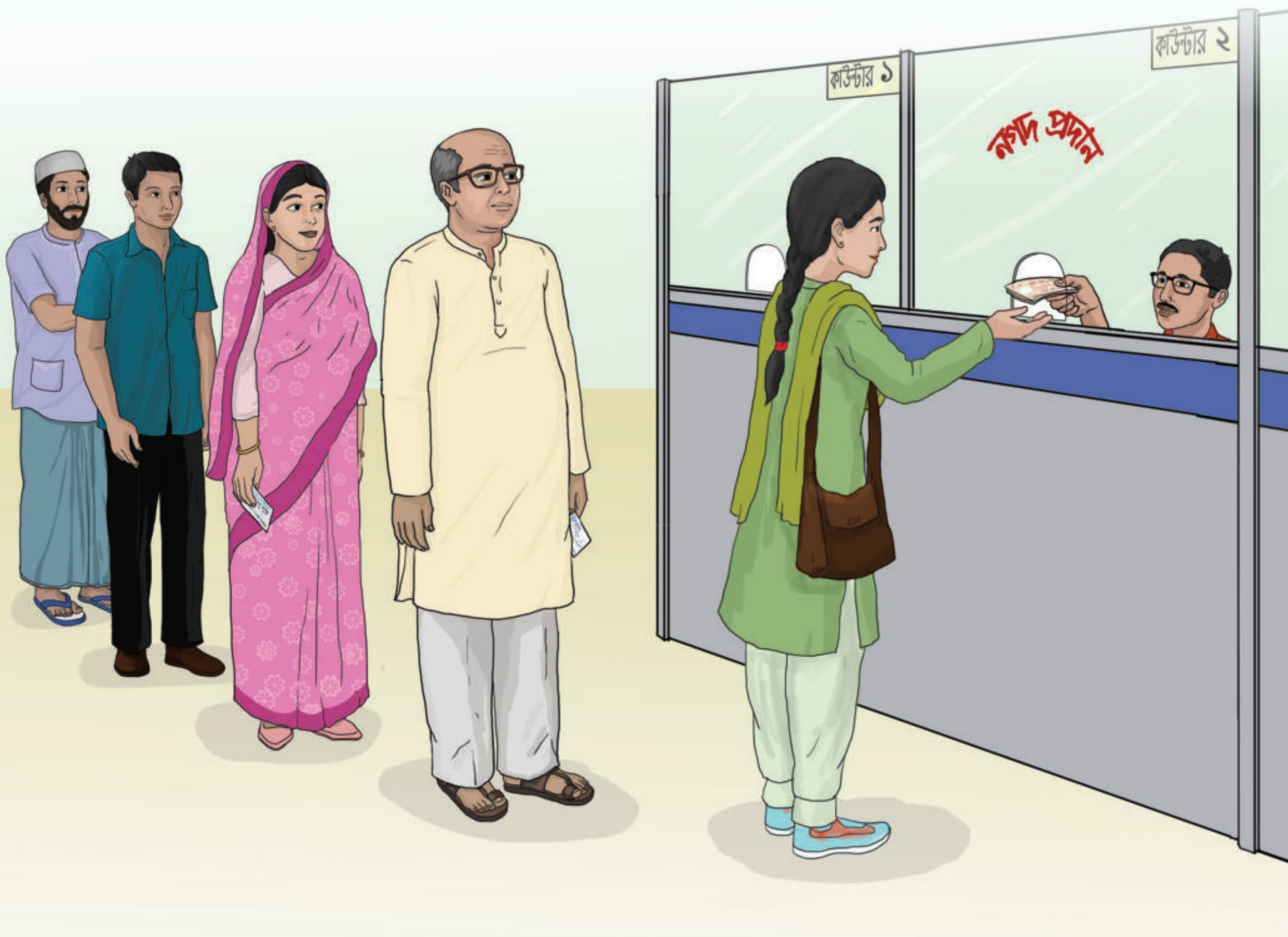

আমরা মাঝে মাঝে 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' শব্দটি শুনে থাকি। শব্দটি আমাদের অনেকের কাছেই নতুন। আমরা এখানে আমরা একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কথোপকথন ও আলোচনা থেকে শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হব।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে জেনে নিই

শিক্ষক: আমরা আমাদের জীবনের প্রয়োজনে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যক্রম করে থাকি। তোমরা কি এসব কাজ সম্পর্কে জানো?

আমান: জি স্যার! সপ্তম শ্রেণিতে আমরা এ সম্পর্কে জেনেছি স্যার।

শিক্ষক: একটা উদাহরণ দিতে পারবে?

আমান: যেমন- বিভিন্ন ধরনের জিনিস কেনা বেচা করা, বিক্রির জন্য কোন জিনিস উৎপাদন করা, বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা ইত্যাদি।

শিক্ষক: ভালো বলেছ, এছাড়া আর কী কী আর্থিক কাজ রয়েছে? কে বলতে পারবে?

ইন্দ্রানী: স্যার, বাজার থেকে জিনিস কিনে আনা, স্কুলের টিফিন থেকে টাকা সঞ্চয় করাও আর্থিক কাজ।

শিক্ষক: চমৎকার বলেছো। পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের কাজ হলো আয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ। আবার বিভিন্ন পণ্য বা সেবা ক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মেটানো হলো ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ। এছাড়াও অন্য কোনো আর্থিক কাজ কি আছে?

আমান: স্যার, তাহলে আমরা যে সঞ্চয় করি তা কি আর্থিক কাজ নয়?

শিক্ষক: অবশ্যই। আমরা আয় থেকে যে টাকা জমাই, তা হলো আমাদের সঞ্চয়মূলক আর্থিক কাজ। আবার সঞ্চিত অর্থ বা নিজের কাছে থাকা অর্থকে যখন অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে লাগাই, তা হলো বিনিয়োগমূলক আর্থিক কাজ। সুতরাং বুঝতেই পারছো, আমরা প্রতিনিয়ত যেসব আর্থিক কাজ করে থাকি তা মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত। এখন বলতো, ভাগগুলো কী কী?

ইন্দ্রানী: জ্বী স্যার। আয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ, ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ, সঞ্চয়মূলক আর্থিক কাজ এবং বিনিয়োগমূলক আর্থিক কাজ।

শিক্ষক: অনেক ধন্যবাদ রীনা। আয়, ব্যয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে, সেগুলোর সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্ট হওয়া বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা কিংবা সুবিধা নেওয়াই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নামে পরিচিত। তোমরা কি জানো, এসব আর্থিক কাজ সম্পাদনে কোন প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে সহায়তা করে?

মনির: জ্বি স্যার! এগুলোর নাম ব্যাংক।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিক্ষক: তুমি ঠিক বলেছ, তবে মনে রেখো ব্যাংকই কেবলমাত্র আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যাংক ছাড়াও আরো আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন: নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান (এমএফআই), বীমা কোম্পানি, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এখন বলোতো এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা কি ধরনের আর্থিক সেবা পেয়ে থাকি?

আমান: আমরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখি। ব্যাংক থেকে ঋণও পাই।

শিক্ষক: ঠিক। আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মূলত যেসব সেবা প্রদান করে তা হলো-

- আমানত হিসেবে সঞ্চয় গ্রহণ, বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান এবং সঞ্চিত নগদ সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান;
- ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক চাহিদা পূরণ;
- বীমা পলিসির মাধ্যমে আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস;
- মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদ ও দ্রুত আর্থিক লেনদেনের সুযোগ প্রদান।

সুতরাং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে বুঝায়– প্রয়োজনীয় ও সাশ্রয়ী আর্থিক দ্রব্য ও সেবায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশাধিকার থাকা, যাতে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন, যেমন: লেনদেন, মূল্য পরিশোধ, সঞ্চয়, ঋণ ও বীমা জাতীয় কার্যক্রম স্বাচ্ছন্দে করতে পারে (সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক)। সে বিবেচনায় যেসব সেবায় সর্বশ্রেণির মানুষের এধরনের প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়, সেগুলোকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা বলা যেতে পারে।

একক কাজ

তোমার জানা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজগুলো ছক ৫.১-এ উল্লেখ করো।

ছক ৫.১: বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ

আর্থিক কাজ	
আয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ	ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ
সঞ্চয় সংক্রান্ত আর্থিক কাজ	বিনিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক কাজ

বিভিন্ন আর্থিক সেবার পরিচয়

আমানত সেবা

আমরা যা আয় করি বা বিভিন্ন সময়ে যে অর্থ পাই, তার সবটাই খরচ করি না। সাধারণত আয় থেকে সব ধরনের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকে আমরা সঞ্চয় বুঝি। আবার অনেক সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকেও আমাদের কাছে অর্থ আসতে পারে; যা আমাদের কাছে গচ্ছিত অবস্থায় থাকে। টাকা সঞ্চিত ও গচ্ছিত রাখার নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাব খুলে টাকা রাখা নিরাপদ ও লাভজনক।

চলতি আমানত (কারেন্ট ডিপোজিট) হিসাব মূলত প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়। এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন (লেনদেন) করা যায় এবং আমানতের ওপর খুব সামান্য পরিমাণ মুনাফা দেওয়া হয়। সাধারণ জনগণের জন্য এ ধরনের হিসাব লাভজনক হয় না।

সঞ্চয়ী আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) হিসাব ব্যক্তি নামে খোলা হয় যেখানে প্রতিদিনের বাড়তি টাকা কোনো চার্জ/ফি ছাড়াই প্রতিদিন জমা করা যায় এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলনও করা যায়। এই আমানতের স্থিতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪% থেকে ৫% মুনাফা প্রদান করে থাকে। অবশ্য ব্যাংকভেদে এবং দেশের আর্থিক নীতি অনুসারে মুনাফার হার ওঠা-নামা করে। সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার জন্য কোনো কোনো ব্যাংক আমানতকারীকে চেক বইয়ের পাশাপাশি এটিএম/ডেবিট কার্ডও সরবরাহ করে থাকে, যা ব্যবহার করে গ্রাহকরা সহজেই দেশের যেকোনো প্রান্তে স্থাপিত এটিএম বুথ থেকে যেকোনো সময়ে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যেমন: টাকা জমা করা, টাকা তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা সুবিধাগুলো সরাসরি জমা করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আমানত হিসাব অত্যন্ত উপযোগী।

মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, সেহেতু এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়। তবে এ হিসাব চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের মতো ব্যবহার করা না গেলেও মেয়াদপূর্তির আগে জরুরি প্রয়োজনে এ হিসাব থেকেও টাকা তোলা যায়, সে ক্ষেত্রে মুনাফা কিছুটা কম পাওয়া যায়। মেয়াদি আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণও গ্রহণ করা যায়। নিকট ভবিষ্যতে সঞ্চিত টাকার খুব দরকার না থাকলে এই হিসাবে টাকা রাখা তুলনামূলক লাভজনক।

বিশেষ ডিপোজিট স্কিম একধরনের ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাবের মাধ্যমে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর একসঙ্গে অনেক টাকা পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক, একজন মানুষ যদি এ ধরনের সঞ্চয় হিসাবে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে জমান তাহলে তিনি ৫ বছর পর আনুমানিক ৭৬০০০ টাকা পাবেন (সূত্র: সোনালী ব্যাংক, ২০১৮)। আবার একজন শিক্ষার্থী যদি শিক্ষা ডিপোজিট স্কিমে আওতায় প্রতি মাসে মাত্র ৫০০ টাকা করে জমাতে থাকেন, তাহলে ১০ বছর পর সে আনুমানিক ৯২০০০ টাকা পাবে। এ ধরনের স্কিমের আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা নির্দিষ্ট সময়ান্তে দ্বিগুণ বা তিন গুণ হবারও সুযোগ আছে।

বিনিয়োগ সেবা

লাভের আশায় সঞ্চয় বা গচ্ছিত টাকা ব্যাংকে না রেখে কোথাও ব্যবহার/লগ্নি করাকে সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন: ব্যবসায় খাটানো, জমি কেনা, সঞ্চয়পত্র/বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি। এসব বিনিয়োগ খাতগুলো আলাদা এবং প্রতিটি খাতের আয় ও ঝুঁকির পরিমাণও আলাদা। যেমন: ব্যবসায়িক বিনিয়োগের মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়ই অধিক। আবার জমি বা স্বর্ণ ক্রয় করার পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলে অনেক ক্ষেত্রে ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। তবে এ দুটি ক্ষেত্রেই কেনার সময় অনেক বেশি যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন হয়। কারণ, কোনো কারণে ভেজাল জমি বা সোনা কিনলে বিনিয়োগের সবটাই নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

চিত্র ৫.১: বিনিয়োগ সেবার ব্যবহার করে জমি ক্রয় ও হাউজিং প্রকল্প

বিনিয়োগের আরেকটি ক্ষেত্র হলো শেয়ার বাজার বা স্টক মার্কেট। এই বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়। কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা মানে সেই কোম্পানির অংশীদার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সেই কোম্পানির মালিকানার অংশ হয়ে যাওয়া। যখন কোনো কোম্পানি ব্যবসা বড় করতে চায় বা নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চায়, তখন বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে জনসাধারণের কাছে স্টক বা শেয়ার বিক্রি করে। শেয়ার কেনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা আশা করেন এই শেয়ারের মূল্য সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে, যা বিক্রি করে তারা লাভবান হবেন অথবা কোম্পানির ব্যবসার মাধ্যমে যে লাভ হবে তার লভ্যাংশ পাবেন। একটি কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। এটা নির্ভর করে কোম্পানিটি আর্থিকভাবে কতটা ভালো করছে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন এবং শেয়ার বাজারের সার্বিক অবস্থার ওপর। কোম্পানির আয় বা নতুন পণ্য সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য যেমন কোম্পানির শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে, তেমনি কোম্পানি সম্পর্কে নেতিবাচক তথ্য মূল্য হ্রাস ঘটাতে পারে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি সঠিকভাবে কোম্পানি নির্বাচন করে শেয়ার ক্রয় করলে অনেক লাভ হওয়াও সম্ভাবনা থাকে। শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য কখনো বাড়ে, আবার কখনো কমে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা উচিত। আবার একটি কোম্পানি বা একটি সেক্টরে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন কোম্পানি বা সেক্টরে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি কমে।

চিত্র ৫.২: বিনিয়োগ সেবা ব্যবহার করা যায় শেয়ার বাজারে

বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হলো সরকারি সঞ্চয়পত্র/বন্ডে বিনিয়োগ করা। আমাদের দেশের এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র রয়েছে যেমন:

৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র: এই সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার আকর্ষণীয় কিন্তু এখানে মেয়াদপূর্তির আগে এই সঞ্চয়পত্র থেকে কোনো ধরনের টাকা উত্তোলন করা যায় না এবং সর্বনিম্ন ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়।

৫ বছর মেয়াদি পারিবারিক সঞ্চয়পত্র: এই সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে প্রতিমাসেই নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। তবে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও ৬৫ বছরের বেশি পুরুষ এই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করতে পারেন। এই সঞ্চয়পত্রে সর্বনিম্ন বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ১০ হাজার টাকা। সেসব পরিবার তাদের সঞ্চিত অর্থের আয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং কোনোভাবেই তাদের শেষ সম্বল সঞ্চয়টুকু নষ্ট করতে চান না, তাদের জন্য এই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সর্বোত্তম।

৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র: এটি এক ধরনের বিনিয়োগমূলক সঞ্চয়পত্র। প্রতি তিন মাসে এই সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ওঠানো যায়। যদি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চিত অর্থের আয় প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের জন্য এই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ উত্তম। এই সঞ্চয়পত্র যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ক্রয় করতে পারেন।

এসব সঞ্চয়পত্র ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র ও বন্ড রয়েছে। যেমন: পেনশনার সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া যায় এবং যেকোনো ধরনের সঞ্চয়পত্র ও বন্ডে বিনিয়োগে কোনোরূপ আর্থিক ঝুঁকি নেই।

ঋণ সেবা

আমরা আমাদের আর্থিক সুযোগ ও সম্ভাবনাকে অনেক সময়েই প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজে লাগাতে পারিনা। আবার অনেক সময় আমাদের জীবনের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটাতে স্বল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অর্থের অভাবে তা পূরণ করতে পারি না। আমাদের এসব সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদেরকে এ ধরনের আর্থিক সহযোগিতা করে। এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক ও ভোক্তা ঋণ পেয়ে থাকি। যেমন:

চলমান ঋণ: সাধারণ ব্যবসায়ীদের (দোকানদার, কারখানা মালিক ইত্যাদি) এই ধরনের চলমান/ঋণ সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধার আওতায় একজন ঋণ গ্রহীতা বছরের যেকোনো সময়ে তার ঋণ সীমা পর্যন্ত ঋণ উত্তোলন ও পরিশোধ করতে পারেন । এই ঋণ এক বছরের জন্য দেওয়া হয়; এক বছর শেষ হলে ঋণটিকে নবায়ন করতে হয়। এ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিদিনের ব্যবসায়িক চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

চিত্র ৫.৩: ঋণসেবা কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা (ভ্যান ক্রয়, সুপারশপ খোলা)

আমদানী-রপ্তানি ব্যবসার জন্য ঋণ: যে সকল ব্যবসায়ী আমদানী-রপ্তানি ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা স্বল্প সময়ের জন্য এক ধরণের ঋণ সুবিধা পায়। এ ধরণের ঋণ নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধ করতে হয়।

মেয়াদী ঋণ: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় তাকে মেয়াদী ঋণ বলে । সাধারণত কৃষি খামার স্থাপন, নতুন কল-কারাখানা স্থাপন, বাড়ি নির্মান, ব্যবসায়িক অবকাঠামো নির্মান ইত্যাদি কাজের জন্য এই ঋণ পাওয়া যায়। এই ঋণের টাকা একসাথে পাওয়া যায় এবং প্রতিমাসে কিস্তি আকারে তা পরিশোধ করতে হয়। এই ঋণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো গ্রাহক ঋণের অর্থ পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার করে আয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমর্থ হয় এবং আয়ের টাকা থেকেই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারেন।

উপরের ঋণগুলো ছাড়াও দেশের কৃষক, মজুর, নারী, অসহায় মানুষ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, বেকার জনগোষ্ঠী,

বিদেশগামী শ্রমিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একাধিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে যা এসএমই ও বিশেষায়িত ঋণ এবং বিভিন্ন ধরনের ভোক্তা ঋণ হিসেবে পরিচিত। এসকল ঋণের মধ্যে কৃষি ঋণ দেশের সকল অঞ্চলের কৃষক/বর্গা চাষি গ্রহণ করতে পারেন। কৃষি কাজের প্রয়োজনে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ক্রয় করে কৃষিভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রম বৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণের জন্য নির্ধারিত মুনাফা ব্যতীত অন্য নামে কোনো প্রকার চার্জ, প্রসেসিং ফি বা মনিটরিং ফি নেওয়া হয় না।

কৃষির পাশাপাশি কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্যও CMSME ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। CMSME হলো Cottage (কুটির), Micro (ক্ষুদ্র), Small (ছোট) ও Medium (মাঝারি) খাতের গৃহীত উদ্যোগের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ। এধরনের ঋণ সাধারণত মেয়াদী ঋণ হিসবে দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রান্তিক বা ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার বা অব্যাহত রাখার জন্য ১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীদের জন্য স্বল্প সুদে বিশেষ ঋণের সুবিধা রয়েছে। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে এই ঋণ সুবিধার আওতায় ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। এই ঋণ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিম্নআয়ের যেকোনো মানুষ তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

চিত্র ৫.৪: শিক্ষা ঋণ ও অভিবাসন ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগী

দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। ঋণ গ্রহীতার শিক্ষা সনদের বিপরীতে এই ঋণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও যে সকল শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে চান, কিন্তু অর্থাভাবে যেতে পারছেন না তাদের জন্য রয়েছে অভিবাসন ঋণ এর ব্যবস্থা।

আর্থিক কার্যক্রমের উন্নয়ন উদ্দেশ্য ছাড়াও আমাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্যও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পাওয়া যায়, যা ভোক্তা ঋণ নামে পরিচিত। যেমন: কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ, গাড়ি ক্রয় ঋণ, শিক্ষা ঋণ, গৃহনির্মান ঋণ, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি।

দলগত কাজ

আলোচনার মাধ্যমে ছকে উল্লিখিত আর্থিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরামর্শ দাও।

ছক ৫.২: আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা এবং পরামর্শ প্রদান

ক্রমিক নং	আর্থিক পরিস্থিতি	তাদের জন্য কী ধরনের ঋণ সুবিধা প্রযোজ্য হবে?
১	এনামের বড় ভাই অর্থের অভাবে লেখাপড়া শেষ করতে পারছেন না।	
২	লুসি মানখিন নকশী কাঁথার কাজ জানেন এবং তিনি একটি নকশী কাঁথার কারখানা দিতে আগ্রহী।	
৩	ময়নার মায়ের বাসার জন্য একটি ফ্রিজ কেনা খুবই দরকার, কিন্তু তার কাছে প্রয়োজনীয় টাকা নেই।	
৪	করিম সাহেব একটি জুস ফ্যাক্টরি তৈরি করতে চান কিন্তু এই জন্য তার আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন।	
৫	শ্রীকান্ত বাবুর একটি বড় মুদির দোকান আছে কিন্তু টাকার অভাবে তিনি প্রয়োজনীয় নতুন মালামাল উঠাতে পারছেন না।	

বীমা সেবা

মানবজীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় ভরপুর। মানবজীবনের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিরাজমান। পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ঝুঁকি বিদ্যমান। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে হ্রাস করার জন্যই বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

চিত্র ৫.৫: যেকোনো দূঘটনায় সুবিধা দেয় বীমা

বীমা ব্যবস্থা যেভাবে কাজ করে, তা হলো– মনে করো কোনো একটি বাজারে ২০০টি দোকান রয়েছে। প্রতি বছরই একটি বা দুটি দোকানে আগুন লেগে মালামাল সব পুড়ে যায়। যাদের দোকান পুড়ে যায়, তাদের পক্ষে আর ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব হয় না, নিঃস্ব হয়ে যান। প্রতিটি দোকানে গড়ে ১০০০০০ টাকার মাল থাকে। কোন দোকানে আগুন লাগবে তা কেউ আগে থেকে বলতে পারেন না। সকল দোকানের মালিকই প্রতি মুহূর্তে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তায় থাকেন। এখন প্রতিটি দোকান মালিকই যদি তাদের ঝুঁকি ভাগ করে নেন অর্থাৎ প্রত্যেকেই যদি প্রতি মাসে মাত্র ১০০ টাকা করে ঝুঁকি বাবদ অর্থ জমা রাখেন, তাহলে বছরে প্রত্যেকের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ হবে মাত্র ১২০০ টাকা। আর সবার জমাকৃত অর্থের পরিমাণ হবে ২,৪০,০০০ টাকা। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বছরে একটি বা দুটি দোকান পুড়ে গেলে তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব। ফলে কোনো দোকানিকে আর ভয় বা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হবে না। মাত্র ১২০০ টাকার বিনিময়ে সকল দোকানই ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারে। বীমা ব্যবস্থা ঠিক এভাবেই কাজ করে।

জীবন বীমার মাধ্যমে মানুষ তার ওপর নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। প্রতি মাসে ১০০০ টাকা জমাদানের হিসাবে ১০ বছর মেয়াদে ৩০০০০০ টাকার জীবন বীমা পলিসি ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি পলিসির মেয়াদকালে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে বীমা কোম্পানি তার পরিবারকে পলিসির পুরো টাকা প্রদান করে। ফলে তাঁর মৃত্যুর কারণে তার পরিবার আর্থিক সমস্যায় পড়ে না। একই ভাবে আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা যেমন অগ্নিকাণ্ড, সড়ক দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির বিপরীতেও দুর্ঘটনা বীমা করা যায়। এ ধরনের বীমা করা থাকলে দুর্ঘটনায় আমাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা বীমা কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত বীমাগুলোর পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য বীমা ও শিক্ষা বীমা। যদি কোনো ব্যক্তি স্বাস্থ্য বীমা করেন, তাহলে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তখন বীমা কোম্পানি তার চিকিৎসা ব্যয় বহন করবে। আবার যদি কোনো অভিভাবক তার সন্তানের জন্য শিক্ষা বীমা করে রাখেন,

তাহলে নির্দিষ্ট সময় পর তার সন্তানের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বীমা কোম্পানি নির্দিষ্ট হারে শিক্ষা খরচ প্রদান করবে ফলে তার অর্থের অভাবে তার সন্তানের শিক্ষাজীবন ব্যহত হবে না। এসব বীমার বাইরেও বাংলাদেশ সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমা চালু করেছে।

বঙ্গাবন্ধু সুরক্ষা বীমা: 'বঙ্গাবন্ধু সুরক্ষা বীমা'র পলিসি গ্রহণে এককালীন প্রিমিয়াম ১০০ টাকা দিয়ে দুই লাখ টাকার কভারেজ সুবিধা পাওয়া যাবে। বীমার মেয়াদ এক বছর হলেও পরবর্তী সময়ে নবায়ন করা যাবে। ১৬ থেকে ৭৫ বছর বয়সী নাগরিক এ পলিসি গ্রহণ করতে পারবেন। তবে পোশাক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৪ থেকে ৭৫ বছর পর্যন্ত।

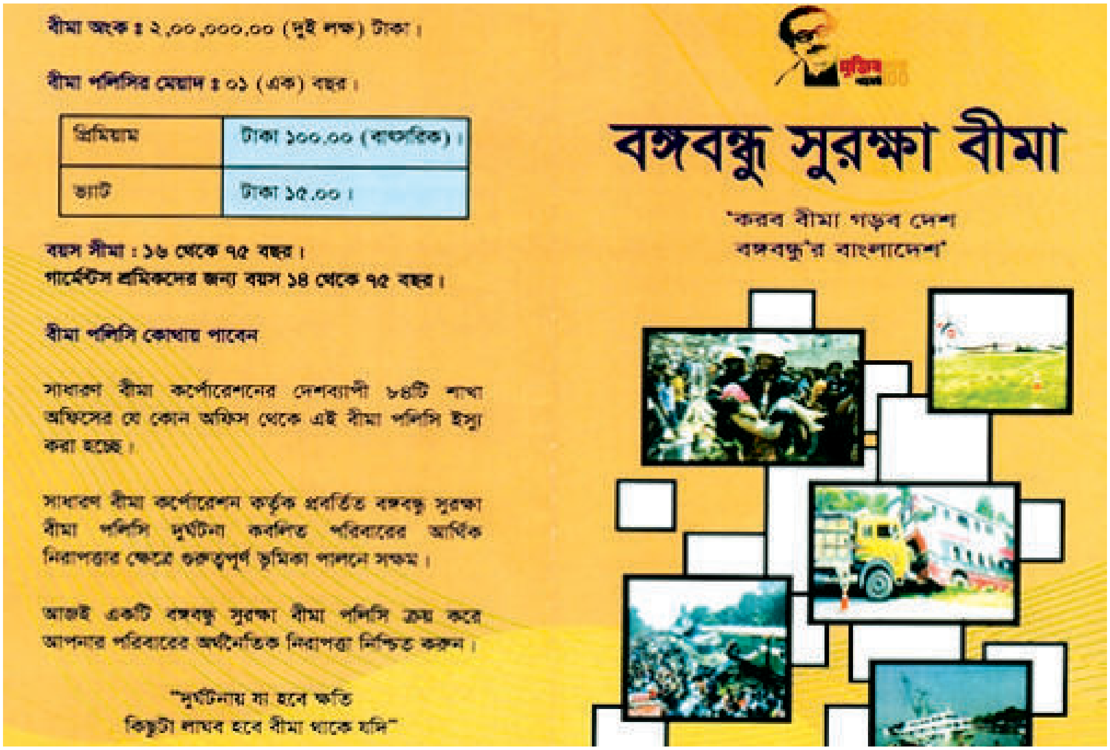

চিত্র ৫.৬: বঙ্গাবন্ধু সুরক্ষা বীমার পোস্টার

বঙ্গাবন্ধু শিক্ষা বীমা: বার্ষিক ৮৫ টাকা দিয়ে ৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য এ পলিসি গ্রহণ করা যাবে। মা-বাবা বা একজন আইনি অভিভাবক বীমাবৃত হবেন। অভিভাবকের বয়স ২৫ থেকে ৬৪ বছর হতে হবে। পলিসির মেয়াদ শিশুর বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে শিশুর ১৮তম জন্মদিনে পলিসির মেয়াদ শেষ হবে। তিন বছর বয়সী শিশুর জন্য বীমা করলে মেয়াদ হবে ১৫ বছর। ১৭ বছর বয়সী শিশুর জন্য করলে হবে এক বছর। পলিসি মেয়াদের মধ্যে অভিভাবক বা বাবা-মা দুর্ঘটনায় পঙ্গু হলে পলিসির বাকি মেয়াদে বীমার আওতায় মাসে ৫০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হবে।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও অনলাইন ব্যাংকিং সেবা

দেশের সকল শ্রেণির মানুষের আর্থিক লেনদেন সহজ করার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস ও অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়। রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয়, সেটিই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস অ্যাকাউন্ট) হিসাব। এ ধরনের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে। এই সেবার মাধ্যমে নিজের এমএফএস হিসাব এ নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, অর্থ প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পণ্য-সেবার মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি করা যায়। এমএফএস হিসাব খোলার জন্য বাংলাদেশের যেকোনো মোবাইল অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরকার। তবে ইলেকট্রনিক উপায়ে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও এ হিসাব খোলা যায়। সে ক্ষেত্রে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল সেট ব্যবহার করে গ্রাহকের ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলে আপলোড করে তাৎক্ষণিকভাবে এ হিসাব খোলা যায়।

অনলাইন ব্যাংকিং সেবার আওতায় এখন ঘরে বসেই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় যেমন: অর্থ উত্তোলন, এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ প্রেরণ, হিসাবের স্থিতি যাচাই, বিল পরিশোধ, পাওনা পরিশোধ, প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ ইত্যাদি। অনলাইন ব্যাংকিং সেবার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকিং সময়সীমা নেই। ফলে একজন মানুষ তার সুবিধামতো সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা সম্পর্কে জানলাম। কিন্তু আমরা কোথা থেকে এসব সেবা পাব? বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আমাদের এ ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে, যার মধ্যে

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান				
ব্যাংক	নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)	সমবায় ব্যাংক	বীমা/ইনস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান
সোনালী ব্যাংক লি:	হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স লি:	পিকেএসএফ	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
________ব্যাংক লি:	________ ফাইন্যান্স লি:	________	________	________
________ব্যাংক লি:	________ ফাইন্যান্স লি:	________	________	________
________ব্যাংক লি:	________ ফাইন্যান্স লি:	________	________	________
ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি

চিত্র ৫.৭: অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান

রয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংক যারা জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা যেমন: অর্থ প্রেরণ, বিল গ্রহণ, বিল আদায়, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি প্রদান করে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে, বিশেষায়িত ব্যাংক যারা দেশের কোনো একটি বিশেষ খাতকে কিংবা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য ঋণ ও বিনিয়োগ সেবা প্রদান করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সেবা দান করে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে ঋণের চাহিদা পূরণ করে,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সমবায় প্রতিষ্ঠান নিজ সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এনজিও) দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করে। বীমা প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবন ও ব্যবসার ঝুঁকি নিরসনে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিপরীতে ঝুঁকি গ্রহণ করে, যা আমাদের ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

একসময় আমাদের দেশের সকল মানুষ আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রদত্ত সেবাগুলোর সেবা খুব সহজে গ্রহণ করতে পারত না। এসব আর্থিক সেবায় দেশের গণমানুষের প্রবেশাধিকার অবাধ ছিল না। তাই বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক (যাদের বয়স ১৮ বছর বা তার অধিক) মানুষের কাছে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর্থিক সেবায় সবার প্রবেশাধিকার অবাধ ও সহজ করেছে। আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে গণমানুষের এই প্রবেশাধিকারকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলা হয়। দেশের প্রতিটি ব্যাংকের প্রতিটি শাখা/উপশাখায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ১০ টাকার হিসাব বা নো-ফ্রিল হিসাব খোলার মাধ্যমে আমাদের দেশের গণমানুষের জন্য আর্থিক সেবার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। নো-ফ্রিল হিসাবধারীরা তাদের হিসাব ব্যবহার করে নিজের সামান্য সঞ্চয় ব্যাংকে রাখতে পারেন। এর পাশাপাশি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন জায়গায় টাকা প্রেরণ, বিভিন্ন ভাতা গ্রহণ ও উত্তোলন করার মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা লাভ করে থাকেন।

চিত্র ৫.৮: ব্যাংকে দশ টাকার হিসাব খোলা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

একক কাজ

তোমার এলাকায় কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ছকে তার তালিকা তৈরি করো।

ছক ৫.৩: আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক	আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ধরন	আমার এলাকার আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
১.	ব্যাংক	
২.	নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
৩.	ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)	
৪.	বীমা/ইনস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান	
৫.		

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রাপ্য সুবিধা

আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সেবা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যারা এসব শর্ত পূরণ করতে পারেন, তাদের আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো চাহিদা অনুসারে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব শর্ত পূরণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণের যোগ্যতা। এখন আমরা ছকে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ছক ৫.৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা (সঞ্চয় ও বিনিয়োগ)

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার ধরন: সঞ্চয় বা বিনিয়োগ	
প্রশ্ন	উত্তর
কোন ধরনের আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা প্রদান করে?	সকল ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতি।
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা কাকে দেয়?	• সকল প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের বেশি বয়সের মানুষ) বাংলাদেশি নাগরিক। • বৈধ সকল প্রতিষ্ঠান (যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, এনজিও ইত্যাদি)
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণ করার পূর্বশর্ত কী?	সেবা গ্রহণের জন্য যা প্রয়োজন– • জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত • কেওআইসি-সংক্রান্ত তথ্য • আয়ের উৎস • নমিনি সংক্রান্ত তথ্য • আয়কর সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) • প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) • ন্যূনতম জামানত (দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য নো-ফ্রিল হিসাবের জন্য এই জামানতের পরিমাণ ১০, ৫০ ও ১০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ)
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণের সুবিধা কী?	• নগদ সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায় • সঞ্চিত বা বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর মুনাফা পাওয়া যায় যা সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে • আপদকালীন সময়ে সহজেই নগদ অর্থের চাহিদা পূরণ করা যায় • আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ সহজ হয় • দেশের মূলধন সৃষ্টি হয় যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে
এই সুবিধা কাদের প্রয়োজন হয়?	• যাদের নিকট গচ্ছিত বা সঞ্চিত অর্থ রয়েছে • যারা নিয়মিতভাবে স্বল্প পরিমাণে জমাতে পারে • অসহায় ব্যক্তির জীবনের শেষ সম্বল হিসেবে রক্ষিত টাকা যা কোনোভাবে নষ্ট হলে ক্ষতির শিকার হতে পারে।

ছক ৫.৫: অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা (ঋণ প্রদান)

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার ধরন: ঋণ প্রদান	
প্রশ্ন	উত্তর
কোন ধরনের আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা প্রদান করে?	সকল ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান।
কোন প্রকার ঋণ কী ধরনের কার্যক্রমের ওপর প্রদান করা হয়?	বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর নানা ধরনের ঋণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কয়েকটি ঋণ হলো– • দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ: ভূমিহীন কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের জন্য ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব বা নো-ফ্রিল হিসাবে প্রদত্ত ঋণ। • কৃষিঋণ: শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি পালন। • CMSME ঋণ: ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, অন্য সব ধরনের শিল্পকারখানা, সব ধরনের বৈধ ব্যবসায় যেমন ট্রেডিং ব্যবসা, ব্যবসার জন্য যানবাহন ক্রয়, কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়। • নারী উদ্যোক্তা ঋণ: দেশের কর্মক্ষম ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সহজ শর্তে এই ঋণ দেওয়া হয়। যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী নারী এই ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। • বঙ্গাবন্ধু যুব ঋণ: দেশের বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ঋণসুবিধা প্রদান করা হয়। • উল্লিখিত ঋণের বাইরেও সাধারণ আর্থিক প্রয়োজনে অনেক ধরনের ঋণ রয়েছে। যেমন: মেয়াদি ঋণ, তলবি ঋণ, চলতি ঋণ ইত্যাদি।
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা কাকে দেয়?	• সকল প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের বেশি বয়সের মানুষ) বাংলাদেশের নাগরিক। • প্রকৃত অর্থে যিনি/যারা কোন ব্যবসা বা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আছেন, যেমন: কৃষক, শিল্প-উদ্যোক্তা, দোকান মালিক ইত্যাদি। • কোনো সেবা প্রদানকারী যেমন: হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি • যিনি নিজেকে উপার্জনক্ষম করে তুলতে চাচ্ছেন, যেমন: নতুন উদ্যোক্তা, শিক্ষিত এবং কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠী ইত্যাদি ।

এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণ করার পূর্বশর্ত কী?	সেবা গ্রহণের জন্য যা প্রয়োজন– ● জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত ● বৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ● ব্যবসা করার লাইসেন্স বা সনদ ● কিছু কিছু ক্ষেত্রে জামানত (স্থাবর সম্পত্তি) ● ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ● ব্যবসায়িক লেনদেনের তথ্য ● কর পরিশোধের প্রমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ● কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেশাগত শিক্ষার সনদ ইত্যাদি।
সেবা গ্রহণের খরচ কেমন?	● অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবার আওতাধীন ঋণের ওপর প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদান করতে হয়। ঋণের প্রকৃতিভেদে মুনাফার হার বার্ষিক ৩% থেকে ৯% হয়, তবে পরিস্থিতির বিবেচনায় এই হার যেকোনো সময় পরিবর্তশীল। ● ব্যাংক নির্ধারিত বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস চার্জ (তবে কৃষি ঋণের জন্য সামান্য ডকুমেন্টেশন ফি ব্যতীত অন্য কোনো সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয় না।)
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণের সুবিধা কী?	● আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের আর্থিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ● নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ● কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ● অধিক সেবা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন ● নিজ জীবিকার পরিবর্তন বা উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।

ছক ৫.৬: অর্ন্তভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার ঝুঁকি নিরসন

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার ধরন: বীমা	
প্রশ্ন	উত্তর
কোন ধরনের আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা প্রদান করে?	সাধারণত সকল সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান ও জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান।
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা কাকে দেয়?	• সকল প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের বেশি বয়সের মানুষ) বাংলাদেশের নাগরিক। • বৈধ সকল প্রতিষ্ঠান (যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, এনজিও ইত্যাদি)
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা দেওয়ার জন্য আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী চায়?	• জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত • কেওআইসি-সংক্রান্ত তথ্য • নমিনির-সংক্রান্ত তথ্য • প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবসায়িক সনদপত্র
সেবা প্রদানের বিনিময়ে কী প্রদান করতে হয়? বা সেবা প্রদানের জন্য কত মূল্য নিয়ে থাকে?	• নির্ধারিত পরিমাণ পলিসি মূল্য (সাধারণ বীমার জন্য) • নির্ধারিত পরিমাণ পলিসি কিস্তি (জীবন বীমার জন্য)
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণের সুবিধা কী?	• দূঘটনার কারণে ব্যবসায়ী বা সম্পদের মালিকদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তা সাধারণ বীমা কোম্পানি থেকে পূরণ করে দেওয়া হয়। • হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃত মানুষের পরিবার আর্থিক সহযোগিতা পায়। • নির্দিষ্ট সময় পর জীবন বীমা থেকে জমাকৃত অর্থ মুনাফা/সুদসহ একত্রে পাওয়া যায়, যা পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। • বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা পাওয়া যায়, যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

ছক ৫.৭: অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা (এমএফএস হিসাব)

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার ধরন: মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস অ্যাকাউন্ট)	
প্রশ্ন	উত্তর
কোন ধরনের আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা প্রদান করে?	সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা কাকে দেয়?	• বাংলাদেশের নাগরিক, যার নামে একটি বৈধ মোবাইল সিম আছে।
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা দেওয়ার জন্য আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী চায়?	• জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবি • বাংলাদেশের যেকোনো মোবাইল অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম
সেবা প্রদানের বিনিময়ে কী প্রদান করতে হয়? বা সেবা প্রদানের জন্য কত মূল্য নিয়ে থাকে?	• এই সেবার অধীনে টাকা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য নির্ধারিত চার্জ প্রদান করতে হয়।
এ ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা গ্রহণের সুবিধা কী?	• আর্থিক লেনদেন সহজ, নিরাপদ ও দ্রুত হয়। • সেবা প্রদানের জন্য সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই, দিন বা রাতে গ্রাহক তার সুবিধামতো সময়ে লেনদেন করতে পারেন। • বাংলাদেশের যেকোনো স্থান থেকে এ সুবিধা পাওয়া যায়। • যেকোনো স্থান থেকেই এই লেনদেন করা যায়। এর জন্য আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

দলগত কাজ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নানা ধরনের সেবার সাথে আমাদের পরিচয় হলো। এবারে আমরা কয়েকটি দৃশ্যপট পড়ে তাদের জন্য কোন ধরনের সেবা বা সুযোগ প্রযোজ্য তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব।

দৃশ্যপট ১

আবু মিয়া একটি বেসরকারি অফিসে দারোয়ানের চাকরি করেন। স্ত্রী ও একটি মেয়ে নিয়ে ছোট সংসার তার। মেয়ের বয়স তিন বছর। অফিসের পাশেই একটি রুম ভাড়া নিয়ে তারা বাস করেন। বেতনের টাকা দিয়ে কোনো মতে সংসার চলে যায়। খুব হিসাব করে মাসে ৫০০ বা ১০০০ টাকা সংসারের খরচ থেকে বাঁচাতেও পারেন। আর কিছুদিন পরে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। মেয়েকে নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন।

- কোন কোন ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ আবু মিয়া গ্রহণ করতে পারে?

দৃশ্যপট ২

অনুপ চন্দ্রের বাবা একজন কৃষক। তার চার একর জমি আছে। অর্থের অভাবে তিনি পর্যাপ্ত কৃষিশ্রমিক নিয়োগ এবং জমিতে আধুনিক উপায়ে চাষ করতে পারেন না। ফলে চার একর জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল ফলাতে পারতেন, যা দিয়ে পরিবারে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব, তা তিনি করতে পারেন না।

- অনুপ চন্দ্রেরর বাবার জন্য কী কী ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে?

দৃশ্যপট ৩

বেলালের বড় ভাই ঢাকায় থাকেন। সেখানে তিনি একটি কারখানায় চাকরি করেন। তার আয়েই বেলালদের সংসার চলে। কিন্তু প্রায়ই তার পাঠানো টাকা বেলালের পরিবার যথাসময়ে পায় না। ফলে তাদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। বেলাল বেশ কিছুদিন হলো বিএ পাশ করেছে। বিএ পাশের পর সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণও নিয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করতে পারছে না।

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেলাল কীভাবে উপকৃত হতে পারে?
- আর্থিক অর্ন্তভুক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেলালের পরিবারের অর্থ প্রাপ্তির সমস্যা কীভাবে দূর করা যায়?

দৃশ্যপট ৪

প্রদীপ গ্রেগরী কাপড়ের ব্যবসায়ী। ঢাকার ইসলামপুরে কাপড়ের মার্কেটে তার পাইকারি দোকান আছে। তিনি লক্ষ করেছেন, মাঝে মাঝেই আগুন লেগে তার মতো ব্যবসায়ীরা সব হারিয়ে যায়। তিনি এ ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে চান। বিষয়টি বতর্মানে তাকে অনেক বেশি ভাবাচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের সুবিধা গ্রহণে ঠিক কী কী করতে হবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

- প্রদীপ গ্রেগরী সাহেবের জন্য কী কী ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সুবিধা যথার্থ হবে?

দৃশ্যপট ৫

রাবেয়া বেগম একজন বিধবা। তার একটি আট বছরের একটি ছেলে আছে। রাবেয়া বেগমের স্বামী মারা যাওয়ার সময় পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ ও একটি বাড়ি রেখে গেছেন। বাড়িটিতে তিনি থাকেন। তিনি চাচ্ছেন তার কাছে সঞ্চিত অর্থ এমন কিছুতে বিনিয়োগ করতে, যেখান থেকে ভালো লাভ পাবেন এবং তার টাকাগুলো নিরাপদ থাকবে। তাকে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার কথা বলেছেন; কিন্তু তিনি তা করতে সাহস পাচ্ছেন না।

- রাবেয়া বেগমের জন্য কোন ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সুবিধা যথার্থ হবে?

একক কাজ

বর্তমানে তোমার পরিবার কী কী আর্থিক সেবা গ্রহণ করে, তার তালিকা করো এবং সেখান থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়, তা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে নিচের ছক ব্যবহার করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

ছক ৫.৮: আমার পরিবার যেসব আর্থিক সেবা গ্রহণ করে

নং	আর্থিক সেবার নাম	আর্থিক সেবার বর্ণনা	প্রাপ্ত সুবিধা
অভিভাবকের স্বাক্ষর:		শিক্ষকের মন্তব্য:	

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের সবার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে আর্থিক সেবা ও পরিসেবার সুযোগ। প্রযুক্তির কল্যাণে উন্মুক্ত হচ্ছে আর্থিক কার্যক্রমের সহজ ও নতুন নতুন উপায়। আজকাল মোবাইল ফোনেই করা যাচ্ছে ব্যাংকের লেনদেন। এতে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হচ্ছে। গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর্থিক কার্যক্রমে। তবে আমরা যেকোনো আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সময় অবশ্যই কোন সেবাটি নিজেদের জন্য সুবিধাজনক তা যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করব। নির্বাচিত সেবাটি গ্রহণের পর তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করব। ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ঋণের মাধ্যমে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করছি, তা কোনো ব্যাংকের সম্পত্তি নয়; দেশের জনগণেরই গচ্ছিত অর্থ। তাই নিজের প্রয়োজনে আমরা যে সুবিধাটুকু নিচ্ছি অন্যের সঞ্চিত অর্থ থেকে, তা অবশ্যই যথাসময়ে পরিশোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা সবসময় মনে রাখব, প্রাপ্ত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করার মাঝেই কৃতিত্ব।

স্বমূল্যায়ন

ক) তোমার পরিবার কী কী আর্থিক সেবা গ্রহণ করতে পারে, তা সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করো। এই আর্থিক সেবা গ্রহণ করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করো।

আর্থিক সেবা গ্রহণের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

আর্থিক সেবার নাম
আর্থিক সেবা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা   প্রাপ্ত সুবিধা (সম্ভাব্য)

খ) তোমার পরিবারের আর্থিক সহায়তার জন্য কোনো ধরনের ঋণ প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারকে কোন ধরনের ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দিবে এবং ঋণের উক্ত ধরনটি তুমি বেছে নেওয়ার পিছনে কারণ কী?

....

....

....

....

....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি... ... ... [প্রযোজ্য ঘরে টিক (√)চিহ্ন দাও]

ক্রম	কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
১.	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
২.	আমানত সেবা ও বিনিয়োগ সেবা সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৩.	ঋণ সেবা ও বীমা সেবার সাথে পরিচিতি লাভ			
৪.	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও অনলাইন ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৫.	নিজ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান			
৬.	আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ও প্রাপ্য সুবিধা সম্পর্কে ধারণা			
৭.	আর্থিক সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা নিরূপণ			
৮.	পরিবারের জন্য আর্থিক সেবা গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন			
মোট স্কোর: ৪০		আমার প্রাপ্ত স্কোর:		
অভিভাবকের মতামত:				

এই অধ্যায়ে নতুন যা শিখেছি... ... ...

শিক্ষকের মন্তব্য

কী আছে আমার মাঝে

আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা;
তারপর দীপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো আমরাও জানি, আমাদের মাঝে রয়েছে অনেক সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে একসময় সবার মুখে হাসি ফোটাবে। সৃষ্টিকর্তা সবার মাঝেই অপার সম্ভাবনা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। শুধু প্রয়োজন সেই সম্ভাবনার জায়গাটুকু খুঁজে বের করা। প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিশেষ কাজে রয়েছে বিশেষ দক্ষতা। তাই আমাদের কাজ হলো, নিজেকে আবিষ্কার করা। কী আছে নিজের মাঝে তা খুঁজে বের করে সেই গুণের নিয়মিত পরিচর্যায় আমরাও হয়ে উঠতে পারি আগামী শতকের সফল ব্যক্তিদের একজন!

আমরা সবাই কী সব ধরনের কাজ করতে পারি? নিশ্চয়ই না, আমাদের মধ্যে কেউ আছে গণিতে খুব ভালো, কেউ আছে বিজ্ঞানটা ভালো বোঝে; আবার কেউ আছে ইতিহাসে দারুণ মজা পায়। আবার আমাদের মাঝে কেউ খুব ভালো কথা বলে, কেউ ভালো লেখে, কেউ ভালো আঁকে, কেউ ভালো আবৃত্তি করে, কেউ ভালো তিলাওয়াত করে, কেউ ভালো নাচে কিংবা কেউ ভালো গাইতে পারে। একেকজন একেক কাজ ভালো পারে বা করে। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে মানুষের রয়েছে বৈচিত্র্যময় গুণ, সামর্থ্য এবং আগ্রহের ক্ষেত্র। আমরা সবাই একজন থেকে অন্যজন বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেই আলাদা। আমরা সবাই আলাদা বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর। তাই আমাদের একেকজনের পছন্দ, অপছন্দ, আগ্রহের ধরনও আলাদা। নিজের পছন্দ, আগ্রহ, গুণ ও সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে তাই প্রত্যাশা সাজাতে হয়। তাহলে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস এবং প্রত্যাশা পূরণে সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করার স্পৃহা তৈরি হয়। আমরা এবার নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব; খুঁজে বের করব কী আছে আমার মাঝে!

ছক ৬.১: আমার যা ভালো লাগে!

আমার পছন্দের কাজ	আমার যা অপছন্দ
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

আমার আগ্রহ, সামর্থ্য ও মূল্যবোধ

আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে বিভিন্ন গল্পে দেখেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝেই লুকিয়ে থাকে অনেক সম্ভাবনার বীজ। সময় এবং সুযোগ পেলে সেই সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হয়, ডালপালা মেলে বিকশিত হয়ে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। তাই আমাদের নিজের ভেতরে লুকানো প্রতিভা আবিষ্কার করতে হবে। কোনটি ভালো লাগে আর কোন কাজে প্রবল আগ্রহ আছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। যে কাজের প্রতি আমরা আকর্ষণ অনুভব করি, বুঝতে হবে সেই কাজটাতেই আমার আগ্রহ। তাই আগ্রহের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা ব্যক্তির ভেতর থেকেই আসে, ফলে কাজের প্রতি তৈরি হয় আন্তরিকতা। একারণে আমাদের আগ্রহের জায়গা খুঁজে বের করা জরুরি।

একইসঙ্গে নিজের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য নিজের সামর্থ্য কী আছে তা-ও খুঁজে বের করতে হবে। নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে আমাদের সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে অর্থাৎ আরও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। সামর্থ্য হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমন্বয়ে কোনো বিশেষত্ব বা গুণ কিংবা বলা যায়, কোনো কাজ করতে পারার সক্ষমতা।

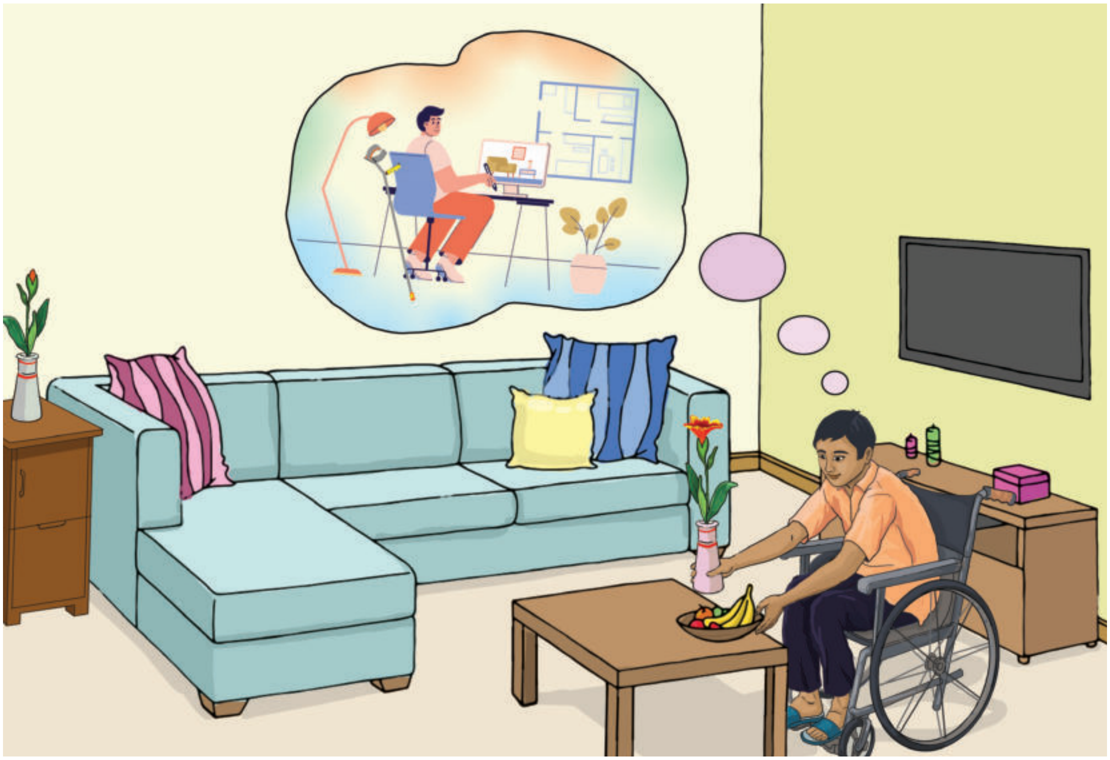

চিত্র ৬.১: প্রিয় কাজে আমার আনন্দ!

আগ্রহ ও সামর্থ্যের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেটি হলো মূল্যবোধ। যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকে আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। সমাজবিজ্ঞানী এফ. ই. স্পেন্সার বলেছেন, 'মূল্যবোধ হলো একটি মানদণ্ড, যা আচরণের ভালো-মন্দ বিচারের এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন লক্ষ্য থেকে কোনো একটি পছন্দ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়'। মূলকথা হলো, মূল্যবোধ আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণেও প্রভাব বিস্তার করে।

তবে সব সমাজে মূল্যবোধের প্রকাশ একই রকম না-ও হতে পারে। যেমন: ধরা যাক, শুভেচ্ছা বিনিময়ের কথা; কোনো কোনো দেশে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালামের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়; আবার কোনো দেশে কারো সঙ্গে দেখা হলে গুড মর্নিং অথবা গুড ইভিনিং জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। কারও সঙ্গে দেখা হলে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে হয়, এটি হলো মূল্যবোধ, যার প্রকাশ একেক দেশে একেকরকম। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, স্থান পরিবর্তনের কারণে মূল্যবোধ প্রকাশে পরিবর্তন ঘটতে পারে। আবার সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেও অনেক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। এই কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিদ্যমান মূল্যবোধ বিবেচনায় রাখতে হয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের আগ্রহ বা ইচ্ছার প্রতিফলনে মূল্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দলগত কাজ

পোস্টার তৈরি

পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণে কী কী মূল্যবোধ বিবেচনায় রাখতে হবে, তা নিয়ে একটি পোস্টার বানাও।

অন্যের চোখে আমায় দেখি

এবার আমরা আমাদের খুব কাছের দুজন বন্ধু, দুজন শিক্ষক এবং দুজন অভিভাবকের (মা/বাবা/ভাই/বোন/আত্মীয়/লালন-পালনকারী) সঙ্গে কথা বলে ছক ৬.২ এর কলামগুলো পূরণ করব। (তাদের সঙ্গে কথা বলে নিজেই লিখবে, লেখা শেষে তাদের স্বাক্ষর নেবে)

ছক ৬.২: অন্যের চোখে আমায় দেখি

অন্যের চোখে নিজেকে দেখা		আমার দুটি গুণ/দক্ষতা/ঝোঁক	আমার দুটি দুর্বল দিক	ভবিষ্যতে আমাকে কী হিসেবে দেখতে চায়	স্বাক্ষর
বন্ধুর চোখে আমি	বন্ধু ১				
	বন্ধু ২				
শিক্ষকের চোখে আমি	শিক্ষক ১				
	শিক্ষক ২				

অভিভাবকের চোখে আমি	অভিভাবক ১				
	অভিভাবক ২				

(মনে রাখতে হবে, জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা এগুলো খুঁজে বের করছি, যা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরির পথ বলে দিবে। তাই এই ছক ইচ্ছেমতো পূরণ করা যাবে না। অন্যেরটা দেখে পূরণ করলেও আমাদের কোনো কাজে আসবে না।)

ভবিষ্যতে আমরা নিজেকে কোথায় দেখতে চাই, তা নিয়ে প্রায়ই স্বপ্ন বুনি। তবে ভবিষ্যতে আমরা কী ধরনের কাজ করব বা করতে চাই, তা বোঝার জন্য নিজের আগ্রহ এবং সামর্থ্য দুটোই জানা প্রয়োজন। যেখানে আগ্রহ আছে সেখানে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়, কাজ শেখাও যায় অনেক দ্রুত; আগ্রহ তখন আমাদের তাড়িত করে কাজটি করিয়ে নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রেষণা বা তাড়না তৈরি হয় কাজটি করার জন্য। অনেক সময় দেখা যায়, নিজের যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাজে সাফল্য আসছে না, একধরনের অতৃপ্তি বা হতাশা কিংবা একঘেয়েমি কাজ করছে। জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্য এই অতৃপ্তি তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য সামর্থ্যের পাশাপাশি কাজের প্রতি আগ্রহও থাকা জরুরি। এ নিয়ে আমরা সপ্তম শ্রেণিতে একটি বিতর্কের আয়োজনও করেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই? এই ক্লাসে আমরা একটু ভিন্নভাবে আমাদের আগ্রহ কোথায় আছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। তবে মনে রেখো, এটা হলো একটি মজার পরীক্ষণ (টেস্ট) যা আমরা আনন্দের জন্য করতে যাচ্ছি।

একক কাজ

আমার পরিচয়

প্রথমে নিজের পরিচয় লেখো। এরপর ছকের মন্তব্যগুলো এক এক করে পড়ে নাও। প্রতিটি মন্তব্য তোমার ক্ষেত্রে কতখানি সত্য তার ভিত্তিতে মন্তব্যের পাশে যেকোনো একটি ঘরে টিক চিহ্ন (√) দাও। তবে মনে রাখবে এখানে ভুল বা সঠিক বলে কিছু নেই। উত্তরটা দেওয়ার সময় শুধু ভালোভাবে ভেবে নেবে কোনটি তোমার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য।

আমার কাল্পনিক নাম...............

আমার প্রিয় পাঁচটি শব্দ...............

আমার প্রিয় রং....................

আমার পছন্দের একটি প্রতীক ....

ছক ৬.৩: আমার পরিচয়

মন্তব্য নং	নিজেকে নিয়ে মন্তব্য	সম্পূর্ণ ভিন্নমত (০)	ভিন্নমত (১)	নিরপেক্ষ (২)	একমত (৩)	সম্পূর্ণ একমত (৪)
১.	আমি আমার বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে কাটাতে আনন্দ পাই					
২.	আমি যুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করি					
৩.	আমি সাহিত্য, গল্প, কবিতা পড়তে ভালোবাসি					
৪.	মানুষ আমাকে সৃজনশীল বলে থাকে					
৫.	আমি হাতে-কলমে কাজ করতে ভালোবাসি					
৬.	আমি ঘরের বাইরে কাজ করতে পছন্দ করি					
৭.	আমি যেকোনো ঘটনা বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধান করে আনন্দ পাই					
৮.	আমি শব্দজট, শব্দের খেলা, ধাঁধা পছন্দ করি					
৯.	আমার কল্পনায়া নতুন নতুন ধারণা/আইডিয়া/ভাবনা আসে					
১০.	নতুন কোনো যন্ত্র/গ্যাজেটে অনেক আকর্ষণ অনুভব করি					
১১.	আমি সব সময় বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করতে ভালোবাসি					
১২	আমি মানুষের সান্নিধ্য ভালোবাসি					
১৩.	আমি কোনো কাজে লেগে থেকে সফল হতে চেষ্টা করি					
১৪.	তথ্য, উপাত্ত সাজাতে ও শ্রেণিবিন্যাস করতে ভালোবাসি					
১৫.	আমি অন্যকে পরামর্শ দিতে পছন্দ করি					
১৬.	আমি আমার চিন্তা-ভাবনা লিখে প্রকাশ করতে ভালোবাসি					
১৭.	আমি বিভিন্ন নকশা বা ডিজাইন তৈরি করতে পছন্দ করি					

১৮.	অন্যেরা সমস্যায় পড়লে আমি নিজে থেকে এগিয়ে যাই					
১৯.	আমি উদ্যোগ নিতে পছন্দ করি					
২০.	আবহাওয়া যেমনই থাকুক আমি বাইরে খেলতে না গেলে অস্থির হয়ে যাই					
২১.	বিভিন্ন জিনিস তৈরি ও মেরামত করতে আমি ভালোবাসি					
২২.	আমি সংখ্যা সাজাতে ও গাণিতিক সমাধান করতে ভালোবাসি					
২৩.	নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে আমার ভালো লাগে					
২৪.	কোনো ঘটনার ঘটার পেছনের কারণ জানতে আমার ভালো লাগে					
২৫.	আমি প্রতিযোগিতার চেয়ে যুক্তি দিয়ে জিততে ভালোবাসি					
২৬.	আমি সঙ্গীত, কলা ও নাটক ভালোবাসি					
২৭.	সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে আমার ভালো লাগে					
২৮.	আমি তথ্য ও উপাত্ত থেকে ধারা/প্যাটার্ন/সম্পর্ক খুঁজে বের করতে ভালোবাসি					
২৯.	আমি খেলাধুলায় বেশি সময় কাটাই					
৩০.	আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব নিতে পছন্দ করি					
৩১.	আমি অন্যদের সাহায্য করে আনন্দ পাই					
৩২.	আমি তথ্য উপস্থাপনের জন্য সারণি ও লেখচিত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করি					

উদাহরণ হিসেবে তুমি কতটা বহির্মুখী তার জন্য ১, ৬,২০ ও ২৯ নম্বরের মন্তব্যগুলো বিবেচনা করবে। ধরা যাক, তুমি ১, ৬, ২০ ও ২৯ নম্বর মন্তব্যে যথাক্রমে একমত, সম্পূর্ণ একমত, সম্পূর্ণ একমত ও নিরপেক্ষ টিক দিয়েছ। তাহলে বহির্মুখী ঘরের জন্য তোমার স্কোর হবে ৩+৪+৪+২=১৩। এভাবে নিচের ছকে আট ধরনের ব্যক্তিত্বের ঘরে তোমার নম্বর দেওয়া শেষ হলে তোমাকে দেখতে হবে কোন ঘরে তুমি সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছ । তোমার স্কোর যেখানে বেশি হবে, ধরে নেওয়া যায় সেদিকে তোমার ঝোঁক বা প্রবণতা রয়েছে।

শিল্পমনা/ শিল্পীসুলভ কাজ		উদ্যোগী/ ব্যবস্থাপনা		সাহিত্যনুরাগী/ লেখালেখি		খেলোয়াড়/ বহির্মুখী কাজ		প্রযুক্তিমনা/ ব্যবহারিক কাজ		গণিত মনস্ক/ গাণিতিক কাজ		যুক্তিবাদী/ বিজ্ঞানমনস্ক		পরোপকারী/ সামাজিক কাজ	
মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য নং	প্রাপ্ত নম্বর
৪		১৩		৩		১		৫		১৪		২		১২	
১১		১৫		৮		৬		১০		২২		৭		১৮	
১৭		১৯		৯		২০		২১		২৮		২৪		২৭	
২৬		৩০		১৬		২৯		২৩		৩২		২৫		৩১	
মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট	

টেস্টের ফলাফল

সর্বোচ্চ স্কোর= উক্ত স্কোরের অবস্থান যে ঘরে আমার ঝোঁক/প্রবণতা

পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করি

আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো এবার একটু বিশ্লেষণ করে দেখি। ছক ৬.২ থেকে এমন কিছু গুণ খুঁজে পাওয়া যাবে, যা অনেকেই হয়তো বলেছেন। তাদের মতামতের সঙ্গে আমরা আমাদের গুণগুলো যাচাই করে দেখব। আমরা যখন কোনো কাজ করি, তখন নিজের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করব। সত্যিই আনন্দ পাচ্ছি কিনা, কাজটির প্রতি ভিতর থেকে টান অনুভব করছি কি না; কাজটি আমার পরবর্তী জীবনে সহায়ক হবে কি না ইত্যাদি আমাদের ভাবতে হবে। নিজের ভালো লাগার ক্ষেত্র খুঁজে যাচাই করার পর আমরা বলতে পারি, আমরা নিজেকে খুঁজে পেলাম! এভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ ও ভাবনার মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি, আমার নিজের মাঝে কী আছে?

এবার আমার আগ্রহ, সামর্থ্য ও মূল্যবোধ যা যা খুঁজে পেলাম, তার একটি তালিকা তৈরি করি।

ছক ৬.৪: আমার আমি

আমার আগ্রহ:
সামর্থ্য:
মূল্যবোধ:

ওপরের তালিকা পর্যালোচনার করে আমার নিজের কথা বলি (নিজেকে সম্ভাব্য কোন পেশার জন্য যোগ্য মনে করছ, কেন মনে করছ, কীভাবে সফল হতে চাও, তা বিবেচনায় রেখে 'আমি সম্ভাবনাময় একজন' নামে নিজেকে প্রকাশ করো)

‘আমি সম্ভাবনাময় একজন’

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

সম্ভাবনার কথা যা লিখেছ, তা এবার সহপাঠীদের সঙ্গে শেয়ার করো। নিজেকে সুন্দরভাবে সবার সামনে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দাও। আমরা সবাই দেখব, কে কত চমৎকারভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারো!

সপ্তম শ্রেণিতে আমরা সোয়াট বিশ্লেষণের অনুশীলন করেছিলাম। সেই কাজটি এই ক্লাসে পুনরায় করব। তবে এবার আমরা আমাদের যে পেশার জন্য নিজেকে সম্ভাবনাময় ভাবছি, সে পেশায় নিজেকে ভেবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সোয়াট বিশ্লেষণ করব।

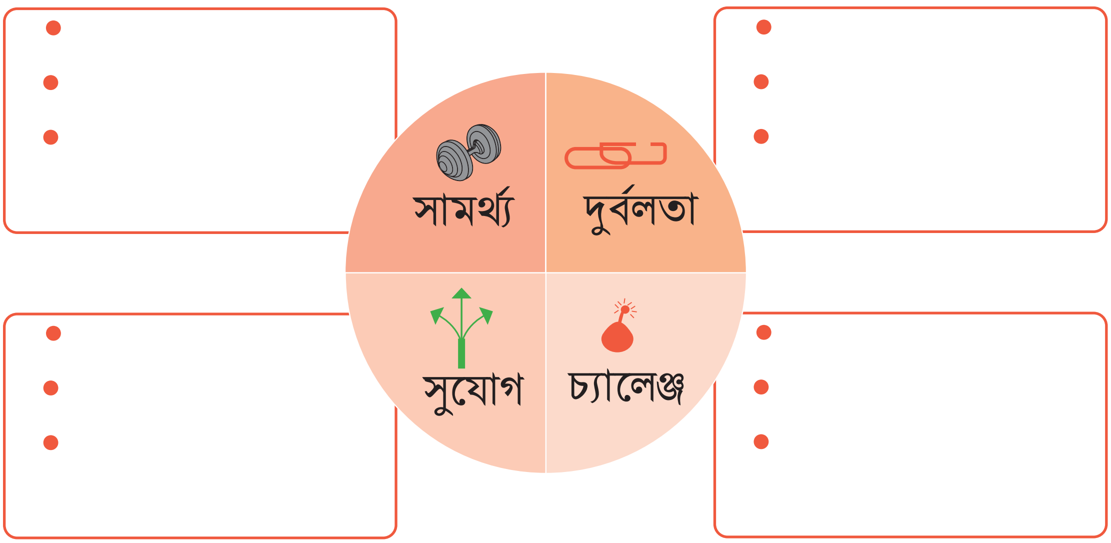

চিত্র ৬.২: SWOT বিশ্লেষণ

আয়নায় নিজেকে আবিষ্কার করি

আমরা অনেকেই জনসমক্ষে কথা বলতে গিয়ে লজ্জা পাই; কখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি। এমনকি নিজের আত্মীয়স্বজন কিংবা মা-বাবার সামনেও নিজের কথা বলতে চাই না! কিন্তু নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে সবার সামনে নিজেকে চমৎকারভাবে তুলে ধরা খুব জরুরি। এই কাজটিতে ভালো করতে হলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা অনুশীলন করা যায়। এতে নিজের খুঁত বের করা সহজ হয়; পাশাপাশি ভুল উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি নিজেই সংশোধন করা যায়। এতে নিজের ওপর বিশ্বাস বাড়ে।

এমন হতে পারে, প্রথম দিনের অনুশীলনে অনেক বেশি ত্রুটি ধরা পড়েছে, তাতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের কথা বলা লক্ষ করো। বিভিন্ন মাধ্যমে (মিডিয়ায়) যারা উপস্থাপনা করেন তাদের সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করো। তাদেরকে দেখে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বাড়াও। তুমি আরও ভালোভাবে পারবে– এই বিশ্বাস নিয়ে আয়নায় দ্বিতীয়বার দাঁড়াও। এভাবে অনুশীলন করতে থাকো। এভাবে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল দিকগুলোও সবল হয়ে ওঠবে।

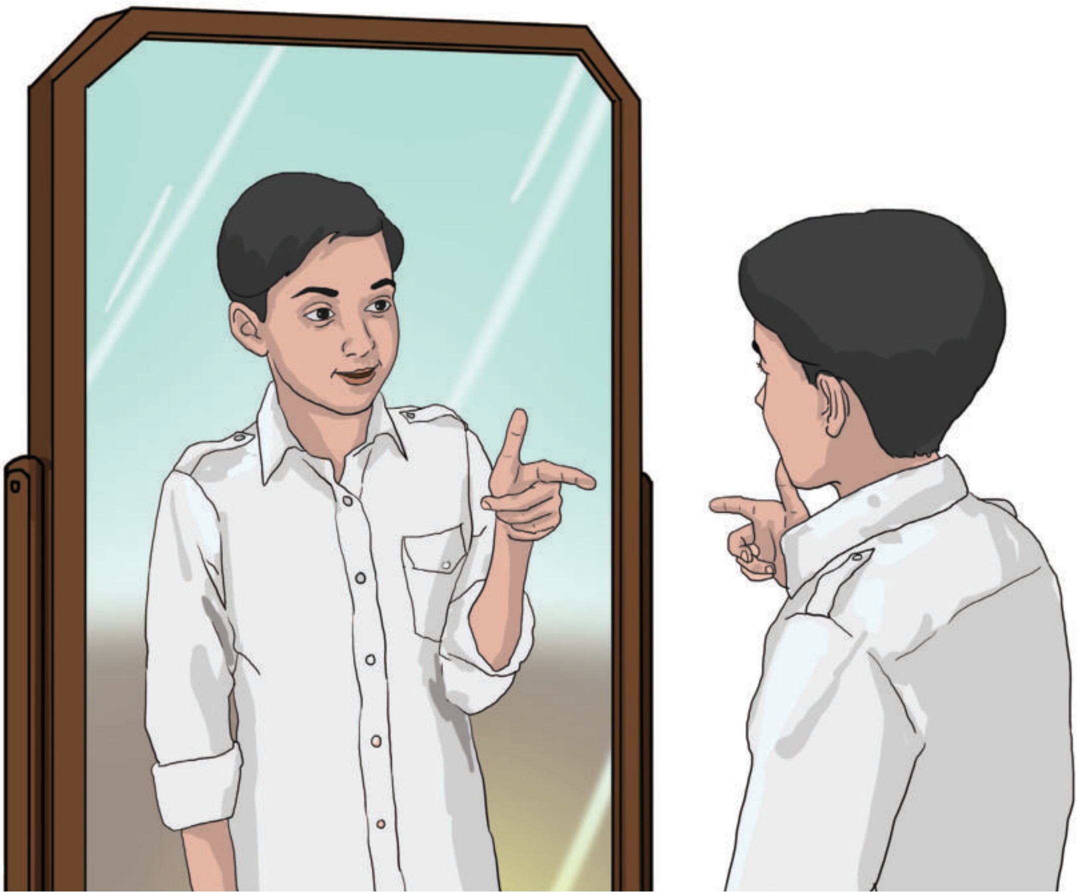

চিত্র ৬.৩: প্রতিবিম্বে নিজেকে খুঁজি

ছক ৬.৫: আয়নায় নিজেকে আবিষ্কারের অনুভূতি

প্রথমবার:
দ্বিতীয়বার:
তৃতীয়বার:

লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পরিশ্রম এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় অসৎ উপায় কিংবা উদ্দেশ্য থাকলে কখনোই জীবনে সফল হওয়া যায় না। নিজের শ্রম, মেধা ও নিষ্ঠাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি ধাপের জন্য পরিকল্পনা করতে হয়। এখন আমরা শ্রম, নিষ্ঠা ও মেধা কাজে লাগিয়ে নিজের পছন্দের পেশায় সফল হওয়া একজনের গল্প শুনব।

স্বপ্ন ছোঁয়ার গল্প

ছোটবেলা থেকেই আয়েশা একটু ভিন্নরকম। তার বয়সী অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা এসবে তার আগ্রহ কম; বরং সারাক্ষণ বড় আপুর পাশে বসে তার কম্পিউটারের কাজ দেখতেই পছন্দ করে। আপু যখন বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে থাকেন, তখন তা দেখতে থাকে খুব মনোযোগ দিয়ে। এই আকর্ষণ থেকেই আয়েশার প্রোগ্রামিংয়ে হাতেখড়ি। নিজের আগ্রহেই ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং কোর্স করতে থাকে। হঠাৎ একদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি গুজব নিয়ে ব্যাপক ঝড় ওঠে। ভাইরাল হয়ে যাওয়া সেই গুজবের প্রতিক্রিয়ায় একটি এলাকায় শুরু হয় গোলাগুলি, জ্বালাও-পোড়াও। কয়েকজন মানুষ পুড়ে মারা যায় সেই ঘটনায়। এই বিষয়টি আয়েশাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। আয়েশা দিনরাত এর সমাধান নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। এরপর ‘ব্যাড পোস্ট ফিল্টারেশন’-এর লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে। প্রথমে নিজেদের সংযোগে কাজটি ট্রায়াল দেয়; তাতে ইতিবাচক ফল পায়। এরপর

যোগাযোগ শুরু করে অন্যান্য সার্ভারের সঙ্গে। এখানে সফল হওয়ার জন্য তাকে বেশ কিছু পরিমার্জন আনতে হয়। ট্রায়াল শেষ হলে প্রোগ্রামটি আয়েশা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাঠায়। সেখানে এটির ট্রায়ালে কিছু ভুল পাওয়ায় বাতিল করা হয়। আয়েশাও দমবার পাত্রী নয়। সে একাগ্রচিত্তে এর ভুলগুলো খুঁজে বের করে এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে থাকে। একসময় নতুনভাবে সে এটিকে সাজাতে সক্ষম হয় এবং ট্রায়াল দিয়ে সফল হয়। ছয় মাস পর আবারও সে আন্তর্জাতিক সেই প্রতিযোগিতায় অনলাইনে অংশগ্রহণ করে। এবারের ট্রায়ালে সে উত্তীর্ণ হয়। একটি আন্তর্জাতিক সাইবার সিকিউরিটি সংস্থা তার প্রোগামটি কিনে নেয় এবং তাকে উক্ত সংস্থায় কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আয়েশা এখন স্বনামধন্য সেই সিকিউরিটি সংস্থায় কাজ করে। তার নিখুঁত কাজের কারণে এখন কেউ চাইলেই দেশ বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কোনো পোস্ট দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারছে না। তার বিছানো জালে সেটি আটকে যায়। এর ফলে কত যে হানাহানি আর হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে দেশগুলো!

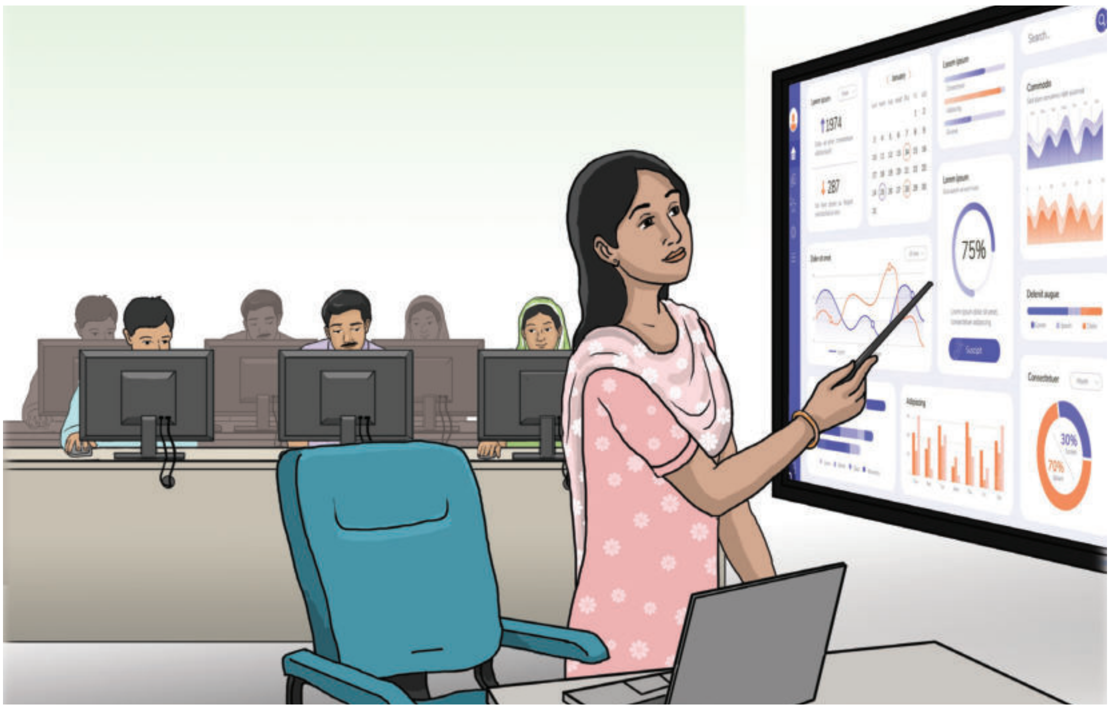

চিত্র ৬.৪: সাইবার সিকিউরিটি সংস্থায় কর্মরত আয়েশা

দলগত কাজ

আয়েশা তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছিল তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটি ফ্লোচার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

গল্পটিতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখছ, আয়েশা তার লক্ষ্য ছোঁয়ার জন্য কীভাবে নিজের কাজের পরিক্রমা সাজিয়ে নিয়েছিল, যা তার স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেছে। তাহলে চলো, আমরা একটু জেনে নিই, এই ধরনের কাজের পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয়।

আমরা নিজের সামর্থ্য খুঁজে বের করার জন্য বেশ কিছু কাজ করেছি এবং নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা নিজের মাঝে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করব। আমাদের পেশাগত লক্ষ্য অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করব এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট থাকব।

কোনো লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতিপথের নকশা তৈরি করা প্রয়োজন হয়, যাকে বলা হয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর কর্মপরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্ল্যান। কর্মপরিকল্পনা হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজের নির্দিষ্ট একটি তালিকা। এর মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ বা পদক্ষেপগুলোকে ধাপে ধাপে সাজাতে হয় , ফলে কাজের অগ্রগতি পরিমাপ (ট্র্যাক) করা সহজ হয়। এটি হলো কৌশলগত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। কর্মপরিকল্পনা ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক বা দলগত কোনো লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কর্মপরিকল্পনার কয়েকটি ধাপ রয়েছে যা অনুসরণ করা হলে পরিকল্পনা অনেক নিখুঁত হয় এবং সফলভাবে কাজগুলো সমাপ্ত করা যায়, এর পাশাপাশি কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে তা মোকাবিলার আগাম প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হয়। এখানে আমরা কর্মপরিকল্পনার কয়েকটি ধাপের সঙ্গে পরিচিত হব।

ধাপ ১-শেষ গন্তব্য নির্দিষ্ট করা: আমরা যেমন ট্রেনে ওঠার সময় কোন ষ্টেশনে নামব, তা নির্দিষ্ট করেই বাড়ি থেকে বের হই, ঠিক তেমনি পেশাগত লক্ষ্যের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। পেশার গন্তব্য কোথায় বা কোন পর্যায় পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে চাই, তা স্থির করে নিতে হবে। লক্ষ্য স্থির করা না হলে প্রস্তুতির উপাদানগুলো পরিকল্পনায় আনা সম্ভব হয়না। যদিও আমরা কোনো কিছুরই চূড়ান্ত গন্তব্য নিশ্চিত করে বলতে পারি না; তবু আমাদেরকে একটি সম্ভাব্য ষ্টেশন বা সীমানা স্থির করে নিতে হবে। সম্ভাব্য গন্তব্য স্থির করা হলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য দিকগুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়।

ধাপ ২-পদক্ষেপগুলোর তালিকা করা: গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কী কী কাজ বা পদক্ষেপ নিতে হবে তার সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যত ধরনের কাজ আছে, সবই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। যেমন: আমাদের কেউ যদি ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হতে চাই, সে ক্ষেত্রে আমাদের গণিতে জ্যামিতির অংশ খুব ভালোভাবে শিখতে হবে, কম্পিউটারে ডিজাইন করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। হাতেও আঁকাআঁকি অনুশীলন করতে হবে। ইন্টেরিয়র-সংক্রান্ত বইপুস্তক পড়তে হবে, নানা নকশার ইন্টেরিয়র খুঁজে দেখতে হবে, এই বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, এই বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে ইত্যাদি। এ রকম প্রতিটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে হবে এই ধাপে।

ধাপ ৩-কাজগুলোর অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা এবং সম্ভাব্য সময়সীমা স্থির করা: এই ধাপে সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলোর মধ্য থেকে কোন কাজগুলো কখন করা প্রয়োজন, তার ধারাবাহিক সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হয়। কোনো কাজ আছে যার প্রস্তুতি হয়তো আগামীকাল থেকেই নিতে হবে; তা না হলে মূল পরিকল্পনা অনুসরণ করে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই যেটি আগে শুরু করা প্রয়োজন, সেটিকে আগে রেখে সময়সীমা স্থির করতে হবে। এভাবে গুরুত্ব, অগ্রাধিকার ও ধারাবাহিকতা বিবেচনায় রেখে টাইমলাইন বা সময়ক্রম সাজাতে হবে। উক্ত ক্রম অনুযায়ী কোনটির জন্য কতটুকু সময় লাগতে পারে, তার সম্ভাব্য হিসাব বের করে সাজাতে হবে। এটাকে অনেকে কাজের ডেডলাইনও বলে থাকেন। অর্থাৎ কোন কাজটি কখন সমাপ্ত করতে হবে তার শেষ সময় বা ডেডলাইন তৈরি করতে হবে।

লক্ষ্য: কারাতে ব্ল্যাক (কালো) বেল্ট অর্জন									
কাজের বিবরণ ও মাইলফলক	সময়সীমা								
	জুন ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫	জুন ২০২৫	সেপ্টেম্বর ২০২৫	ডিসেম্বর ২০২৫	মার্চ ২০২৬	জুন ২০২৬
কোর্সে তথ্য ও ভর্তি সম্পন্ন									
নিয়মিত অনুশীলন ও ইয়োলো (হলুদ) বেল্ট প্রাপ্তি									
নিয়মিত অনুশীলন ও অরেঞ্জ (কমলা) বেল্ট প্রাপ্তি									
যথাযথ অনুশীলন ও রেড (লাল) বেল্ট প্রাপ্তি									
যথাযথ অনুশীলন ও গ্রিন (সবুজ) বেল্ট প্রাপ্তি									
প্রচুর অনুশীলন ও ব্লু (নীল) বেল্ট প্রাপ্তি									
প্রচুর অনুশীলন ও ভায়োলেট (বেগুনি) বেল্ট প্রাপ্তি									
কঠোর অনুশীলন ও ব্রাউন (বাদামি) বেল্ট প্রাপ্তি									
কঠোর অনুশীলন ও ব্ল্যাক (কালো) বেল্ট প্রাপ্তি									

চিত্র ৬.৫: সময়সীমা ও মাইলফলকের অবস্থানসহ একটি কর্মপরিকল্পনার নকশা

ধাপ ৪- মাইলফলক/মাইলস্টোন স্থির করা: কোনো লক্ষ্যেই একবারে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে পৌঁছাতে হয়। যেমন কেউ যদি দেশের সেরা আবৃত্তিকার হতে চায়, তাহলে একবারেই সেরা হওয়া সম্ভব নয়। শুরুতে তাকে অনুশীলন করতে হবে নিয়মিত। চর্চার মাধ্যমে নিজে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছে, তা যাচাইয়ের জন্য তাকে স্কুল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এরপর হয়তো তাকে উপজেলা, এরপর জেলা, এরপর বিভাগীয় পর্যায় এবং এরপর জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং এখানে স্কুল পর্যায়ে নির্বাচিত হওয়া তার জন্য প্রথম মাইলফলক বা মাইলস্টোন; উপজেলা পর্যায়ে

নির্বাচিত হওয়া দ্বিতীয় মাইলফলক, জেলা পর্যায় হলো তৃতীয় মাইলফলক। এভাবে অনেকগুলো মাইলফলকে তার অর্জন নিশ্চিত করতে করতে একসময় সে হয়তো জাতীয় পর্যায়ে সেরা হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং মাইলফলক হলো লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে ছোট ছোট অর্জন, যা একেকটি পিলার বা স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

ধাপ ৫-রিসোর্স যা লাগবে তা বাছাই করা: যেকোনো লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অনেক ধরনের সামগ্রী, বইপুস্তক বা সম্পদ বা অর্থ বা মেধা প্রয়োজন হতে পারে। আমরা আমাদের জন্য পেশাগত যে লক্ষ্য স্থির করেছি, তার জন্য কী ধরনের রিসোর্স কী পরিমাণ লাগতে পারে তার তালিকা করতে পারি এই ধাপে। এখন আমি যদি একজন নার্সারি উদ্যোক্তা হতে চাই, সে ক্ষেত্রে নার্সারি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হবে জমি, টব, প্লাস্টিক পট বা ব্যাগ, গাছের চারা, বীজ, সার, মাটি প্রস্তুতের জন্য ছুরি, কোদাল, নার্সারি সংক্রান্ত তথ্য পুস্তক, বইপত্র ইত্যাদি। এরকম যা যা প্রয়োজন হবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, তা চিহ্নিত করতে হবে এই ধাপে।

ধাপ ৬-একনজরে দেখার মতো করে উপস্থাপন: পুরো পরিকল্পনাটি নখদর্পণে রাখার উদ্দেশ্যে এবং এর পটভূমি, মাইলফলক, সময়সীমা ও রিসোর্স ইত্যাদি একনজরে দেখার জন্য অনেকেই কর্মপরিকল্পনার একটা বিশেষ নকশা তৈরি করে থাকে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় সহজেই পুরো পরিকল্পনার রূপরেখা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমনভাবে এটি উপস্থাপন করতে হয়। এটি হতে পারে কোনো চিত্র, গ্রাফ কিংবা ফ্লোচার্ট। সব সময় মনে রাখার জন্য এবং কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বড় বোর্ডে টানিয়ে রাখে। আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনার চার্ট বানিয়ে পড়ার ঘরে ঝুলিয়ে রাখতে পারি। ফলে সারাক্ষণ চোখের সামনে থাকায় কাজটির প্রতি নিজ থেকে প্রেষণা বা অনুপ্রেরণা অনুভব করবো।

ধাপ ৭-তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন এবং সংশোধন: পেশাগত লক্ষ্য স্থির করে পরিকল্পনা করলেই আমরা সফল হয়ে যাব এমনটি নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিয়মিত কাজ করছি কি না, কাজে কোনো বাধা আসছে কি না, ভুল বা কোনো ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কি না, পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে কি না এবং ভুল সংশোধনের জন্য যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য সহজ উপায় নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি এই ধাপে করা হয়ে থাকে।

একটি চমৎকার কর্মপরিকল্পনা যেকোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির সাফল্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কর্ম পরিকল্পনার বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে-

- কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে এটি ইতিবাচিক ভূমিকা রাখে
- পুরো কাজটি সম্পন্ন করতে বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে এটি সহায়ক (গাইড) হিসেবে কাজ করে
- এর মাধ্যমে কাজের অগ্রাধিকার নির্বাচন করা সহজ হয়
- কাজ চলাকালীন জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়
- রিসোর্স সংগ্রহ ও বণ্টন সহজ হয়
- প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অগ্রিম জানা যায়
- সমাপ্তি রেখা বা ডেডলাইন সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা পাওয়া যায়
- সহজেই কাজের অগ্রগতি জানা যায়, ইত্যাদি।

একক কাজ

নিজের জন্য একটি পেশা নির্বাচন করো এবং উক্ত পেশায় নিজেকে সফলভাবে পাওয়ার জন্য উল্লিখিত সাতটি ধাপ অনুযায়ী একটি স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করো।

সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল তৈরি

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে লেখাপড়া করতে গিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই প্রোফাইল শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। প্রোফাইল বলতে বোঝায় নিজের পরিচয়। সাধারণত ব্যক্তিগত প্রোফাইলে কোনো বিশেষ কাজ বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজের গুণাবলি, দক্ষতা, সামর্থ্য, পছন্দ-অপছন্দ, বিশেষ যোগ্যতা ইত্যাদিকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

দলগত কাজ

আমাকেই বেছে নাও

দলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করো এবং দলের সবাই মিলে সামনে এসে উপস্থাপন করো।

ক) প্রোফাইল কী?

খ) প্রোফাইলে পেশাগত তথ্য উপস্থাপনের সময় কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন?

গ) প্রোফাইল তৈরি করা প্রয়োজন কেন?

(একদলের উপস্থাপনের সময় অন্যরা সবাই শুনব, উপস্থাপন শেষে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করব এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ফিডব্যাক দেবো।)

সাধারণত চাকরির জন্য আমরা বায়োডাটা (bio-data) বা জীবনবৃত্তান্ত বা সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল তৈরি করে থাকি। একসময় আমাদের দেশে এটি বায়োডাটা নামেই বেশি পরিচিত ছিল। ইদানীং কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান একে রেজ্যুমি (resume) বলে এবং অতি সাম্প্রতিককালে এটি সেলফ প্রোফাইল বা ব্যক্তিগত প্রোফাইল বা সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল হিসেবে পরিচিত।

একসময় চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গেই নির্দিষ্ট ছকে জীবনবৃত্তান্ত বা বায়োডাটা চাওয়া হতো। আজকাল বায়োডাটায় নতুনত্ব এসেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বায়োডাটা বা ব্যক্তিগত প্রোফাইল দেখেই প্রার্থীর তালিকা সংক্ষিপ্ত করে। আবার বিভিন্ন দেশে চাওয়া হয় বায়োগ্রাফি। এরকম নানা নামে নানা

ধরনের পরিচিতি বা প্রোফাইল হতে পারে। তোমরা ইন্টারনেটে সার্চ করলে বিভিন্ন পেশার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোফাইল দেখতে পাবে। নিজের যোগ্যতাকে অন্যের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারাটাও একটা বিশেষ যোগ্যতা।

চিত্র ৬.৬: বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত প্রোফাইলের নমুনা

নিজের আগামী কর্মজগৎ বা পেশা নির্বাচন করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি। এসব কাজের মধ্য দিয়ে আমরা 'নিজের মাঝে কী আছে' তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা নিজের মাঝে যা কিছু খুঁজে পেয়েছি, তা সমন্বিত করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল তৈরি করব। উক্ত প্রোফাইল এমনভাবে তৈরি করব, যাতে তা আমাদের নির্বাচিত পেশার উপযোগী ও আকর্ষণীয় হয়। প্রোফাইল দেখে যেন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ আমাদের উক্ত পেশার নির্ধারিত পদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন। ব্যক্তিগত প্রোফাইলে সাধারণত নাম ও ঠিকানা, নিজেকে উক্ত কাজের জন্য যোগ্য মনে করার কারণ, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, মা ও বাবার নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, ধর্ম, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শখ, আগ্রহের ক্ষেত্র, গুণাবলি, দক্ষতাসমূহ, কাজের অভিজ্ঞতা, বিশেষ কোনো স্বীকৃতি (বিদ্যালয়/ বাড়ি/ নিজ এলাকায়/ দেশে/ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে), প্রিয় ব্যক্তিত্ব, বিশেষ সামর্থ্য বা যোগ্যতা, নৈতিক মূল্যবোধ, রেফারেন্স ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। তবে পেশার ধরন ও চাহিদা অনুযায়ী এগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্নতাও থাকতে পারে।

একক কাজ

জুরিবোর্ডের মুখোমুখি

নির্বাচিত পেশার উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল তৈরি করে জুরিবোর্ডের মুখোমুখি বসি।

(সবাই নিজের পেশার উপযোগী করে একটি ব্যক্তিগত প্রোফাইল A4 সাইজের কাগজে তৈরি করে নাও। শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় লটারির মাধ্যমে ক্লাসের সবাইকে ‘জুরি দল’ ও ‘চাকরিপ্রার্থী দল’ এই দুইভাগে ভাগ করে নাও। এরপর জুরি দল থেকে ৪/৫ জন করে একেকটি জুরিবোর্ড গঠন করো। চাকরিপ্রার্থী দলকেও একইভাবে দলে ভাগ করে একেকটি বোর্ডের জন্য নির্বাচন করে নাও। এবার প্রথমে একটি জুরিবোর্ড সামনে গিয়ে বসবে। তখন উক্ত বোর্ডের জন্য নির্বাচিত দল থেকে যেকোনো একজন তার প্রোফাইল নিয়ে চাকরির ইন্টারভিউ দেবে। এভাবে জুরিবোর্ড প্রতিটি দল থেকে একজনের ইন্টারভিউ নেবে। জুরিগণ প্রার্থীর প্রোফাইল যাচাই করে উক্ত পেশা-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন এবং এ পেশায় সে কেন নিজেকে যোগ্য/ উপযুক্ত মনে করছে’ কিংবা ‘কেন উক্ত পেশার জন্য প্রতিষ্ঠান তাকে বেছে নিবে’ এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারো।)

‘প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে
তাদেরই দুয়ারে হানা দেই আমি, আসি তাহাদেরি কাছে।’

কথাগুলো তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের। সাফল্যের সঙ্গে বন্ধুতা হলো সাধ ও সাধনার। কোনো কাজে বা লক্ষ্য পূরণে নিজের ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে শুরু থেকেই। নিজেকে সবার সেরা ভাবতে হবে। আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে। আমার দ্বারাই সম্ভব– এমন মনোভাব নিয়েই সামনে এগোতে হবে। তবে কাজ করতে গিয়ে অনেক বাধা আসতে পারে, বড় ধরনের চ্যালেঞ্জও সামনে আসতে পারে। শুরুর দিকে বারবার ব্যর্থতাও আসতে পারে। একবার বাধা পেলে বা ব্যর্থ হলে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে, ভুলগুলো শুধরে নিয়ে নতুনভাবে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে কাজ চালিয়ে যেতে হবে; অর্থাৎ সাধনা বা পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য কখনোই ধরা দেয় না।

আমরা টমাস আলভা এডিসন, জে.কে রাওলিং, আইনস্টাইন, আব্রাহাম লিংকনসহ বিভিন্ন বিজ্ঞানি ও পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের প্রবক্তাগণের জীবনীতে আমরা দেখতে পেয়েছি– তারা সবাই নিজ নিজ লক্ষ্যে অবিচল থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন বলেই সফল হয়েছেন। বদলে দিতে পেরেছেন পৃথিবীর ইতিহাস। আমরাও বিশ্বাস করি, কর্মক্ষেত্রে আগামীতে যে ধরনের পরিবর্তনই আসুক না কেন, আমরা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে অবশ্যই মানিয়ে নিতে পারব। নিজের ভেতরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের যোগ্যতাকে শানিত করে তুলব। জয় করব সকল বাধা-বিঘ্ন! সত্যি করে তুলব আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন! তাই প্রেরণাদায়ী বক্তা (motivational speaker) ফারাহ গ্রে’র সঙ্গে সুর মিলিয়ে সবাইকে আহ্বান জানাই- ‘নিজের স্বপ্নকেই পেশা বানিয়ে নাও, নয়তো অন্য কেউ তা করে ফেলবে।’

স্বমূল্যায়ন

ক) কোনো একটি কাজের জন্য কর্মপরিকল্পনা করা হলে তা থেকে আমরা কী কী দিকনির্দেশনা পেতে পারি?

খ) মনে করো তুমি একজন ওষুধবিশেষজ্ঞ বা ফার্মাসিস্ট অথবা নবায়নযোগ্য শক্তিবিশেষজ্ঞ হতে চাও। সে ক্ষেত্রে তোমার মাইলস্টোনগুলো কী হবে?

গ) তুমি যদি একজন কবি/লেখক/চিত্রশিল্পী হতে চাও, তাহলে তোমার কাজের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করো এবং তালিকা অনুযায়ী সময়/নার্সারি ব্যবসায়ী নির্ধারণ করো।

ঘ) তুমি কীভাবে একজন সফল মুরগি খামারি হতে পারবে, তার একটি কর্মপরিকল্পনা ফ্লোচার্টে দেখাও।

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি... ... ... [প্রযোজ্য ঘরে টিক (√)চিহ্ন দাও]

ক্রম	কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
১.	পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ শনাক্ত			
২.	‘অন্যের চোখে আমায় দেখি’ এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন			
৩.	‘আমার পরিচয়’ টেস্টের মাধ্যমে ঝোঁক নির্ণয়			
৪.	নিজেকে নিয়ে সম্ভাবনার গল্প বলার চর্চা			
৫.	‘আয়নায় নিজেকে আবিষ্কার’ এর মাধ্যমে নিজেকে বিশ্লেষণ			
৬.	ব্যক্তিগত সোয়াট অ্যানালাইসিস			
৭.	কেসস্টাডি থেকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ফ্লোচার্ট তৈরি			
৮.	কর্মপরিকল্পনার ধারণা অর্জন			
৯.	নিজের জন্য নির্বাচিত পেশার ক্ষেত্রে একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন			
১০.	ব্যক্তিগত প্রোফাইল তৈরি			
১১.	‘জুরিবোর্ডের মুখোমুখি’ এর মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন			
১২	স্বমূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক সমাধান অনুশীলন			
মোট স্কোর: ৬০		আমার প্রাপ্ত স্কোর:		
অভিভাবকের মতামত:				

এই অধ্যায়ে নতুন যা শিখেছি... ... ...

শিক্ষকের মন্তব্য

স্কিল কোর্স- এক

ইকো ট্যুর গাইডিং

এই কোর্স শেষে–

নিরাপত্তা বজায় রেখে নিজ নিজ এলাকায় ইকো ট্যুর গাইড হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হব এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে পর্যটন শিল্পে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ হব।

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে– এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ জীবনের সীমারেখা পার হয়ে গেলেও বারবার এদেশে আসার আকুতি জানিয়েছেন তাঁর অনেক কবিতায়। যদি তিনি মানুষ বেশে আসতে না পারেন, তবে এদেশের প্রকৃতির উপাদান হয়ে যেন আসতে পারেন এই তার আবেদন! সত্যি আমাদের এই দেশ অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতির কোনো ক্ষতি না করে যদি এই ঐশ্বরিক সৌন্দর্যকে পর্যটকের কাছে তুলে ধরা যায়, তাহলে কেমন হয়!

ইকো ট্যুরিজম ভাবনা

রায়হানাদের গ্রামটি অপূর্ব সুন্দর । সন্ধায় যখন পদ্মার ওপারে সূর্য ডোবে, তখন ছোট্ট গ্রামটি যেন এক স্বর্গ হয়ে ধরা দেয়! গত বছর নবান্নের মৌসুমে তার এক চাচা বিদেশ থেকে গাঁয়ে বেড়াতে আসেন। পদ্মা সেতুর পাড় ঘেঁষে তাদের ছোট্ট সোনার সেই গ্রামটি! রায়হানা দিনভর চাচাকে তাদের সারা গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল; পুকুরের সবুজ পানিতে লাল শাপলার ফুলেল বিছানা, তালগাছের মাথায় বাবুই পাখির ঝুলন্ত শৈল্পিক বাসা, মাঝবিলে পানকৌড়ির দৌড়ঝাঁপ, পাকা ধানের খেতে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বক কিংবা দত্তপাড়ার শতবর্ষী জটায়ু বটগাছ– কোনোটাই বাদ যায়নি। প্রকৃতির সঙ্গে এত চমৎকার সময় কাটানোর পর মুগ্ধ হয়ে চাচা বললেন– ‘কতকাল দেখিনা আমার বাংলার এই রূপ!’ রায়হানা বলল, ‘আজকে হাটবার, বিকেলে আপনাকে হাটে নিয়ে যাব। সেখানে সন্ধ্যায় সার্কাস দেখানো হয়। কালকে বটতলায় মেলা বসবে, সেখানে নিয়ে যাব।’ চাচা হেসে বললেন ,’তুমি তো দেখছি খুব দক্ষ গাইড ! ট্রেনিং নিয়েছ নাকি!’ চোরা হাসি লুকিয়ে নিয়ে সে বলল, ‘হ্যাঁ চাচা। ট্যুরিস্ট গাইড হওয়ার খুব ইচ্ছা। তাই প্রাকটিস করছি।’ চাচা বললেন, তাহলে ইকো ট্যুর গাইড হও। তুমি এটা খুব ভালো পারবে। ‘শব্দটা রায়হানার কাছে একটু নতুন। তাই সে জানতে চাইল, ‘ইকো ট্যুর মানে কী, চাচা?’ চাচা একটা পুকুরের পাড়ে বসে পাতিহাঁসের জলকেলি দেখতে দেখতে রায়হানাকে ইকো ট্যুরিজম, ইকো ট্যুর গাইড ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন।

ইকো ট্যুরিজম ও ইকো ট্যুর

পরিবেশ ও প্রকৃতির নিয়মের কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা উপভোগ করার পাশাপাশি গভীরভাবে প্রকৃতিকে জানা ও উপলব্ধি করাই হলো ইকো ট্যুরিজম। পর্যটনের এই ধারণা এসেছে পরিবেশের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ভাবনা থেকে। পর্যটনকে শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পরিবেশের ভারসাম্য বজায়ের রাখার প্রতি যত্নবান হওয়ার উপলব্ধি এই ইকো ট্যুরিজম ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভ্রমণ-পিপাসু মানুষ আজকাল যান্ত্রিক একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য ব্যাকুল। ইকো ট্যুরিজমের মূল ভাবনায় তাই কোনো এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিদ্যমান বৈচিত্র্যময় পরিবেশ, পশু-পাখির স্বাধীন চলাচল ইত্যাদি উপাদান ঠাঁই করে নিয়েছে। পর্যটন খাতে তাই ইকো ট্যুরিজমের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। ইকো ট্যুরিজমের ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে যে ট্যুর বা ভ্রমণ তা-ই ইকো ট্যুর নামে পরিচিতি পেয়েছে।

চিত্র ৭.১: পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

দলগত কাজ

নিজ এলাকার ইকো ট্যুর স্পট খুঁজি

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় ইকো ট্যুরের জন্য সম্ভাব্য স্পট বা জায়গাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো। প্রতিটি দল নিজেদের তালিকা দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও। সব দলের তালিকা থেকে একই স্পটের (একই নাম যেগুলো এসেছে তালিকায়) নামগুলো চিহ্নিত করে একটি পোস্টারে লেখো। এরপর অবশিষ্ট অন্যান্য স্পটের নামগুলোও উক্ত পোস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত তালিকা বানাও।

ইকো ট্যুরিজম বা ইকো ট্যুর চাই কেন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিজেদের টিকে থাকার প্রয়োজনেই বিশ্বব্যাপী ইকো ট্যুরের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, স্থানীয় সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ইকো ট্যুরিজম চিন্তার উদ্ভব। তাই প্রকৃতির অপার সৃষ্টিকে জানা এবং সচেতনভাবে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণে অভ্যস্ত করে তোলার একটা সুযোগ করে দেয় ইকো ট্যুরিজম। পর্যটন শিল্পের টেকসই বিকাশ ও উন্নয়ন এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে ইকো ট্যুরিজম। তাই বলা যায়, পরিবেশের যত্ন নিশ্চিত করতে ইকো ট্যুরিজম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ব্যাপক হারে ইকো ট্যুর চাই। ইকো ট্যুরে সহায়তার জন্য চাই ইকো ট্যুর গাইড। ইকো ট্যুরের আরেকটি বড় ইতিবাচক দিক হলো, যে কেউ এখান থেকে লাভবান হতে পারে। এর জন্য বড় কোনো কোম্পানি স্থাপন করার প্রয়োজন পড়ে না। একজন কৃষক বা স্থানীয় যেকোনো ব্যক্তি তার বাড়িতেই ইকো ট্যুরিজমের ব্যবস্থা করতে পারে। ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে- কোনো পর্যটক হয়তো কৃষকের বাড়িতেই থাকবে, কৃষক পরিবারে সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে, কৃষকের সঙ্গে কাজ করবে, তাদের এলাকায় ঘুড়ে বেড়াবে!

আমাদের দেশে ইকো ট্যুরের সম্ভাবনা

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবিতায় ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর সে ঘোষণা আজও সত্যি হয়ে ধরা দেয়! প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরপুর আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে তাই রয়েছে ইকো ট্যুরিজমের ব্যাপক সম্ভাবনা। ভৌগোলিক অবস্থান, ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সাজসজ্জা, পাহাড়-নদী, গাছগাছালি, হাওর-বাঁওড়-সাগর, প্রবাল দ্বীপ, বিস্তৃত সৈকত, পাহাড়ি ঝরনা-জলপ্রপাত ইত্যাদির সঙ্গে বেড়ে ওঠা হাজার বছরের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও সভ্যতা, প্রাণিকুল, জীববৈচিত্র্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি ইকো ট্যুরিজমের অনন্য উপাদান, যা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । দেশের আনাচে কানাচে প্রান্তিক পর্যায়েও রয়েছে এমন অনেক পরিবেশগত পর্যটন স্পট। এদেশের শান্ত সবুজ প্রকৃতি ও নীল জলরাশি পর্যটকদের মনেও প্রশান্তির ছোঁয়া এনে দেয়। পরিবেশের শান্তি বজায় রেখে এগুলো যদি আমরা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে ইকো ট্যুর আমাদের পর্যটন শিল্পে বিপুল অঙ্কের আর্থিক সাফল্য বয়ে আনবে। আর এসব ট্যুর ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য প্রয়োজন হবে অসংখ্য ইকো ট্যুর গাইড। আমরা যে কেউ হতে পারি এমন একজন গাইড!

চিত্র ৭.২: বাংলাদেশের একটি ইকো ট্যুর স্পট (বিছানাকান্দি, সিলেট)

দলগত কাজ

ইকো ট্যুর স্পট

আগের একই দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ট্যুর স্পটের তালিকা বানাও। প্রথমে যেকোনো একটি দলের তালিকা উপস্থাপন করো। উপস্থাপিত তালিকায় অন্যান্য দলের যেগুলো বাদ পড়েছে সেগুলোর নাম অন্তর্ভুক্ত করে পোস্টারে একটি সমন্বিত তালিকা বানাও এবং শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দাও।

ইকো ট্যুরে সুবিধা

ইকো ট্যুর প্রোগ্রামের অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ তৈরি করে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও চর্চাকে সবার কাছে পরিচিত করে তোলে। সুতরাং বলা যায়, এটি একটি এলাকার–

- পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা করে
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- শিল্প-সংস্কৃতি রক্ষায় ভূমিকা রাখে এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সুসংহত করে
- সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দায়িত্বশীল আচরণের চর্চায় অভ্যস্ত করে তোলে

ইকো ট্যুর গাইডিং কীভাবে শুরু করব

প্রথমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে আমাদের এলাকার কী কী বিশেষত্ব আছে? এই এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য কী? মূল শিল্প-সংস্কৃতি কী? মুক্তিযুদ্ধে এই এলাকার বিশেষ অবদান কী? এই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কারা? এলাকায় কী কী উৎপন্ন হয়? প্রাকৃতিকভাবে আমাদের এলাকায় কী কী দর্শনীয় স্থান আছে (নদী, পাহাড়, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, প্রাচীন বৃক্ষ, পুরাকীর্তি প্রভৃতি)? আমাদের এলাকার বিশেষ খাবার বা পণ্য কী আছে, যা খুব প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত? এসব খাবার বা পণ্যের ঐতিহ্যগত বিশেষত্ব কী? এই এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকা কেমন? এখানে প্রাচীন কোনো স্থাপনা আছে কি না, সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য বা ইতিহাস ইত্যাদি এমন অনেক তথ্য আগে জানতে হবে। ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক ভ্রমণ ডায়েরি দেখা যায়। সেখান থেকেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। যেমন: চাঁদপুরের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় রয়েছে প্রাচীন জমিদারের স্মৃতিবিজড়িত রূপসা জমিদার বাড়ি। এই এলাকার জন্য এটি হতে পারে একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। স্থানীয়ভাবে এর ইতিহাস জেনে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, নিজের জানাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এভাবে আমরা নিজ এলাকার বিশেষত্ব সংগ্রহ করে ইকো ট্যুর গাইডিং এ দক্ষ হয়ে ওঠতে পারি।

চিত্র ৭.৩: চাঁদপুরের রূপসা জমিদার বাড়ি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ইকো ট্যুর গাইডিংয়ের উদ্দেশ্য

ট্যুর গাইডিং এর মূল লক্ষ্য হলো পর্যটকদের ভ্রমণকে নিরাপদ, চিন্তামুক্ত ও আরামদায়ক করা। এ ছাড়া অন্যান্য যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলো হলো–

- সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দক্ষতার সঙ্গে ট্যুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা
- পর্যটকদের ট্যুর স্পটের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া
- যথাসময়ে ট্যুর শিডিউল পর্যটকদের সঙ্গে বিনিময় (শেয়ার) করা
- স্পট বা স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত ও ইতিহাস জানানো
- শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করা
- ভ্রমণকালে পরিবেশবান্ধব আচরণে পর্যটকদের অভ্যস্ত করে তোলা
- একটি সফল ট্যুরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

কেমন হতে পারে ইকো ট্যুর প্রোগ্রাম

ইকো ট্যুর প্রোগ্রামগুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক অথবা বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। এগুলো এক দিনেরও হতে পারে, আবার কয়েকদিন বা মাসব্যাপীও হতে পারে। পর্যটকের উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী এই প্রোগ্রাম সাজাতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ইকো ট্যুর হতে পারে:

প্রকৃতি পর্যটন: সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশ (বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদী, খাল-বিল, প্রাচীন বৃক্ষ ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ইকো ট্যুর প্রোগ্রামগুলো হয়ে থাকে। যেমন: পাহাড়ে বা জঙ্গলে হাইকিং, বিল বা হাওর পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন অঞ্চলের পাখি পর্যবেক্ষণ, নদী বা বিলে নৌ-ভ্রমণ ইত্যাদি প্রোগ্রাম ইকো ট্যুরের আওতাভুক্ত।

কৃষি পর্যটন: সাধারণত কোনো এলাকার কৃষি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা ও হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এই ধরনের ইকো ট্যুর প্রোগ্রামগুলো হয়ে থাকে। যেমন: খামার পর্যবেক্ষণ, ফল বা ফুল বাগান ভ্রমণ, কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি প্রোগ্রাম কৃষি-পর্যটনের অন্তর্গত।

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পর্যটন: এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো সাধারণত কোনো একটি এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। যেমন: বাঁধ নির্মাণ, স্কুল নির্মাণ, টিউবওয়েল স্থাপন, গাছ রোপণ, সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ এই প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত।

দলগত কাজ

নিজ এলাকার ইকো ট্যুর স্পট নির্বাচন

ইকো ট্যুর গাইডিংয়ের জন্য নিজ নিজ এলাকার সম্ভাব্য জায়গাগুলোর যে তালিকা প্রস্তুত করেছ তা নিয়ে দলে (পূর্বে তৈরিকৃত একই দলে) আলোচনার মাধ্যমে একটি স্পট নির্বাচন করো। (স্পট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইকো ট্যুরের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য বিবেচ্য দিকগুলো লক্ষ্য রেখে নির্বাচন করতে হবে।)

ট্যুর প্ল্যান তৈরি

একটি চমৎকার ট্যুর প্ল্যান ভ্রমণের পুরোটা সময় চিন্তামুক্ত ও আনন্দময় করে তোলে। এ কারণে ইকো ট্যুরের জন্য একটি কার্যকর ও সুপরিকল্পিত ট্যুর প্ল্যান তৈরি করে নিতে হবে। উক্ত প্ল্যান করার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:

- ট্যুরে সময়কাল (ট্যুর শিডিউল)
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে ভ্রমণস্থানের (ট্যুর স্পট) পূর্বানুমতি নেওয়া
- কতজন অতিথি/গেস্ট/ভিজিটর থাকবেন
- তাদের কোনো বিশেষ সাপোর্ট লাগবে কি না, লাগলে সেটি কী ধরনের
- কোন জায়গা থেকে শুরু হবে এবং কোথায় শেষ হবে
- কোন কোন জায়গা ভিজিট করব, কী কী দেখব, কী কী জানব (ট্যুরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী)
- কোথায় খাওয়াদাওয়া করব
- বিশ্রামের স্থান ও সময় কোথায় এবং কতক্ষণ হবে
- কোনো বিশেষ অ্যাক্টিভিটি আছে কি না, থাকলে সেটি কী, কোথায় এবং কখন?

দলগত কাজ

ট্যুর প্ল্যান তৈরি

দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত জায়গায় ইকো ট্যুর আয়োজন করার জন্য দলগত আলোচনার মাধ্যমে একটি ট্যুর প্ল্যান তৈরি করো।

ট্যুর শিডিউল

প্রতিটি ভ্রমণেই একটা সুনির্দিষ্ট শিডিউল থাকা প্রয়োজন। এতে ট্যুর গাইড এবং ট্যুরিস্ট দুই পক্ষেরই সুবিধা হয়। সময় অনুযায়ী সবাই যার যার মতো প্রস্তুতি নিতে পারে। এতে সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। দলের কোনো সদস্য স্পটে যেতে সমস্যা অনুভব করলে তিনি শিডিউল দেখে আগে থেকেই দল ও গাইডকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাখতে পারেন। এসব কারণে ট্যুর প্ল্যানিংয়ের সময় অবশ্যই একটি ট্যুর শিডিউলও প্রস্তুত করা প্রয়োজন। স্পটের ধরন, ট্যুরের ধরন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ট্যুর শিডিউল দেখতে একেক রকম হতে পারে। এখানে একটি ট্যুর শিডিউলের নমুনা দেওয়া হলো।

সময়	স্থান	কার্যক্রম
সকাল ৮.০০- ৯.০০	শহরের হোটেল-রূপসা জমিদার বাড়ি	যাতায়াত
সকাল ৯.০০-১১.০০	রূপসা জমিদার বাড়ি	ঘুরে দেখা
সকাল ১১.০০-১১.৩০	জমিদার বাড়ির বাইরের বাজার	জলখাবার গ্রহণ
....	....	....

দলগত কাজ

ট্যুর শিডিউল তৈরি

দলের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাদের নির্ধারিত ট্যুরের জন্য নিজেদের পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী একটি ট্যুর শিডিউল তৈরি করো।

ট্যুর প্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস নিশ্চিত করা

একটি ট্যুরে অনেক ধরনের উপকরণ (লজিস্টিকস) প্রয়োজন হয়। যেমন: যানবাহন (ট্রান্সপোর্ট), বিশ্রাম করা বা থাকার জায়গা, খাবার ও পানির ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ প্রভৃতি। কিছু উপকরণ ট্যুরের আগেই প্রয়োজন, আবার কিছু উপকরণ ট্যুর চলাকালীন প্রয়োজন। যদি এমন কোথাও ট্যুর আয়োজন করতে হয় যে তার আশেপাশে খাবার ও পানির ব্যবস্থা নেই, তাহলে পর্যাপ্ত খাবার ও পানি সঙ্গে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। ট্যুরে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা লজিস্টিকস সাপোর্ট নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যেতে পারে–

- এই ট্যুরে যেসব উপকরণ বা লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রয়োজন হবে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- কোন কোন উপকরণ ট্যুরের আগে প্রয়োজন, কোনগুলো ট্যুরের সময় সঙ্গে নিতে হবে এবং কোনগুলো স্পটে যাওয়ার পর প্রয়োজন হবে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কে/কারা এই উপকরণগুলো নিশ্চিত করবে, তা আগে থেকেই বণ্টন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।
- ট্যুর সদস্যদের নামের তালিকা এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহে রাখতে হবে।
- বিশেষ/জরুরি প্রয়োজনে সাপোর্ট/ব্যাকআপ কোথায় পাওয়া যাবে তা জানতে হবে এবং প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মোবাইল/ফোন নম্বর সংগ্রহে রাখতে হবে।

দলগত কাজ

লজিস্টিকসের প্ল্যান তৈরি

দলের নির্বাচিত জায়গায় ইকো ট্যুর আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (লজিস্টিকস) এর পরিকল্পনা তৈরি করো।

প্রয়োজনীয় উপকরণ বা লজিস্টিকসের তালিকার নমুনা

উপকরণ (লজিস্টিকস)	কে/কারা নিশ্চিত করবে	যোগাযোগ/কন্টাক্ট
ট্যুরের আগে প্রয়োজন		
ট্যুরের সময় প্রয়োজন		
ট্যুরের যাওয়ার পর প্রয়োজন		

ট্যুর প্ল্যান অনুযায়ী খরচের পরিকল্পনা

যেকোনো ইভেন্ট/প্রোগ্রামেরই কিছু না কিছু খরচ আছে। ইকো ট্যুর প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি ট্যুর প্রোগ্রামকে সফল করতে হলে অবশ্যই এর খরচ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে। যেমন: যাওয়া ও আসার পরিবহন খরচ, খাওয়া-দাওয়ার খরচ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পটে প্রবেশ টিকিটের খরচ ইত্যাদি।

দলগত কাজ

খরচের পরিকল্পনা

প্রতিটি দল নির্বাচিত জায়গায় ইকো ট্যুর আয়োজন করার জন্য একটি খরচের পরিকল্পনা তৈরি করো।

উপকরণ	দর (ইউনিট কস্ট)	পরিমাণ/সংখ্যা	খরচ

ট্যুর কনফার্মেশন

- গেস্ট/পর্যটকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্যুরের বিষয় অবগত করা
- ট্যুর প্ল্যানটি গেস্ট/পর্যটকের সঙ্গে শেয়ার করা
- গেস্ট/পর্যটকের কাছ থেকে ট্যুরের নিশ্চয়তা (কনফার্মেশন) নেওয়া
- যদি গেস্ট/পর্যটক কোনো পরিবর্তন চায়, তাহলে তা ট্যুর প্ল্যানে আপডেট করতে হবে

ইকো ট্যুর গাইডিংয়ের অনুশীলন করি

ক) প্রতিটি দল তাদের নির্বাচিত স্পটে ট্যুরের জন্য নিজেদের করা পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাসে ভূমিকাভিনয় করে দেখাও।

খ) প্রত্যেকে নিজ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে নিয়ে নিজেদের এলাকার নির্দিষ্ট একটি স্থানে বা স্পটে বেড়ানোর জন্য এক দিনের একটি ট্যুর প্রোগ্রাম আয়োজন করো এবং উক্ত প্রোগ্রামে নিজে একজন ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করো।

গ) তোমার পরিচিত/আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এলাকায় বেড়াতে এলে তাকে নিয়ে একটি ট্যুর প্ল্যান করে নিজ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্পট দেখাও।

বাংলাদেশকে ইকো ট্যুরিজমের স্বর্গরাজ্য বললেও ভুল হবে না! জীববৈচিত্র্যে ভরপুর পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন, প্রকৃতির অনবদ্য সৃষ্টি প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সৈকত– সমুদ্রকন্যা কুয়াকাটা, সবুজের চারণক্ষেত্র সিলেটের চা-বাগান, বিছানাকান্দি, রাতারগুল; পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সংস্কৃতি ও বনাঞ্চল; বান্দরবানের সাজেক ভ্যালি, নীলগিরি, চিম্বুক পাহাড়; নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ; মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি, উয়ারী-বটেশ্বর, ষাট গম্বুজ মসজিদ এসবই তো আমাদের একেকটি সম্পদ। শুধু বিখ্যাত এই পর্যটন স্থানগুলো নয়, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট জলাধার, উদ্যান, ঐতিহাসিক স্থানগুলোও ইকো ট্যুরিজমের আকর্ষণীয় ও সম্ভাবনাময় সম্পদ।

আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ এলাকার বৈচিত্র্য খুঁজে নিজেরাই দক্ষ গাইডিংয়ের মাধ্যমে সবার কাছে ইকো টুরিজমকে পরিচিত করে তুলি তাহলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।

চিত্র ৭.৪: বাংলার মেঠোপথ

পল্লি কবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাই চলো পর্যটকদের করি নিমন্ত্রণ–

তুমি যাবে ভাই– যাবে মোর সাথে, ছোট সে কাজল গায়
গলাগলি ধরি কলা বন; যেন ঘিরিয়া রয়েছে তায়
সরু পথ খানি সুতায় বাঁধিয়া
দূর পথিকেরে আনিছে টানিয়া
বনের হাওয়ায়, গাছের ছায়ায়, ভরিয়া রাখিবে তায়
বুকখানি তার ভরে দেবে বুঝি, মায়া আর মমতায়!

স্বমূল্যায়ন

বাড়ির সদস্য বা অতিথিদের নিয়ে আয়োজিত ইকো ট্যুর পরিচালনা করতে গিয়ে যেসব কাজ করেছ তার বিবরণ লেখো।

১. জায়গা নির্বাচন	(তুমি কোন কোন বিষয় লক্ষ করে ইকো ট্যুরের স্থান/স্পট/জায়গা নির্বাচন করেছ?)
২. ট্যুর প্ল্যান তৈরি	(ট্যুর প্ল্যান তৈরির ক্ষেত্রে তুমি কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেছ?)
৩. খরচের পরিকল্পনা তৈরি	(খরচের পরিকল্পনা তৈরির সময় তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ?)
৪. ইকো ট্যুর গাইডিং সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ	(ইকো ট্যুর সম্পর্কে অভিভাবকের অনুভূতি, নিজের অনুভুতি লেখো।)

শিক্ষকের মন্তব্য

স্কিল কোর্স- দুই

কেয়ার গিভিং-২

এই কোর্স শেষে

নিরাপত্তা বজায় রেখে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের সেবা (ওষুধ সেবন, পালস রেট, রেসপিরেটরি রেট, রক্তচাপ, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাপা ইত্যাদি) দিতে পারব এবং যেকোনো প্রবীণ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে মানবিক ও সহযোগিতামূলক আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।

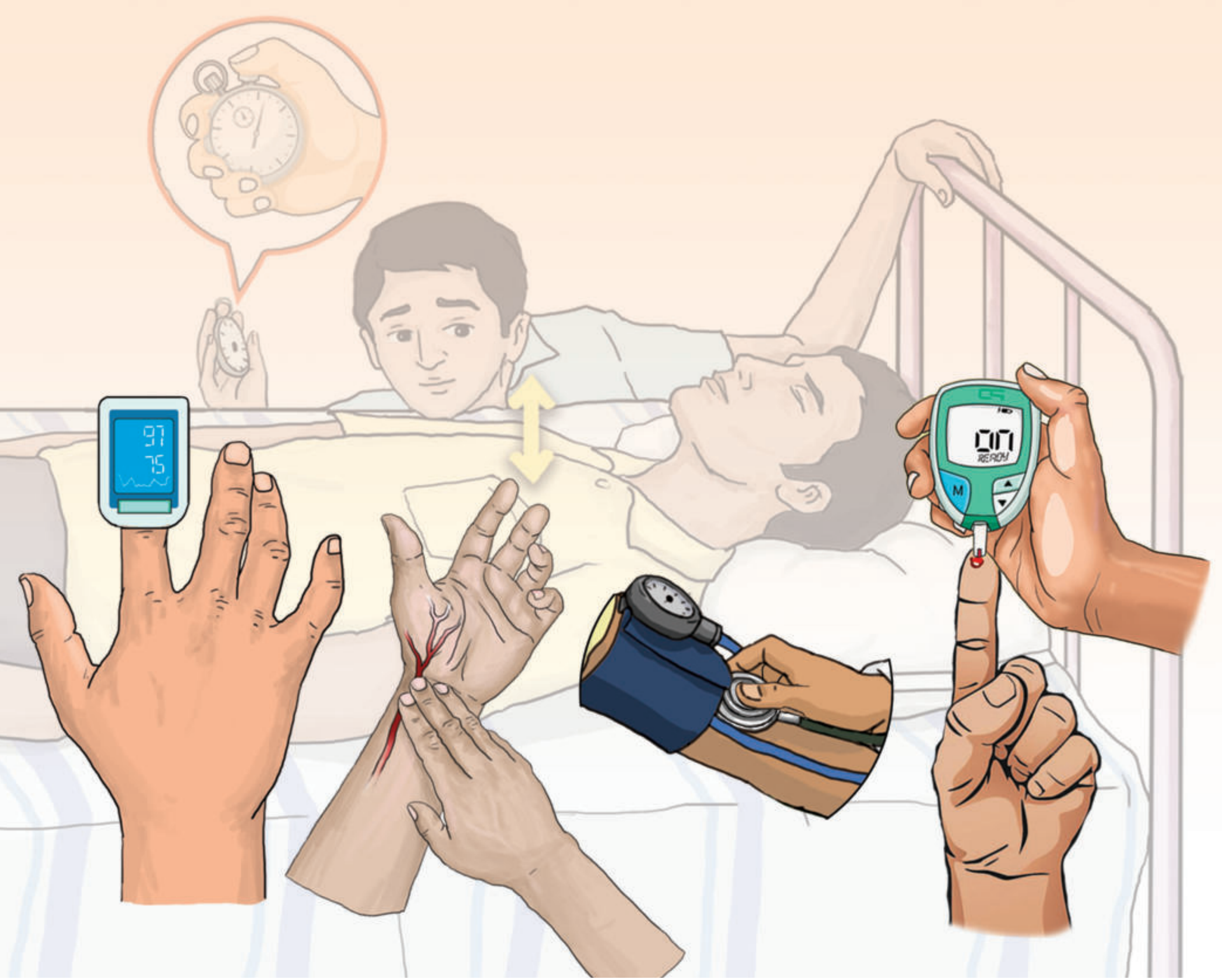

চিত্র ৮.১: খাবার টেবিলে নানিকে আসতে সাহায্য করছে আফিয়া

আফিয়া আজ খুব খুশি, কারণ একটু পরেই তার নানু আসবেন বাসায়। সারা দিন বসে গল্প করার একজন মানুষ পাওয়া যাচ্ছে- এ নিয়ে তার দাদিও বেশ উচ্ছ্বসিত। অবশেষে আফিয়ার কাঙ্ক্ষিত টিং টং (কলিং বেল) বেজে উঠল। এক দৌড়ে দরজা খুলে জাপটে ধরল নানুকে। নানুর পানখাওয়া লাল ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসি যেন!

ঘরে ঢোকার পর শুরু হলো নানুর ঝাঁপি খোলা; প্রথমেই বের হলো এক কৌটা আমের আচার- এটা আফিয়ার; এরপর এক বাটি নারকেলের চিড়া- এটা আফিয়ার বাবার; মন্টু ভাইয়ার জন্য বের হলো গোটা দশেক নাড়ু আর মায়ের জন্য আস্ত দুখানা কলার মোচা। সব দেখে মন্টু বলে বসল, 'আমার দাদির জন্য কী এনেছ?' একগাল হেসে নানু একটা মাটির হাঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার দাদির জন্য'। মন্টু ঢাকনা খুলে দেখল, এর মধ্যে দুধ চিতই পিঠা। আফিয়া বলে উঠল, আরে এই পিঠা তো দাদির খুবই প্রিয়! মুচকি হেসে চিকন সুরে বলল, 'আমারও প্রিয়!' মন্টু আবার পাকড়াও করল তার নানুকে, 'আচ্ছা নানু, তুমি সব সময় সবার প্রিয় খাবার কীভাবে মনে রাখো?' নানু মন্টুর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, 'শোন ভাই, পরিবারের জন্য ভালোবাসা থাকলে এমনি এমনি সব মনে থাকে'।

রাতে আফিয়ারা সবাই মিলে খেতে বসল। আফিয়ার মা মন্টুকে বলল, 'নানু আর দাদির খাবারটা তাদের ঘরে দিয়ে এসো।' এটা শুনে আফিয়ার বাবা বললেন, 'আম্মাদের এখানেই আসতে বলো, সবাই মিলে একসঙ্গে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খাবো'। মন্টু দুজনকেই টানতে টানতে খাবারের ঘরে নিয়ে এল। দুই বেয়ানের খুশি যেন উপচে পড়ছে! আফিয়ার বাবা লক্ষ্য করলেন তার শাশুড়ির হাঁটাচলায় বেশ কষ্ট হচ্ছে, তবু তার মুখে হাসি লেগে আছে। খেতে খেতে বললেন, 'আফিয়া তোমার তো আগামীকাল স্কুল ছুটি, তাই না? তুমি তোমার নানুকে কাল একটু হাসপাতালে চেকআপ করিয়ে এনো।'

আফিয়া পরদিন নানুকে ডাক্তার দেখাল। ডাক্তার তার নানুর নিয়মিত ব্লাড প্রেশার মাপা, ডায়াবেটিস টেস্ট করা, রুটিন অনুযায়ী ইনসুলিন নেওয়া, পরিমাণমতো খাবার খাওয়া এবং পিঠে ব্যথা কমানোর জন্য কিছু ব্যায়ামের পরামর্শ দিলেন। হাসপাতালের অভিজ্ঞ কেয়ার গিভার আফিয়াকে এগুলো সব এক এক করে শিখিয়ে দিলেন। বাড়ি এসে আফিয়া তার দাদি ও নানু দুজনকেই নিয়ম অনুযায়ী ব্যায়াম করাতে লাগল। এর পাশাপাশি অন্যান্য কাজও নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা শুরু করল।

দলগত কাজ

আফিয়াদের পরিবারে কী কী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা আমাদের সবার অনুসরণ করা উচিত?

অতিথিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো	সবার পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া
পরিবারকে ভালোবাসা	পরিবারে সবাই মিলে খাওয়া
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

একক কাজ

আমাদের পরিবারে আমরা কী কী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলি?

পরিবারে আমরা যেসব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলি:

প্রকৃতির নিয়মেই আমরা সবাই একসময় আমাদের দাদা-দাদি, নানা-নানিদের মতোই বৃদ্ধ হব। আমরা এখন যেভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করতে পারছি, তখন হয়তো আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধ অবস্থায় আমাদের পরিবারের স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি কমে যাবে না নিশ্চয়ই! তখন পরিবারের আপনজন যদি আমাদের সময় না দেয়, প্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা না করে, তাহলে কেমন লাগবে একবার ভেবে দেখি! নিজেকে তাদের জায়গায় ভাবলে বুঝতে পারবে, বৃদ্ধ বয়সে অন্যের সাহায্য কতটা জরুরি! তাই চলো, আমরা আমাদের পরিবারের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানি অথবা যেকোনো বয়স্ক আত্মীয়ের সেবা-যত্ন করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিই। আমরাই হয়ে উঠি একজন অভিজ্ঞ কেয়ার গিভার। বর্তমান বিশ্বে কেয়ারি গিভার হলো- দ্রুত চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন ধরনের পেশা। বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে, একইসঙ্গে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বয়স্ক জনসাধারণের সেবা ও যত্ন নিশ্চিত করার জন্য কেয়ার গিভারের পেশার চাহিদা সারা বিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে যেখানে অনেক পেশা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে, সেখানে কেয়ার গিভার পেশার চাহিদা আরো বাড়বে বলে মনে করা হয়। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা বয়স্ক সেবার অনেকগুলো কাজ শিখেছিলাম এই শ্রেণিতে আমরা আরও নতুন কিছু অনুশীলন করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ক) ওষুধ সেবনের নিয়মকানুন

সপ্তম শ্রেণিতে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ বা চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ সেবনে সহায়তা করার অল্প কিছু নিয়ম শিখেছিলাম। এবার আমরা আরও একটু বিস্তারিত শিখব।

চিত্র ৮.২: দাদিকে ওষুধ সেবনে সহায়তা করা হচ্ছে

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা কমতে থাকে। বাড়িতে বয়স্ক কেউ থাকলে মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা কোনো না কোনো রোগে ভুগছেন। কিছু রোগের নিরাময় কিংবা সহনশীল মাত্রায় রাখার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ওষুধ সাধারণত মুখে খাওয়ানো হয়, কিছু ওষুধ ত্বকের উপর দেওয়া হয় এবং কিছু ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো হয়। আমরা ওষুধ যে রোগের নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি তা উক্ত রোগের নিরাময়ে কাজ করলেও মাঝে মাঝে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। কারণ রক্তের প্রবাহ ওষুধকে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়। ফলে দেখা যায়, দেহের বিভিন্ন অংশেও উক্ত ওষুধ অযাচিতভাবে কাজ করতে পারে। এজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ কাউকে সেবন করানো উচিত নয়।

ওষুধ সেবন করানোর বিষয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। ওষুধ সেবনের সময় কিছু ভুলের কারণে এর সম্পূর্ণ উপকারিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এসব ভুলের কারণে পরবর্তীকালে রোগীর শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এমনকি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই চলো এবার আমরা ওষুধ খাওয়ানোর

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কিছু নিয়ম জেনে নিই-

- **হাত জীবাণুমুক্তকরণ:** ওষুধ খাওয়ার আগে রোগীর হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। তিনি নিজ হাতে খেতে অক্ষম হলে আমরা (কেয়ার গিভার) ওষুধ খাওয়ানোর আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেব।
- **সঠিক ওষুধ:** এবার চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী চিকিৎসাপত্রে (প্রেসক্রিপশনে) লিখিত ওষুধের সঙ্গে ফার্মেসি থেকে আনা ওষুধ ভালোভাবে মিলিয়ে নিতে হবে।
- **ওষুধের মেয়াদ:** ওষুধের মোড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেখতে হবে। মেয়াদ না থাকলে তা খাওয়ানো যাবে না।
- **ওষুধের ডোজ, রুট ও সময়:** ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক রুটের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে। যেমন, কিছু ওষুধ খাওয়ার আগে খেতে বলা হয়; আবার কোনটি বলা হয় খাওয়ার পরে। এই সব নির্দেশনা সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে দেওয়া থাকে। আমাদের সেসব নির্দেশনা ভালোমতো পড়ে, বুঝে অনুসরণ করতে হবে। কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ডাক্তার বা নার্সকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ডাক্তাররা সাধারণত ১+১+১ এভাবে সকাল, দুপুর ও রাত নির্দেশ করে থাকেন।

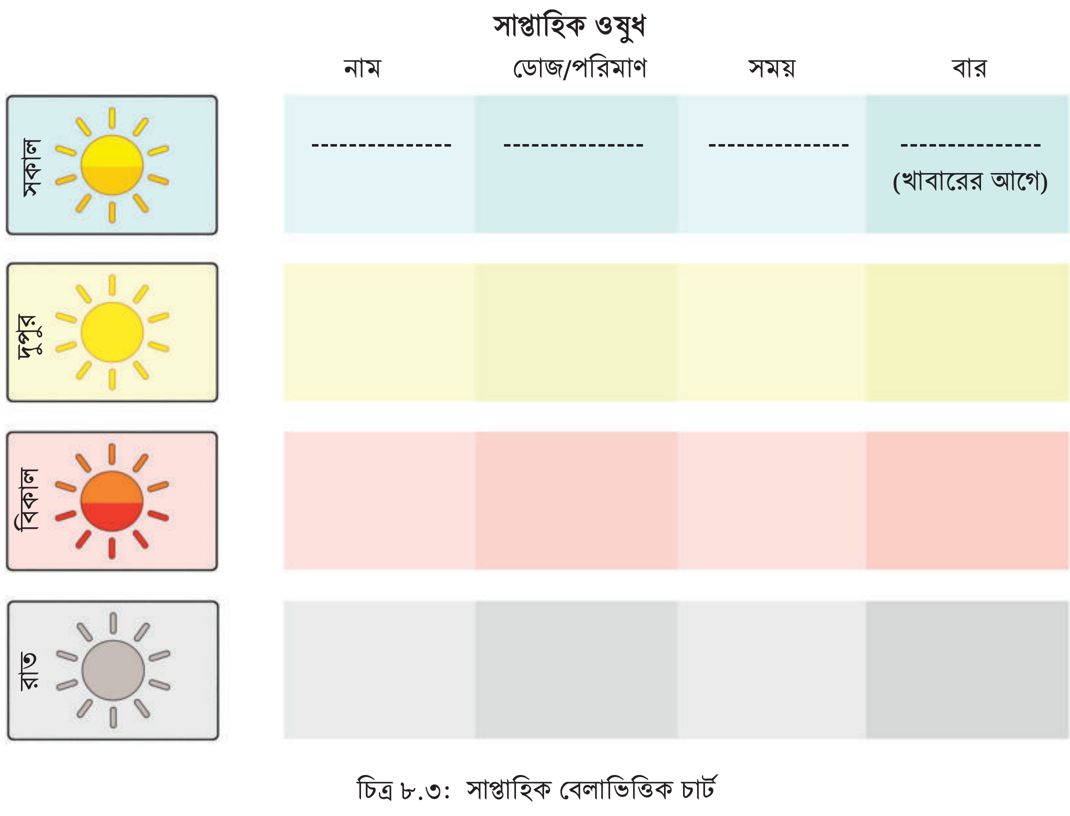

চিত্র ৮.৩: সাপ্তাহিক বেলাভিত্তিক চার্ট

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

একক কাজ

বাড়িতে কিংবা বাড়ির আশেপাশে একজন রোগীর প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করো। উক্ত প্রেসক্রিপশনে ওষুধের মাত্রা, সঠিক নিয়মে খাওয়ার নির্দেশনা, সংকেত/সিম্বল ও পরামর্শ রয়েছে, তা পড়তে পারছ কি না যাচাই করো এবং উক্ত রোগী/ব্যক্তির জন্য এক সপ্তাহের একটি বেলাভিত্তিক চার্ট তৈরি করো।

আমার কথা (কাজটি করতে তোমার গিয়ে তোমার অভিজ্ঞতা/অনুভূতি লেখো।)

পাল্‌স রেট মেপে দেখি

কেউ হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করলে বাড়িতে অনেক সময় আমরা হার্টবিট ঠিক আছে কি না, তা লক্ষ করার চেষ্টা করে থাকি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, মানবদেহের হৃৎপিন্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহাভ্যন্তরে সারাক্ষণ সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে স্পন্দিত হয়, যা পাল্‌স নামে পরিচিত। অর্থাৎ কারো পালস দেখা বলতে তার হার্টবিটের রেট অনুভব করাকে বুঝায়। একজন সুস্থ মানুষের প্রতি মিনিটে ৬০-৯০ বা ৬০-১০০ বার হার্টবিট হয়। সাধারণত পুরুষদের তুলনায় নারীদের পাল্‌স রেট বেশি থাকে। আবার বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের পাল্‌স রেট আরও বেশি হয়। মানবদেহে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে হাতের আঙুলের সাহায্যে সহজেই পাল্‌স রেট মাপা যায়। স্থানের নাম অনুযায়ী ঐ পাল্‌সের নামকরণ করা হয়। যেমন-

- **রেডিয়াল পাল্‌স:** বেজ অব থাম্ব (base of thumb) অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় এটি পাওয়া যায়।
- **টেম্পোরাল পাল্‌স:** সাইড অব ফোরহেড (side of forehead) অর্থাৎ কপালের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
- **ক্যারোটিড পাল্‌স:** সাইড অব নেক (side of neck) অর্থাৎ ঘাড়ের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
- **ব্র্যাকিয়াল পাল্‌স:** ইনার অ্যাস্পেক্ট অব এলবো (Inner aspect of elbow) অর্থাৎ, দুই কনুইয়েরই ভেতরের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।

পাল্‌স রেট পরিমাপ করব যেভাবে

উল্লিখিত স্থানগুলোর যেকোনোটিতে নির্দিষ্ট কৌশলে স্পর্শের সাহায্যে পাল্‌স রেট পরিমাপ করা যায়। তবে আমরা সাধারণত রেডিয়াল পাল্‌স রেটই বেশি পরিমাপ করে থাকি। নিচে রেডিয়াল পাল্‌স পরিমাপ করার ধারাবাহিক পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো–

- শুরুতেই রোগীকে একটি আরামদায়ক অবস্থানে রাখতে হবে।
- রেডিয়াল পাল্‌স পাওয়ার জন্য রোগীর কবজির হাড় এবং কবজির বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় টেন্ডনের মধ্যে তিনটি আঙুলের সাহায্যে আলতো চাপ ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে তর্জনী, মধ্যমা এবং তৃতীয় আঙুলের ডগা ব্যবহার করতে হবে। রেডিয়াল পাল্‌স রোগীর উভয় কবজিতে নেওয়া যেতে পারে।
- আঙুলের ডগা ব্যবহার করে এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে প্রতিটি বিট অনুভব করা যায়। খুব জোরে চাপ দিলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে পাল্‌স ঠিকমতো পাওয়া যাবে না।
- এভাবে আলতো চাপ প্রয়োগ করে ঘড়ির দিকে লক্ষ রেখে এক মিনিট পর্যন্ত নাড়ির স্পন্দন গণনা করতে হবে। এই এক মিনিটে প্রাপ্ত ফলাফলই হচ্ছে পাল্‌স রেট। প্রয়োজনে প্রাপ্ত রেট রেকর্ড রাখতে হবে।

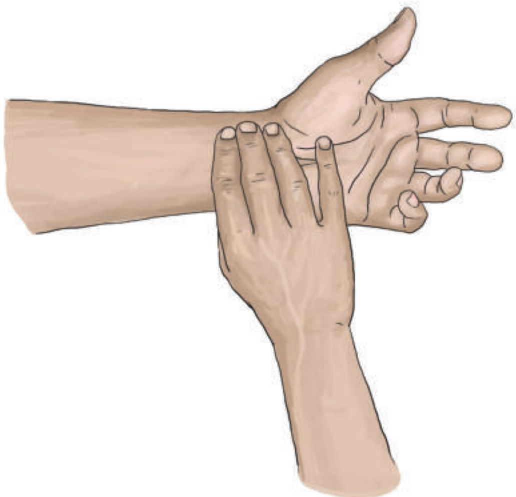

চিত্র ৮.৪: আঙ্গুল/হাত দিয়ে পাল্‌স পরিমাপ

দলগত কাজ

পাশাপাশি দুজন মিলে জোড়া তৈরি করো। এরপর একজন অন্যজনের পাল্‌স রেট পরিমাপ করো। সঙ্গে ঘড়ি না থাকলে একজন ১-৬০ পর্যন্ত গুনে এর মধ্যে পাল্‌স সংখ্যার হিসাব করো। বাড়িতে ঘড়ি দেখে অন্য সদস্যদের পাল্‌স রেট নেওয়া অনুশীলন করো।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কোভিডের সময় আমরা অনেকেই একটা বিশেষ যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম; সেটি হলো অক্সিমিটার। পাল্‌স অক্সিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই পাল্‌স রেটের পাশাপাশি অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপা যায়। রক্তে অক্সিজেনের শতকরা মাত্রাকেই মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় অক্সিজেন স্যাচুরেশন।

একজন সুস্থ ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা থাকা উচিত ৯৫ থেকে ১০০ শতাংশ। অক্সিজেন ৯০ শতাংশের নিচে নেমে গেলেই সমস্যা শুরু হয়। মাত্রা বেশি কমে গেলে রোগীকে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে হয়। পাল্‌স অক্সিমিটারের সাহায্যে পাল্‌স ও অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার জন্য রোগীর আঙ্গুলে চিত্রের মতো ডিজিটাল মেশিনটিতে লাগিয়ে দিতে হয়। তারপর সুইচ টিপে সেটি চালু করলে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসপ্লেতে পাল্‌স রেট ও অক্সিজেনের মাত্রা চলে আসে।

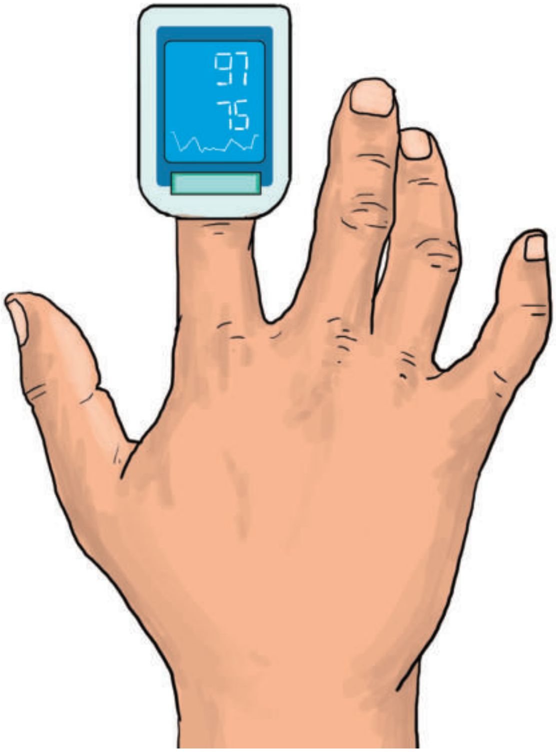

চিত্র ৮.৫: অক্সিমিটারের সাহায্যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন পরিমাপ

রেসপিরেটরি রেট (Respiratory Rate) বা শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়

ডাক্তাররা সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় প্রায়ই রোগীর রেসপিরেটরি রেট লক্ষ্য রাখতে বলে থাকেন। এটি পরিমাপ করা তেমন কঠিন কিছু নয়। আমরা ফুসফুসে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য শ্বসনযন্ত্রের মাধ্যমে বাতাস নিই, এটিকে নিশ্বাস বা শ্বাস বলে আবার যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত বাতাস বের করে দিই, সেটিকে বলে প্রশ্বাস। এই শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর বুক প্রতি মিনিটে কতবার ওঠা-নামা করে তা পরিমাপ করাই হলো তার শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির বিশ্রামরত অবস্থায় স্বাভাবিক রেসপিরেটরি রেট হলো মিনিটে ১২ থেকে ২০টি। তবে বয়সভেদে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বিভিন্ন হয়। যেমন: নবজাতকের প্রতি মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার সাধারণত ৩০-৬০ বার। যদি স্বাভাবিকের চেয়ে এই হার কম বা বেশি হয়, তবে সেই ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক সমস্যা আছে বলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট পরিমাপের পদ্ধতি

- বিশ্রামরত অবস্থায় চেয়ারে বা বিছানায় আরামদায়কভাবে বসিয়ে বা শুইয়ে নিলে ভালো হয়।
- রেসপিরেটরি রেট পরিমাপের সময় রোগীকে বলা যাবে না যে, তার রেসপিরেটরি রেট পরিমাপ করা হচ্ছে।
- বুক বা পেটের লেভেলে চোখ রেখে এক মিনিটের ব্যবধানে বুক বা পেট যে পরিমাণ ওঠা-নামা করে, তার সংখ্যা গণনা করে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার পরিমাপ করে নিতে হবে।
- এরপর তা রেকর্ড শিটে নোট করতে হবে।

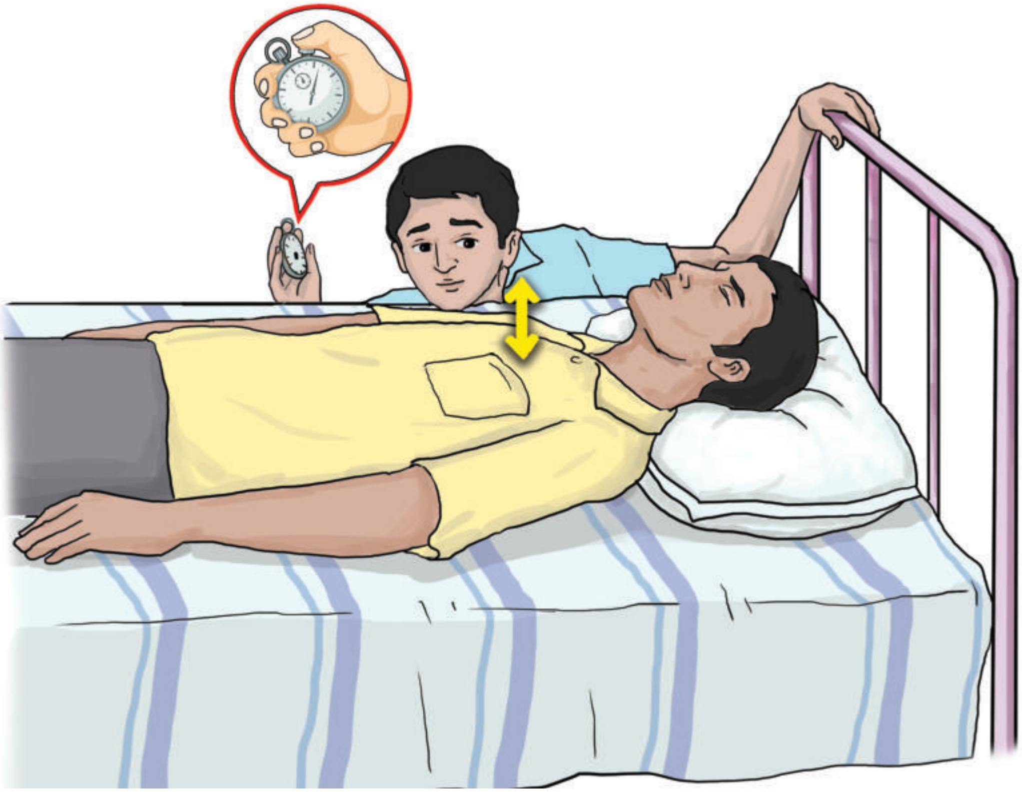

চিত্র ৮.৬: রেসপিরেটরি রেট পরিমাপ

রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার পরিমাপ করি

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে সমগ্র শরীরে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনির ভেতরের দেয়ালে যে পার্শ্বচাপ বা প্রেশার উৎপন্ন করে, তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার নামে পরিচিত। রক্তচাপ হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা, রক্তের ঘনত্ব ও পরিমাপের উপর নির্ভর করে। হৃৎপিণ্ড যখন সংকুচিত (systolic phase) হয় তখন রক্তনালীতে চাপ বেশি থাকে, এটা হলো সিস্টোলিক প্রেশার (systolic pressure)। আবার হৃৎপিণ্ড যখন প্রসারিত (diastolic phase) হয় তখন রক্তনালীতে চাপ কম থাকে, এটা হলো ডায়াস্টোলিক প্রেশার (diastolic pressure) ।

সিস্টোলিক চাপ ওপরে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ নিচে লিখে রক্তচাপ প্রকাশ করা হয়। যেমন, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের আদর্শ রক্তচাপ হলো ১২০/৮০ মি.মি. পারদ চাপ (mm/Hg); এর অর্থ হলো সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ মি.মি. পারদ চাপ। তবে এই পরিসীমা বয়স এবং রোগীভেদে সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে ৯০-১৪০ এবং ডায়াস্টোলিকের ক্ষেত্রে ৬০-৯০ও হতে পারে। সব সময় মনে রাখবে, কারও রক্তচাপে এই মাপের বেশি বা কম হলে বাড়ির বড়দেরকে অথবা ডাক্তারকে জানাতে হবে।

রক্তচাপ পরিমাপ করার যন্ত্রপাতির সাথে পরিচয়

সাধারণত যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদের নিয়মিতই তা পরিমাপ করতে হয়। তবে যদি কেউ মাথার পেছনে ও ঘাড়ের দিকে ব্যথা অনুভব করে, কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকে। রক্তচাপ মাপার জন্য স্ফিগমোমেনোমিটার নামের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্ফিগমোমেনোমিটার সাধারণত তিন প্রকারের হতে পারে–

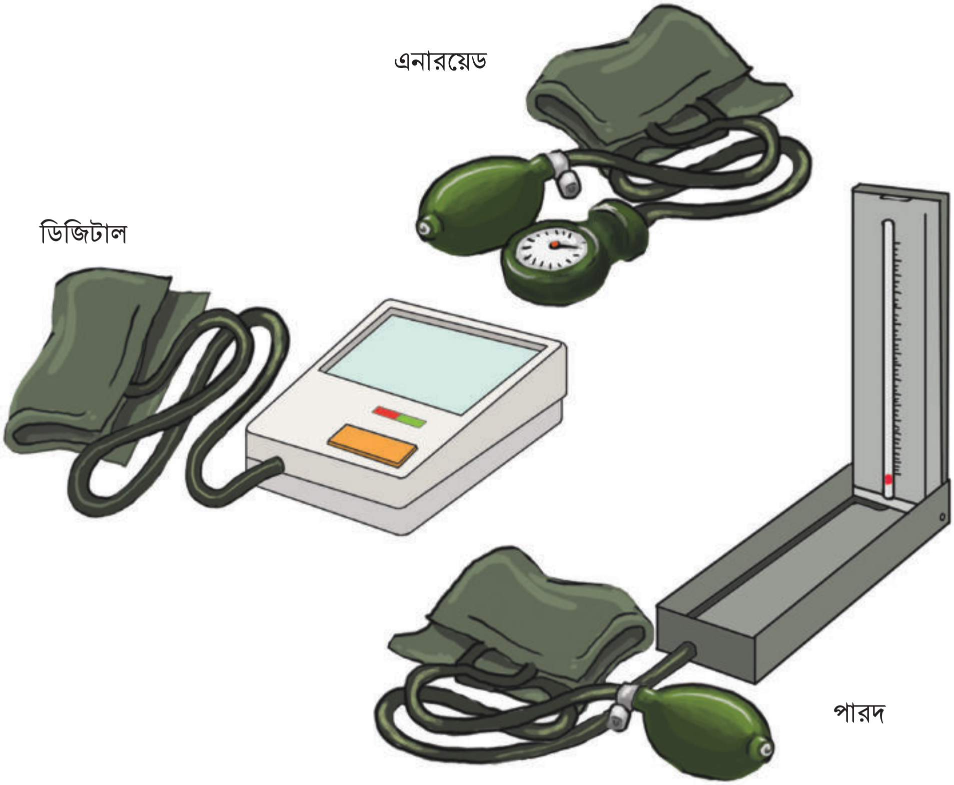

চিত্র ৮.৭: বিভিন্ন ধরনের স্ফিগমোমেনোমিটার

ক. এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটার

খ. পারদ স্ফিগমোমেনোমিটার ও

গ. ডিজিটাল স্ফিগমোমেনোমিটার।

এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের সাহায্যে রক্তচাপ পরিমাপের জন্য স্টেথিস্কোপ নামের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এর সহায়তায় শব্দের মাধ্যমে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ নির্ধারণ করা হয়। পারদ স্ফিগমোমেনোমিটারে ফলাফলটি প্রদর্শিত হয় একটি পারদ মিটারে। ডিজিটাল স্ফিগমোমেনোমিটার সরাসরি রক্তচাপ পরিমাপ করে একটি ডিজিটাল স্ক্রিনে ফলাফল প্রদর্শন করে। তবে আমাদের দেশে এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। রক্তচাপ পরিমাপ করার জন্য আমরা এখন একটি এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচিত হব।

বিপি বা ব্লাড প্রেশার কাফ (BP Cuff or Blood Pressure Cuff): রোগীর হাতে পেঁচিয়ে দেওয়া হয় যা ধমনিকে আটকানোর উদ্দেশ্যে হাতকে সংকুচিত করতে ব্যবহৃত হয়। বয়স্ক ও শিশুদের জন্য পৃথক বিপি কাফ ব্যবহার করতে হতে পারে।

চিত্র ৮.৮: এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বিভিন্ন অংশ

এয়ার রিলিজ বাল্ব (air release bulb): এয়ার রিলিজ বাল্ব ঘুরিয়ে বিপি কাফের ভেতরে বাতাসের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ইনফ্লেশন বাল্ব (inflation bulb): এয়ার রিলিজ বাল্ব বন্ধ রেখে ইনফ্লেশন বাল্ব হাত দিয়ে চেপে চেপে বিপি কাফের ভিতরে প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প করে বাতাস প্রবেশ করানো হয়।

এনারয়েড ম্যানোমিটার (anaroid manometer): এটি একটি চাপ পরিমাপক যন্ত্র যেটি মি.মি. পারদ চাপ এককে রক্তচাপ পরিমাপ করে।

টিউব কানেক্টর (tube connector): টিউব কানেকটরের সাহায্যে এনারয়েড ম্যানোমিটার ও ইনফ্লেশন বাল্ব বিপি কাফের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এর মাধ্যমে বাতাস ভেতরে প্রবেশ করে ও বাহিরে যায়, আবার চাপের কারণে ম্যানোমিটারের কাটা ওঠা-নামা করানো যায়।

এবার আমরা স্টেথোস্কোপ সম্পর্কে জেনে নিই–

স্টেথোস্কোপ (stethoscope): স্টেথোস্কোপ হলো মানুষ অথবা প্রাণিদেহের হৃৎস্পন্দন কিংবা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনার জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। এটি প্রধানত হৃৎস্পন্দন এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে ব্যবহার করা হয়। তবে এটি অন্ত্র, ধমনি এবং শিরার রক্ত বয়ে চলার শব্দ শোনার জন্যও ব্যবহৃত হয়। রক্তচাপ পরিমাপ শিখতে হলে স্টেথিস্কোপের বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও আমাদের একটু পরিচিত হওয়া দরকার–

চিত্র ৮.৯: স্টেথোস্কোপের বিভিন্ন অংশ

ইয়ারপিস (earpiece): এই অংশটি কানের মধ্যে প্রবেশ করানোর পর ডায়াফ্রাম চালু থাকলে শরীরের অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনা যায়।

টিউবিং (tubing): এটি একটি নমনীয় রাবার টিউব যেট ডায়াফ্রাম দ্বারা গৃহীত শব্দ ইয়ারপিসের মাধ্যমে আমাদের কানে/শ্রবণযন্ত্রে পৌঁছে দেয়।

বেল (bell): বেল ঘণ্টা ডায়াফ্রামের উল্টো পাশে লাগানো থাকে এবং এটি মৃদু ও অমসৃণ শব্দ শুনতে সাহায্য করে। এটিকে ঘুরিয়ে ডায়াফ্রামের মুখ খোলা বন্ধ করা যায়।

ডায়াফ্রাম (diaphragm): ডায়াফ্রাম মধ্যচ্ছদা স্টেথোস্কোপের এমন একটি সমতল অংশ, যেটি রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করাতে হয়। এটিই মূলত শব্দ গ্রহণ করে টিউবের মাধ্যমে আমাদের কানে পৌঁছে দেয়।

রক্তচাপ পরিমাপের পদ্ধতি

সাধারণত বাহুতে রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়। তবে কোনো ব্যক্তির দুটি হাত না থাকলে বা দুই হাতে কোনো সমস্যা থাকলে পায়ের হাটুর ওপরে রক্তচাপ পরিমাপ করা যায়।

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে রক্তচাপ মাপার অনুশীলন করি

১

ভালোভাবে হাত ধুয়ে নাও।

২

স্টেথোস্কোপের এয়ার পিচ ও ডায়াফ্রাম জীবাণুমুক্ত করে নাও।

৩

ব্লাড প্রেশার মনিটর ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করো।

৪

রোগীকে বসিয়ে অথবা শুইয়ে নাও।

৫

রক্তচাপ মাপার জন্য চাপবিহীন অবস্থায় রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ-এর নিচের প্রান্ত কনুইয়ের সামনের ভাঁজের ২.৫ সে. মি. উপরে ভালোভাবে আটকাও।

৬

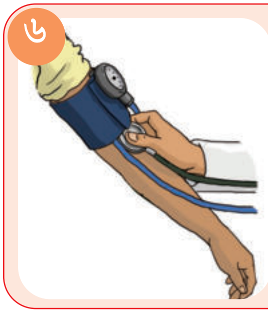

কনুইয়ের সামনে হাত দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনির অবস্থান স্থির করে তার ওপর স্টেথো স্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে নাও।

৭

ডায়াফ্রাম এমনভাবে চাপ দাও যেন ডায়াফ্রাম এবং ত্বকের মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকে।

৮

চাপ মাপার সময় স্টেথোস্কোপের কাপড় কিংবা কাফের ওপরে হাত না রেখে পরবর্তী কাজ করো।

৯

রক্ত চাপমান যন্ত্রের ঘড়ি বা মনিটর হৃৎপিন্ডের একই তলে অবস্থান করে নাও।

১০

এরপর রেডিয়াল ধমনি অনুভব করে ধীরে ধীরে চাপমান যন্ত্রের চাপ বাড়াতে হবে।

১১

রেডিয়াল পালস বন্ধ হওয়ার পর চাপ ৩০ মি. মি. ওপরে নাও।

১২

তারপর আস্তে আস্তে চাপ কমাও। প্রতি বিটে সাধারণত ২ মি. মি. চাপ কমানো যেতে পারে।

১৩

এবার চাপ কমানোর সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনিতে সৃষ্ট শব্দ মনোযোগের সঙ্গে শোনো। চাপ কমতে শুরু করলে রক্ত চলাচলের ফলে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়। একে করটকফ শব্দ (Korotkoff sound) বলা হয়। করটকফ শব্দ ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়।

১৪

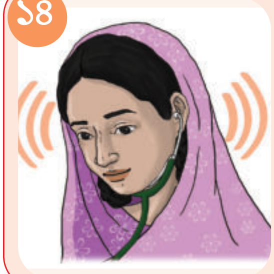

প্রথমে এক ধরনের তীক্ষ্ণ শব্দ পাওয়া যায়, এটাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট করো। যখন শব্দ শুরু হবে সে সময় মনিটরের রিডিং লক্ষ করো এবং মনে রাখো।

১৫

করটকফ শব্দের তীক্ষ্ণতা ধীরে ধীরে কমে একপর্যায়ে করটকফ শব্দ থেমে যায়। এই শব্দ বন্ধ হওয়ার আগে যে শব্দ শোনা যায়, সেটি ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট করো। শব্দ থেমে যাবার আগ মুহূর্তের মনিটরের রিডিং লক্ষ করো এবং তা মনে রাখো।

১৬

বিপি মেশিন খুলে ফেলে পরিমাপ করা ব্লাড প্রেশার রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করো।

১৭

কাজ শেষে বিপি যন্ত্রপাতি নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখো।

রক্তের গ্লুকোজ বা শর্করা পরিমাপ করা

আমরা জানি, শর্করা মানবদেহের শক্তির মূল জোগানদাতা। আমরা যখন শর্করাজাতীয় খাবার খাই, সেটি গ্লুকোজ বা জটিল শর্করা হিসেবে শরীরে জমা হয়। শরীরের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য খাবারের জটিল শর্করা ভেঙে শরীরের ব্যবহার উপযোগী সরল শর্করা তৈরি হয়, যে কাজটি করে থাকে ইনসুলিন নামের হরমোন। সাধারণত খাওয়ার আগে প্রতি লিটার রক্তে ৪.২-৭.২ মিলিমোল এবং খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ১০ মিলিমোলের নিচে গ্লুকোজের মাত্রা থাকলে তাকে স্বাভাবিক বলা হয়ে থাকে। এর বেশি হলে কোনো ব্যক্তির ডায়াবেটিস আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে বয়স, অন্যান্য অসুখ, ডায়াবেটিসজনিত বিভিন্ন জটিলতা, গর্ভাবস্থা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

যেকোনো বয়সের মানুষের জন্যই নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত এক দিন অবশ্যই রক্তের গ্লুকোজ মেপে দেখা উচিত। তবে ডায়াবেটিক বা বহুমূত্র রোগীর জন্য ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রক্তের এই পরীক্ষা দিনের বিভিন্ন সময়ে করতে হতে পারে যেমন: সকালে খালি পেটে, নাশতার দুই ঘণ্টা পরে, দুপুরে খাওয়ার আগে ও পরে, রাতে খাওয়ার আগে ও পরে প্রভৃতি। গ্লুকোমিটার নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে এক ফোঁটা রক্ত ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবেই রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা যায়। আমরা এখন গ্লুকোমিটারের সাহায্যে রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করা অনুশীলন করব।

আমরা প্রথমে যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিই–

গ্লুকোজ মিটার

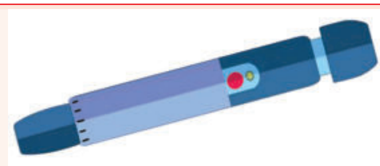
ল্যানসেট ডিভাইস

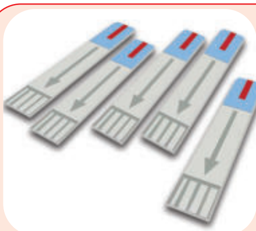
টেস্ট স্ট্রিপ

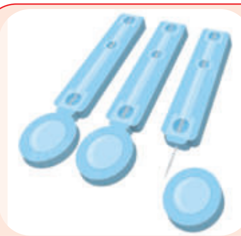
ল্যানসেট নিডল

ড্রাই সোয়াব (অ্যালকোহল সোয়াব)

শার্প বক্স

আমরা এখন বর্ণিত ধাপগুলো অনুযায়ী গ্লুকোমিটার ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লাড গ্লুকোজ পরিমাপের কাজটি অনুশীলন করব।

১

গ্লুকোজ মিটারের ডিসপ্লে প্যানেলে যে কোড আসবে তার সঙ্গে টেস্ট স্ট্রিপের বোতলের কোড নম্বর মিলিয়ে নাও।

২

বাক্সে টেস্ট স্ট্রিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটি পরীক্ষা করে নাও।

৩

হাত ধুয়ে ভালো করে শুকিয়ে নাও।

৪

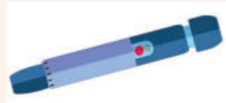

এবারে ল্যানসেট ডিভাইসের ঢাকনা খুলে নাও এবং একটি নতুন ল্যানসেট (নিডল) বেছে নাও।

৫

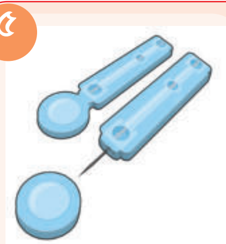

ল্যানসেট (নিডল) এর গোলাকার অংশ আলতো করে ঘুরিয়ে কভারটি সরিয়ে ফেলো।

৬

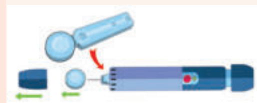

সুঁচটি ল্যানসেট ডিভাইসে লোড করে ক্যাপটি খুলে নাও।

৭

সাবধানতার সঙ্গে ল্যানসেট কভারটি প্রতিস্থাপন করো।

৮

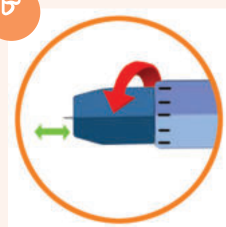

ত্বকের পুরুত্ব অনুসারে সুঁচের গভীরতার সামঞ্জস্য নির্ধারণ করো।

৯

লিভারটি টেনে এবং ল্যানসেট ডিভাইসটিকে প্রাইম হিসেবে ছেড়ে দাও।

১০

ফয়েল থেকে পরীক্ষার স্ট্রিপটি সরিয়ে গ্লুকোজ মিটার পরীক্ষার স্ট্রিপ স্লটে প্রবেশ করাও।

১১

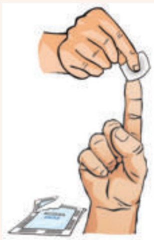

শুকনো সোয়াব দিয়ে আঙুলের মাথা পরিষ্কার করে নাও।

১২

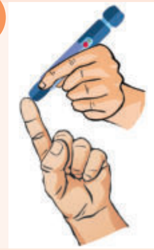

ল্যানসেট ডিভাইসটি আঙুলের পাশে সমতল করে এবং আলতোভাবে প্রেস করো।

১৩

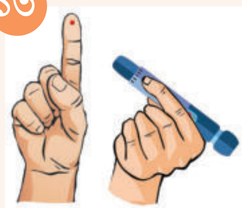

ল্যানসেট ডিভাইস দিয়ে আঙুলে প্রিক করে দ্রুত বের করে নাও।

১৪

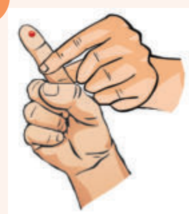

পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পেতে আঙুলের দিকে ম্যাসেজ করো।

১৫

পরীক্ষার স্ট্রিপের ডগায় এক ফোঁটা রক্ত রাখো।

১৬

আঙুলের যে স্থানে খোঁচা দেওয়া হয়েছে সেখানে শুকনো সোয়াব প্রয়োগ করো।

১৭

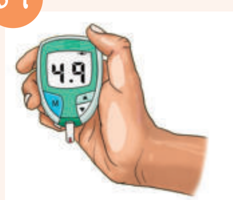

গ্লুকোমিটারের রিডিংয়ের জন্য অপেক্ষা করো।

১৮

ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত ভ্যালুটি গ্লুকোজ রেজাল্ট হিসেবে রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করো।

১৯

সঠিকভাবে এবং নিরাপদে ব্যবহৃত সব আইটেম সরিয়ে ফেলো।

২০

ল্যানসেট ডিভাইস কভারটি সাবধানে সরিয়ে এবং রিক্যাপ করে একটি শক্ত ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ফেলে দাও।

মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য বাড়িতে কোনো বয়স্ক বা প্রবীণ ব্যক্তি থাকলে তার সেবার জন্য আমাদেরকে শরীরের তাপমাত্রা, ওজন, পালস রেট, রেসপিরেটরি রেট, রক্তচাপ, গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাপ ইত্যাদি প্রায় সববিষয়ই ভালোভাবে শিখে রাখতে হবে বা অনুশীলনের মাধ্যমে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। আমরা দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা 'দক্ষতা উন্নয়নের জানালা'য় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের কোর্স সম্পর্কে খানিকটা জেনেছিলাম। মজার বিষয় হলো, আমাদের এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) এর নবম ও দশম শ্রেণির জন্য বর্তমানে 'পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ১' ও 'পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ২' নামে একটি বিশেষ কোর্স প্রচলিত রয়েছে। উপরের অনেক তথ্যই আমরা সেখান থেকে নিয়েছি। সুতরাং কেয়ার গিভিং সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য কিংবা একজন ভালো কেয়ার গিভার হওয়ার জন্য উক্ত কোর্সের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক থেকেও আমরা সহায়তা নিতে পারব।

একক কাজ

আগামী এক সপ্তাহ তোমাদের বাড়িতে আছেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির (দাদা/দাদী, নানা/নানী, আত্মীয়, গৃহকর্মী, দাড়োয়ান) নিয়মিত যত্ন নাও। যদি সেরকম কেউ না থাকেন তাহলে তোমাদের বিদ্যালয়ের কারো অথবা প্রতিবেশি বা নিকট কোনো আত্মীয় যিনি তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকেন তার অথবা নিজের বাবা-মায়ের নিয়মিত যত্ন নাও। তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য কী কী কাজ করছো তা একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করো। (নিচের ছকটির মতো একটি ছক নিজেদের জীবন ও জীবিকা খাতায় বানিয়ে নাও এবং সেখানে নিয়মিত তথ্যগুলো লিখে রাখো। বিদ্যালয়ে রক্তচাপ পরিমাপ যন্ত্র থাকলে তা দিয়ে নিজেদের শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের কোনো বয়স্ক ব্যক্তির রক্তচাপ পরিমাপ করে তথ্য জমা করা যেতে পারে।)

তারিখ	যাকে সেবা দিয়েছি	কী ধরনের সেবা প্রদান করেছি	সংরক্ষিত তথ্য	তাঁকে দেওয়া পরামর্শ
---/---/---	মা	পালস রেট ওষুধ সেবন	৬২ বার দুই বেলা	সময়মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া

পরিবারে শিশু সদস্যদের জন্য আমরা যা করব

আমাদের পরিবারের শিশু সদস্যদের হাসিমাখা মুখ আমাদের ঘরে ফেরার আকর্ষণ। তারা সবার আদর ও ভালোবাসায় বেড়ে উঠে। তাদের উচ্ছলতা, দুষ্টুমি ও খেলাধুলা পরিবারে আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করে। এই শিশুটিকে ভালো রাখার দায়িত্ব শুধু বাবা-মায়ের একার নয়; আমরা যারা তাদের চেয়ে বয়সে একটু বড়, তাদের সবারই কিছু কিছু দায়িত্ব রয়েছে, যা পালন করা খুব জরুরি।

দলগত কাজ

দলের জন্য নির্বাচিত কেস ভালোভাবে পড়ে ঘটনাটি বুঝে নাও। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তুমি কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে, তা দলের সবাই মিলে আলোচনা করো। আলোচনার ভিত্তিতে ছোট একটি অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট বানাও এবং ক্লাসে তা অভিনয় করে দেখাও।

কেস ১

তুমি খুব মনযোগ দিয়ে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির কাজ করছ। হঠাৎ তোমার ছোট বোন তুবা এসে তোমার পেন্সিল আর স্কেলটা নিয়ে দৌড়ে পালাল। কী করবে এখন?

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট

কেস ২

তোমার ছোট ভাই রূপক বড়ুয়া একটা ছবি এঁকে বড় দিদিকে দেখাতে নিয়ে গেল। দিদির পরীক্ষা চলছে, তাই সে খুব ব্যস্ত। রূপক বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মন খারাপ করে চলে এলো। ছবিটা বাবাকে দেখাতে গেল; কিন্তু বাবা তখন বাজারে যাচ্ছিলেন, তাই বললেন, ‘পরে দেখব’। এতে রূপকের মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। কাঁদো কাঁদো চেহারায় সে বসে আছে। ঐ মুহূর্তে তোমার করণীয় কী?

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট

কেস ৩

তুমি গোসল করতে গিয়েছ, এমন সময় দেখতে পেলে তোমার ছোট ভাইটি বাবার রেজার নিয়ে গালে ঘষার চেষ্টা করছে। তাকে কীভাবে এ ধরনের কাজ থেকে সবসময় বিরত রাখবে?

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কেস ৪
তোমার মা-বাবা দুজনেই চাকরির কারণে অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে থাকেন। বাড়িতে ফিরলেও ঘরের কাজের ব্যস্ততায় তোমার ছোট বোনকে খুব একটা সময় দিতে পারেন না। আশে-পাশের বাড়িতেও ওর বয়সী কেউ না থাকায় বেচারা খেলার কোনো সুযোগই পায় না। তাই সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে বসে থাকে। তোমার বোনের মোবাইল আসক্তি কমানোর জন্য তুমি কী করতে পারো?

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট

কেস ৫
তোমার ছোট বোন পাশের বাড়ির বাচ্চাদের সাথে কয়েন, পুঁতি, মার্বেল ইত্যাদি নিয়ে খেলছে। হঠাৎ দেখতে পেলে বাচ্চাদের মধ্যে একজন একটা কয়েন মুখে পুরে দিয়েছে। ঐ মুহূর্তে তোমার করণীয় কী?

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট

কেস ৬
তোমাদের বাড়িতে মেহমান এসেছে। তোমার ছোট ভাইটি কিছুতেই তাদের সামনে আসতে চাইছে না। তোমার মায়ের পিছনে লুকিয়ে থাকতে চায়। মেহমান বাড়িতে এলে কী করতে হয় তা ভাইকে কীভাবে শেখাবে ?

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট

আমরা এখন পরিবারের ছোট ছোট অনেক দায়িত্ব নিতে শিখেছি। আমাদের পরিবারে যদি ছোট কোনো ভাই-বোন বা আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে। তাদের কিছু কিছু যত্ন আমাদের করা উচিত। বাড়ির ছোট শিশুদের যত্নে আমাদের যা করণীয়-

কাজের প্রশংসা করা: বাড়ির ছোটরা যখন কোনো ভালো কাজ করবে তখন তার কাজের জন্য আমরা প্রশংসা করব, তাতে সে আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা অনুভব করবে।

হাসিমুখে ভুল শুধরে দেওয়া: ছোটদের ভুলের জন্য শাস্তি বা তিরস্কার না করে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলব যাতে কাজটি করায় কী ক্ষতি হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে। ছোটদের সাথে একবারেই ধমক দিয়ে কথা বলব না, চেঁচামেচিও করব না। ধমক দেওয়া হলে অনেক সময় বাচ্চাদের জিদ চেপে যায় এবং তা পুনরায় করতে থাকে। তাদের সাথে কখনও উত্তেজিত হয়ে কথা বলব না; তাদের সামনে অন্যদের সাথে কোনও বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি করব না। এরকম কোনও পরিস্থিতিতে পড়লে তাদেরকে আড়ালে সরিয়ে নিতে হবে, যাতে তারা

তা দেখতে বা শুনতে না পায়। তারা কারো সাথে ঝগড়া করলে তার সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, শান্ত রাখার ব্যবস্থা করব; এতে তারা সহনশীল হতে শিখবে।

চিত্র ৮.১০: ধারালো জিনিস নিয়ে খেলার সময় শিশুদের সতর্ক করা

সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা: ছোটরা বিপদজ্জনক জিনিস যেমন আগুন, ছুরি-কাচি, বৈদ্যুতিক তার, সুইচ ইত্যাদি নিয়ে খেলা করছে কিনা, গিলে ফেলতে পারে এমন শক্ত কিছু (তেঁতুল, বরই, খেজুরের বিচি, কয়েন, মার্বেল, পুঁতি, কড়ি ইত্যাদি) মুখে নিচ্ছে কি না কিংবা আঘাত পেতে পারে এমন কিছু নিয়ে খেলছে কি না, সবসময় তা লক্ষ্য রাখব। এগুলো নিয়ে খেলা করলে কী ধরনের বিপদ হতে পারে তা বুঝিয়ে বলব, নিজেকে নিরাপদ রাখার কৌশল ভালোভাবে শিখয়ে দেব।

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা: পরিবারে ছোটদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, খাবারের আগে ও পরে হাত ধোয়া, খাবার গ্রহণের আদবকায়দা অনুসরণ করা, নখ কাটা, বাথরুম ও টয়লেট পরিচ্ছন্নভাবে ব্যবহার করা, সময়মতো ঘুমানো, নিজের ছোট ছোট কাজগুলো নিজেই যেন করতে পারে সেজন্য তা শিখিয়ে দেওয়া ও মনে করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি দায়িত্ব আমাদের সবার পালন করা জরুরি।

খেলাধুলা ও বিনোদনে সঙ্গী হওয়া: আমাদের ছোট ভাই-বোনেরা যেন একাকীত্ব অনুভব না করে সেজন্য আমাদের ব্যস্ততা বা কাজের ফাঁকে তাদের একটু সময় দেব। যেমন-তাদের সাথে গল্প করা, তাদের পছন্দের খেলনা দিয়ে তাদের সাথে খেলা করা, পছন্দের কমিকস পড়া, গল্পের বই পড়ে শোনানো, বাইরে প্রকৃতিতে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজগুলো করার চেষ্টা করব।

সামাজিক রীতিনীতিতে অভ্যস্থ করে তোলা: শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তারা আমাদের আচরণ দেখে নিজেরাই শিখে নেবে। এজন্যে তাদের সঙ্গে সবসময় সত্য কথা বলা, হাসিমুখে কথা বলা, কোনো ভুল করলে দুঃখিত বলা এবং তাদের যেকোনো ভালো কাজের জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত। এতে তারাও এই আচরণগুলো নিয়মিত চর্চা করবে।

একক কাজ

আমরা আমাদের পরিবারের ছোট সদস্যদের জন্য কী কী কাজ করি তার একটা তালিকা বানাই। এবার তা উপরের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখি। যেগুলো আমরা করি, সেগুলোতে টিক(√) চিহ্ন দিই এবং যেগুলো করি না, সেগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখি কেন আমরা তা করিনা, কিংবা করলে কী কী সুবিধা হতো, না করায় কী কী সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা খুঁজে বের করি। এরপর আমরা এখন থেকে আমাদের ছোট ভাইবোন বা ছোট শিশুদের সাথে কী ধরনের আচরণ করব, তা নির্ধারণ করে বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন শুরু করি।

পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের জন্য আমরা যা করব

প্রতিটি মানুষের সক্ষমতা ও চাহিদার ভিন্নতা রয়েছে। সেরকম ভিন্নতার মধ্যে একটি হলো- মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধিতা। মানুষের এই প্রতিবন্ধিতা আমাদের বৈচিত্র্যেরই অংশ। প্রতিবন্ধিতা মানেই তার সক্ষমতা নেই, তা কিন্তু নয়। এদের মধ্যেও মেধাবী ও অতিমেধাবী মানুষ রয়েছে। আমাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী কেউ থাকতে পারে। বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য।

দৃশ্যপট ১

টিফিনের ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে ক্লাসের সবাই দৌড়ে মাঠে চলে গেল। ভেসে আসছে উল্লাস, আনন্দ আর হইচইয়ের শব্দ! ঝুমন টিফিন বক্সটা এক হাতে ধরে অন্যহাতে হুইল ঘুরিয়ে বারান্দার দিকে আসছিল। হঠাৎ ওপাশ থেকে ছুটে আসা এক শিক্ষার্থীর ধাক্কায় বক্সটা পড়ে গেল। ঝুমন মেঝেতে পড়ে থাকা টিফিনের দিকে খানিকটা তাকিয়ে একটা বড় শ্বাস ছাড়ল। এরপর একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো মাঠের পানে- বাচ্চারা সব সেখানে দৌড়াচ্ছে, খেলছে, আনন্দে মেতে আছে। ওর ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গুমোট কান্না বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে!

দলগত কাজ

ঝুমনের জন্য আমরা কী কী করতে পারি, তার একটি তালিকা বানাও। ঝুমনের মতো অন্য যারা আছে, তাদের জন্য আজ থেকে আমরা কী কী করব, তা নির্ধারণ করো।

একজন প্রতিবন্ধী সদস্যের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। যেমন- নিত্যদিনের কাজে সহায়তা, যোগাযোগে সহায়তা, থেরাপির কাজে সহায়তা, সামাজিক ও বিনোদনমূলক কাজে সহায়তা, চাকুরির ক্ষেত্রে সহায়তা, গাইডেন্স ও কাউন্সিলিং এর কাজে সহায়তা ইত্যাদি। আমাদের পক্ষে হয়তো তাদের সব ধরনের

সহায়তা করা সম্ভব হবে না। যেটুকু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব, আমরা সেটুকুই করব। যেমন-

- তাদের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কখনও হাসি-ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করব না। তারা লজ্জা পেতে পারে, অস্বস্তিবোধ করতে পারে কিংবা দুঃখ পেতে পারে এমন কোনো কথা বা কাজ তাদের সামনে করব না।
- তাদের ছোট ছোট কাজ যেমন- কোনো কিছু এগিয়ে দেওয়া, ধরতে সহায়তা করা, খেতে সহায়তা করা কিংবা তাদের ইশারা-ইঙ্গিত অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলোতে আমরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি।
- আমরা খেলাধুলার সময় অবশ্যই তাদেরকেও সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করব। সামাজিক যেকোনো অনুষ্ঠান বা আয়োজনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরিতে সচেষ্ট থাকব। বন্ধুদের সাথে তারাও যেন সহজেই মিশতে পারে সেরকমের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখব।
- রাস্তা পারাপার, যানবাহনে ওঠা-নামা, খাবার সংগ্রহ, বোঝা বা ব্যাগ বহন ইত্যাদি কাজে তাদের সাধ্যমতো সহায়তা করব।

চিত্র ৮.১১: পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দময় সময় কাটানো

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ ও মানসিক চাপ, দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন কারণে ইদানীং প্রতিবন্ধিতার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে 'ডিসএবিলিটি কেয়ার' নামে ভিন্নধর্মী একটি পেশা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলন শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের নিত্যদিনের কাজের জন্য স্পেশাল কেয়ার গিভার, শিক্ষা সহায়তার জন্য টিচিং এসিস্টেন্ট, যোগাযোগে সহায়তার জন্য অলটারনেটিভ ল্যাগুয়েজ ইন্টারপ্রেটর, শারীরিক ব্যায়াম ও থেরাপি সহায়তার জন্য থেরাপিটিক সাপোর্টার, চাকুরিতে কাজে সহায়তার জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, মানসিক পরিচর্যার জন্য গাইডিং কাউন্সিলর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেশার চাহিদা বেড়েছে। প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন কাজে সক্ষম করে তোলার জন্য চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক পেশাও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও চাকুরির জন্য রয়েছে বিশেষ কোটা সুবিধা। তাদের পিছনে রেখে সমাজ এগিয়ে যাওয়ার

কোনো সুযোগ নেই। তাই মানবিক কারণে একজন মানুষ হিসেবে তাদেরকে সাধ্যমতো সহায়তা করে এগিয়ে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাই চলো- পরিবারের শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক সদস্যসহ সকলের প্রতি আমাদের মমতার হাত বাড়িয়ে দেই।

প্রজেক্ট ওয়ার্ক

বিদ্যালয়ে একটি হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করো। হেলথ ক্যাম্প সমাপ্ত করার পর ক্যাম্পিং সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখো।

হেলথ ক্যাম্পের পরিকল্পনার সময় প্রধান শিক্ষক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের শিক্ষক, ওপরের ক্লাসের (সিনিয়র) শিক্ষার্থী, নিজেদের অভিভাবক এবং এই বিষয়ের শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সুন্দর পরিকল্পনা করো। কবে, কখন করবে; কীভাবে হেলথ ক্যাম্পের আইটেম সংগ্রহ করবে, ক্যাম্পিংয়ে কী কী সেবা প্রদান করা হবে, কাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, কীভাবে ক্যাম্প সাজানো হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাবে পরিকল্পনা করে নাও। এটি যেহেতু একটি বিশেষ ধরনের ইভেন্ট, তাই এর ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও একটু ভিন্নধর্মী হবে। সবাই মিলে পরিকল্পনা করে চমৎকার একটি আয়োজন করো।

দাদির কাছে রাতবিরেতে গল্প শোনা,
দাদার সঙ্গে ভরদুপুরে ঘাটে!
নানির কোলে আবদার বোনা,
নানার পিছে যত মেলা আর হাটে!

পরিবারে দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানির সঙ্গে একসময় এমন মধুর সময় কাটানোর সুযোগ ছিল সবার। সময়ের সঙ্গে অনেক ব্যস্ততা বেড়েছে আমাদের। এই ব্যস্ততার অজুহাতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবারের মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক ও মুহূর্তগুলো। বাড়ির প্রবীণ সদস্যদের ঠাঁই হচ্ছে 'আনন্দ আশ্রয়'-এর নামে নির্বাসিত বৃদ্ধাশ্রমে। অথচ এই পরিবারের ভালো থাকা এবং ভালো রাখার জন্য একটা সময় তাঁরাই করেছেন প্রাণান্ত পরিশ্রম। শক্তি হারিয়ে তারা যেন কোনো পরিবারে বোঝা নামে উপাধি না পান, সেদিকে সতর্ক থাকা ভীষণ জরুরি। কারণ, দুদিন পরে আমরাও থাকব তাদের সারিতে! প্রবীণ বয়সে কেউ কেউ শিশুদের মতো সরল ও অবুঝ হয়ে ওঠেন। এটাই স্বাভাবিক; আগামীকাল একই অবস্থানে আমরাও থাকব! তাই তাঁদের সঙ্গে কখনো ধমকের সুরে কথা বলব না। তাঁরা কষ্ট পেতে পাবেন এমন কোনো আচরণও করব না। শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের সঙ্গে আমাদের সময় কাটাতে হবে, তাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে; তাদের শরীর ও মনকে সতেজ রাখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে, তাদের আদর-স্নেহ-ভালোবাসায়ই আমরা বেড়ে উঠেছি একসময়! তাই যত্নে থাকুক আমাদের পরিবারের প্রবীণ সদস্য, মমতায় ঘিরে থাকুক তাদের প্রতিটি মুহূর্ত! একইসাথে যত্ন নেবো বাড়িতে থাকা শিশুসহ সকল সদস্যের।

স্বমূল্যায়ন

ক) রক্তচাপ পরিমাপের সময় কী কী সতর্কতা মেনে চলা প্রয়োজন?

....

....

....

....

....

....

খ) ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী ওষুধ খাওনোর বিষয়ে কী কী দিক লক্ষ রাখতে হবে?

....

....

....

....

....

....

গ) কোনো পরিমাপ স্বাভাবিক মাত্রার বেশি বা কম পাওয়া গেলে আমাদের করণীয় কী?

....

....

....

....

....

....

ঘ) আমাদের পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের (বাবা, মা, ভাই, বোন, দাদা, দাদি, নানা, নানি বা অন্য যেকোনো স্থায়ী/অস্থায়ী আত্মীয়, গৃহকর্মী) জন্য তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গত এক বছরে আমি কী কী করেছি?

....

....

....

....

....

ঙ) আমার সেবা পেয়ে তাদের অনুভূতি কী?

....

....

....

....

....

....

শিক্ষকের মন্তব্য:

স্কিল কোর্স- তিন

গ্রাফটিং ও গুটিকলম

এ কোর্স শেষে–

পরিবেশ ও উপযোগিতা বুঝে স্বল্প ব্যয়ে নিরাপত্তা বজায় রেখে বিভিন্ন রকমের গাছে গ্রাফটিং ও গুটিকলম করতে সক্ষম হব।

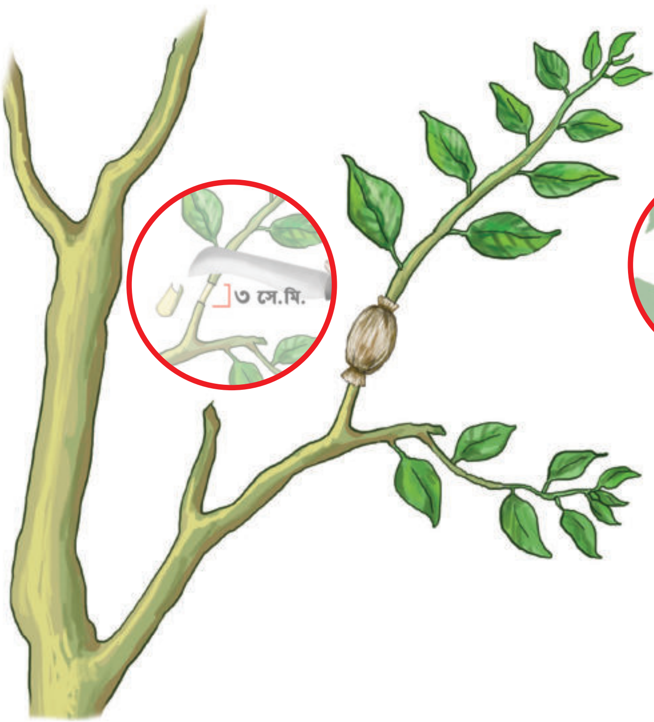

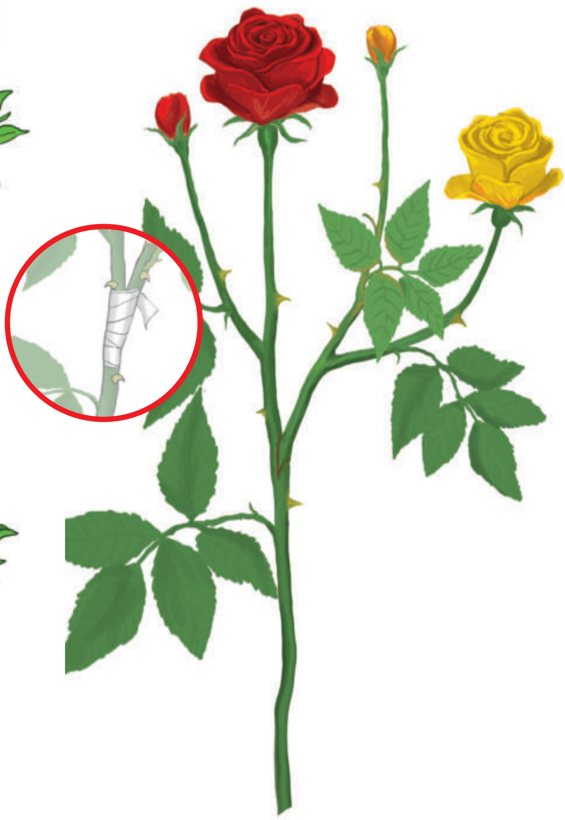

গ্রাফটিং (Grafting) বা জোড়কলমের গল্প

সেতু ও রিক্তা দুই বন্ধু। সেতুদের বাড়ি গাছগাছালিতে ভরা। রিক্তা তাদের বাড়িতে এলেই পুকুর পাড়ে আমবাগানের ছায়ায় এক্কা-দোক্কা, সাত গুটি, কানামাছি এসব খেলে। এ বছর ওদের পুকুরঘাটের গাছটায় অনেক আম ধরেছে, রংটাও বেশ জমে এসেছে। লোভ সামলাতে না পেরে সেতুর মায়ের অনুমতি নিয়ে রিক্তা আর বশু মিলে সেদিন গাছের ডালে উঠে কোঁচড় ভরে বেশ কয়েকটা আম পেড়ে আনল। তারপর বশু, হেনা, মিলনসহ

চিত্র ৯.১: সেতুদের বাড়ির আম বাগান

সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেল। অপূর্ব স্বাদের এই আম খেয়ে সবাই মুগ্ধ। এত সুস্বাদু আম রিক্তা এর আগে কখনো খায়নি। কৌতূহলী হয়ে সেতুর কাছে জানতে চাইল, এটার বীজ বপন করলে আমাদের বাড়িতেও এমন সুস্বাদু আমগাছ হবে? করিম চাচা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের কথা শুনে হেসে বললেন, ‘শোনো, এ কাজে বীজও লাগবে না। তুমি চাইলে গাছটির ডাল কেটে নিয়ে তোমাদের কোনো টক আমগাছে লাগিয়ে দিলেও সেই গাছে এরকম মিষ্টি আম ধরবে। এর নাম হলো ‘গ্রাফটিং’।

সবাই অবাক হয়ে বলল, ‘তাই নাকি চাচা!’

করিম চাচা শুরু করলেন, ‘গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে যদি মিষ্টি বা সুস্বাদু জাতের একটি ডাল তোমাদের টক আমগাছে এনে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তোমাদের গাছের জোড়া দেওয়া নতুন ডাল থেকে ঠিক একইরকম সুস্বাদু ও মিষ্টি আম পাওয়া যাবে’।

রিক্তার অস্থিরতা বেড়ে গেল। বলল, ‘চাচা, আপনি আগে আমাদের কথা দিন, কীভাবে এ কাজ করা যায় তা আমাদের শেখাবেন!’

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তাদের কৌতূহল দেখে করিম চাচা একগাল হেসে বললেন, ঠিক আছে, তা না হয় শেখাব। কিন্তু তার আগে তোমরা ভেবে বলোতো এর সুবিধা কী?

বসু বললো, 'এটা তো সহজ কথা, বীজ থেকে গাছ হয়ে আম ধরা পর্যন্ত লম্বা সময় লাগে। গ্রাফটিং করলে আগে থেকেই গাছ থাকবে, বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না।'

সেতু বলল, 'বসু ঠিক বলেছে, তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে, তাই না চাচা!'

করিম চাচা বললেন, ' হু! তাছাড়া এভাবে জোড় লাগানো গাছে মা গাছের প্রায় সব গুণ ও স্বাদ অক্ষুণ্ন থাকে এবং চাইলে এর মাধ্যমে চারা তৈরি করে সারা দেশে উন্নত জাতের গাছ ছড়িয়ে দেওয়া যায়'।

রিক্তা বলল, 'বুঝেছি খুব, এবার তো আমাদের কাজটা শেখানো শুরু করেন, চাচা!'

করিম চাচা সবাইকে শেখানো শুরু করলেন। তিনি তাদের কী কী শেখালেন এবার সবাই জেনে নিই–

গ্রাফটিং বা জোড়কলমের পরিচয়

গ্রাফটিংয়ের আরেক নাম হলো জোড়কলম। জোড়কলমে দুটি গাছ লাগবে। একটি হলো– মাতৃগাছ অর্থাৎ যে গাছ থেকে ডাল নেওয়া হবে। অন্যটি হলো যে গাছে জোড়া লাগানো হবে সেই গাছ । আমরা যে গাছের সঙ্গে নতুন একটি ডাল এনে জোড়া লাগাব ঐ গাছটিকে আদিজোড় (rootstock) বলে। এখানে রিক্তাদের বাড়ির টক আমগাছে যদি সেতুদের মিষ্টি জাতের ডাল জোড়া লাগানো হয়, তাহলে রিক্তাদের টক আমগাছটি হলো আদিজোড়।

অন্যদিকে চাহিদাকৃত যে ডালটি এনে আদিজোড়ের সঙ্গে জোড়া লাগানো হবে তাকে উপজোড় বলে। এখানে সেতুদের মিষ্টি আমগাছ থেকে ডাল এনে রিক্তাদের টক আমগাছে জোড়া লাগানো হলে মিষ্টি আমগাছের ডালটি হলো উপজোড়। উপজোড়ের আরেক নাম হলো সায়ন (scion)।

চিত্র ৯.২: গ্রাফটিং (grafting)

গাছের আদিজোড় ও উপজোড় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসেবে বড় হয়ে ওঠে, তখন এ প্রক্রিয়াকে জোড়কলম বা গ্রাফটিং বলে। সহজভাবে বলা যায়, জোড়কলমের জোড়া স্থানের নিচের অংশকে আদিজোড় এবং উপরের অংশ হলো উপজোড় বা সায়ন।

তোমরা নিশ্চয়ই গ্রাফটিং বা জোড়কলমের জন্য প্রয়োজনীয় আদিজোড় ও উপজোড় বুঝতে ও চিনতে পেরেছ। চাহিদা অনুযায়ী উপজোড় সংগ্রহ করে আদিজোড়ের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে নতুন চারা বা কলম তৈরি করা হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কী কী গাছে গ্রাফটিং করা যায়

সাধারণত লেবু, আম, কাঁঠাল, সফেদা, কুল/বড়ই, গোলাপ ইত্যাদি গাছে এ ধরনের কলম বা গ্রাফটিং করা হয়। দ্বিবীজপত্রী সকল গাছেই গ্রাফটিং করা যায়।

আদিজোড় ও উপজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় লক্ষ রাখতে হবে:

আদিজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়

কোনো গাছের চারাকে যদি আদিজোড় (rootstock) হিসেবে নেওয়া হয়, তাহলে এর বয়স এক থেকে দেড় বছর হতে হবে। আবার যদি বড় গাছের একটি শাখাকে আদিজোড় হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে উক্ত শাখার বয়সও এক থেকে দেড় বছর হতে হবে। তবে গোলাপের ক্ষেত্রে বয়স হবে তিন-চার মাস হতে হয়। গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে ১ সে. মি. ডায়ামিটার হতে হবে।

- চারা স্বাস্থ্যবান, নীরোগ ও পেনসিলের মতো মোটা হতে হবে।
- চারা বা শাখাটি শক্ত কাঠের মতো হতে হবে।

উপজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়

- একটি সুস্থ সবল বড় গাছ হতে উপজোড় সংগ্রহ করতে হবে।
- উপজোড় শাখার বয়স আদিজোড় শাখার বয়সের সমান হতে হবে।
- উপজোড় শাখার আকার আদিজোড় শাখার সমান হতে হবে।

উপযুক্ত সময়

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস এই কলম করার উপযুক্ত সময়। অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে আগে জোড়কলম করার জন্য ভালো সময়।

কলম করার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

কলম করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। সেগুলো হলো:

কলম করার ছুরি বা চাকু

আদিজোড় (rootstock) এবং উপজোড়ে (scion) 'V' আকৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রুনিং শিয়ার

গাছের ডালপালা ছাঁটাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

পলিব্যাগ

আদিজোড়ের সঙ্গে উপজোড়কে স্থাপন করার পর সেগুলোর জোড়া লাগা পর্যন্ত উপজোড়কে ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় (অতিরিক্ত প্রস্বেদন এড়ানোর জন্য)।

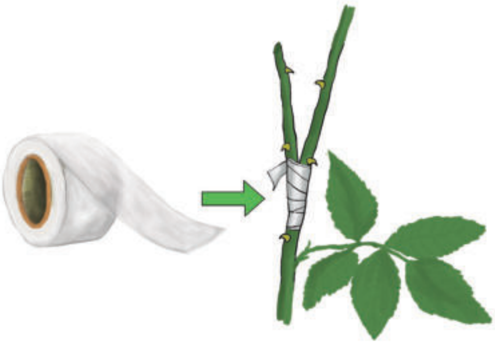

পলিথিন টেপ

আদিজোড়ে উপজোড়কে স্থাপন করার পর জোড়ার স্থানকে শক্তভাবে মুড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, যাতে জোড় স্থানে পানি না ঢোকে।

গ্রাফটিং করি ধাপে ধাপে

ক) আদিজোড় প্রস্তুতকরণ

- মাটি থেকে ১৫-২৫ সে.মি. উঁচুতে চারার যেকোনো একপাশে ৩-৫ সেন্টিমিটার লম্বা করে ওপর থেকে নিচে তির্যকভাবে বাকলসহ কাঠের সামান্য অংশ ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে হবে।
- কর্তনকৃত ডালের নিচের অংশে 'V' আকৃতির একটি পকেট তৈরি করতে হবে।

সতর্কতা

চাকু দিয়ে ডাল কাঁটার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই এই কাজের সময় বাড়ির বড় কাউকে সঙ্গে থাকতে হবে।

চিত্র ৯.৩: আদিজোড় (rootstock)

খ) উপজোড় প্রস্তুতকরণ

- উপজোড়ের জন্য দুই-তিনটি কুঁড়িসহ ডাল নির্বাচন করতে হবে।
- ধারালো ছুরি দিয়ে আদিজোড়ের কর্তন অংশ সমান করে (তিন-পাঁচ সে.মি.) উপজোড়টি তৈরি করতে হবে।
- উপজোড়ের কর্তন অংশের পিছনে 'V' আকৃতি করে দিতে হবে যাতে করে আদিজোড়ের কর্তন অংশের সঙ্গে উপজোড়টি হুবহু মিলে যায়।

সতর্কতা:

চাকু দিয়ে ডাল কাঁটার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই এই কাজের সময় বাড়ির বড় কাউকে সঙ্গে থাকতে হবে।

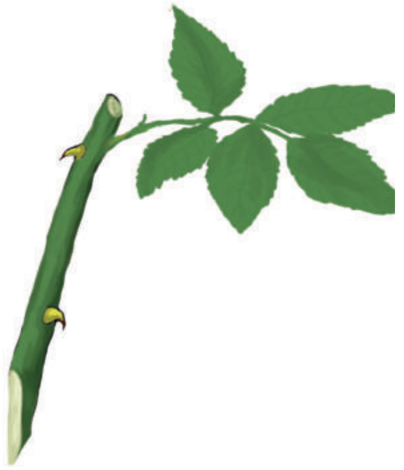

চিত্র ৯.৪: উপজোড় (scion)

গ) জোড়া লাগানো

- আদিজোড় ও উপজোড়ের কাটা অংশ মুখোমুখি করে মিলিয়ে এমনভাবে মিশাতে হবে, যাতে ভেতরে কোনো ফাঁক না থাকে।
- এরপর পলিথিন টেপ দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

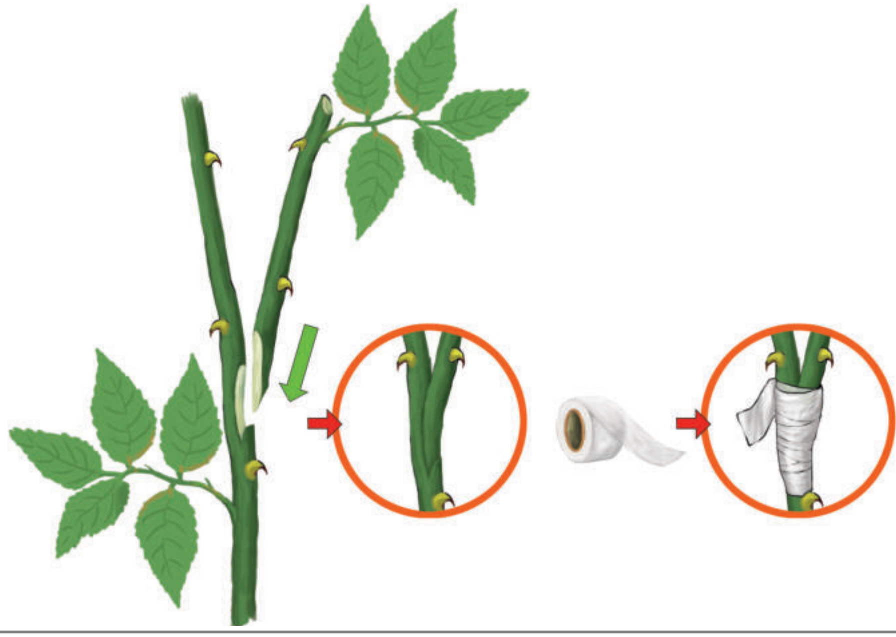

চিত্র ৯.৫: উপজোড় (scion)

- উপজোড়টিকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই আদিজোড়ের সঙ্গে উপজোড় জোড়া লেগে যাবে।
- উপজোড়ের কুঁড়ি ফুটে নতুন পাতা বের হবে।
- এ সময় পলিথিন খুলে দিতে হবে।
- আদিজোড় ও উপজোড় জোড়া লেগে গেলে প্যাঁচানো পলিথিন টেপ ছিঁড়ে বা ব্লেড দিয়ে হালকা করে কেটে দিতে হবে। তবে বেশির ভাগ সময় এটা এমনিতেই ছিঁড়ে যায়।

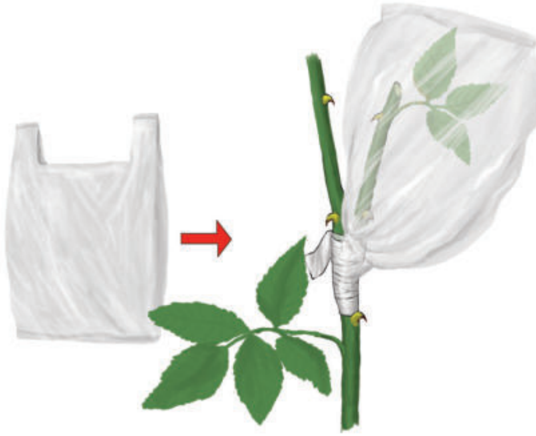

চিত্র ৯.৬: আদিজোড় ও উপজোড়

আন্তঃপরিচর্যায় যা করণীয়

- উপজোড় এর নতুন পাতা যখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে সবুজ রং ধারণ করবে, তখন আদিজোড়ের উপরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে দিতে হবে। এতে উপজোড়ের বৃদ্ধি দ্রুততর হবে।
- এক সপ্তাহ পর আদিজোড়ের ওপরের অংশের পাতা ও ডাল সম্পূর্ণরূপে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- এরপর আদিজোড়ের সঙ্গে উপজোড় সংযুক্ত হয়ে নতুন গ্রাফটিং বা কলমের চারা তৈরি হবে।

জোড়কলমের সফলতার জন্য কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে–

- উপজোড় ও আদিজোড়ের বয়স, আকার ও আকৃতির দিক থেকে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- আদিজোড় এবং উপজোড় এমনভাবে পলিথিন ফিতা দিয়ে বাঁধতে হবে, যাতে এর ভেতর কোনো ফাঁক না থাকে এবং পানি প্রবেশ না করে।
- সঠিক মৌসুমে (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে) জোড়কলম করতে হবে।

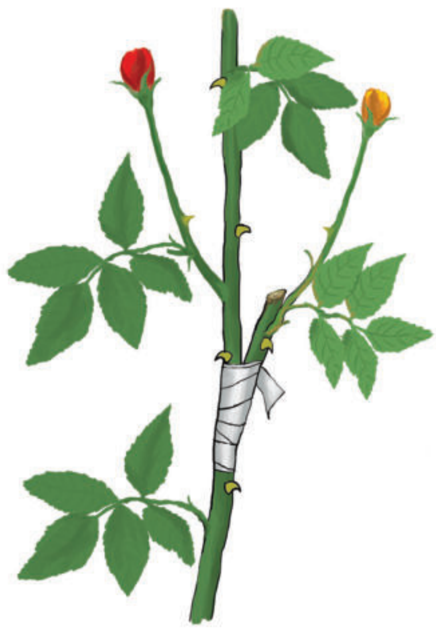

চিত্র ৯.৭: আন্তঃপরিচর্যা

করিম চাচা তাদের ২/৩ দিন ধরে গ্রাফটিং হাতে-কলমে শেখালেন এবং অনেক অজানা তথ্য তাদের জানালেন। তিনি বললেন, ‘মজার বিষয় হলো, আজকাল অনেকেই গ্রাফটিং করে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে অনেক উপার্জন করে থাকেন। কেউ কেউ আবার গ্রাফটিং করার ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েও অনেক আয় করেন। তোমরাও ইচ্ছা করলে ইন্টারনেটের বিভিন্ন পেজ থেকে, গ্রাফটিং করা শিখতে পারো। আমাদের সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার অথবা উপজেলা কমপ্লেক্সে কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন। তোমরা ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকেও সহায়ক পরামর্শ নিতে পারো। সরকারিভাবে তারা অনেক সময় এই ধরনের গ্রাফটিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। গ্রাফটিং শিখে তোমরা নিজেরাই এক গাছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে পারবে, নিজের বা অন্যের নার্সারিতে সহায়তা করতে পারবে। স্থানীয় কোনো সাধারণ জাতের সঙ্গে গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে অনেক উন্নত জাতের ফুল ও ফলের চারা তৈরি করা সম্ভব। ফলন ভালো হচ্ছে না এরকম কোনো গাছে তোমরা ইচ্ছা করলেই গ্রাফটিং করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে। তবে, মনে রাখবে একবার চেষ্টাতেই সবাই কাজটিতে সফল না-ও হতে পারো। এটা বিশেষ সূক্ষ্ম একটি কাজ, তাই কাজটি মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য সহকারে বারবার অনুশীলন করে হাত পাকাপোক্ত করতে হবে।’

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে করিম চাচার কথা শুনছিল। সেতু বলল, ‘আচ্ছা, চাচা গ্রাফটিং ছাড়া আর কোনোভাবে কি কলম করা যায়?’

করিম চাচা বললেন, ‘তা তো যায়ই! গুটিকলম নামে একধরনের কলম আছে, যা বেশ জনপ্রিয়।’

মিলন চাচার কথা শুনে বলল, ‘আমরা গুটিকলমও শিখতে চাই, চাচা।’

চাচা হেসে বললেন, ‘আচ্ছা ঠিক আছে। গুটিকলম আগামীকাল থেকে শেখাব।’

এরপর দিন থেকে করিম চাচা সবাইকে গুটিকলম শেখাতে শুরু করলেন।

গুটিকলমের সাথে পরিচয়

গুটিকলম দাবাকলমের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। গুটিকলম সাধারণত ফলগাছের বংশবিস্তারে ব্যবহৃত হয়।

মাতৃগাছে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় শাখা মাটিতে না নামিয়ে ভূমির ওপরে বায়ুমণ্ডলে রেখে এ পদ্ধতিতে মূল সৃষ্টি করা হয় বলে একে বায়ব দাবাকলম বলে। পর্বসন্ধির ২/৩ সে. মি. নিচে শাখার বাকল উঠিয়ে ক্ষতস্থান পচা গোবরযুক্ত মাটি দ্বারা আবৃত করে গুটির আকারে বেঁধে সেই স্থানে মূল সৃষ্টি করা হয় এবং মূল সৃষ্টির পর মাতৃগাছ থেকে পৃথক করে সেটিকে নার্সারিতে লাগানো হয়। এজন্য একে গুটিকলমও বলে। দেশীয় বিভিন্ন রকম ফলের বংশবিস্তারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

কী কী গাছে গুটিকলম করা যায়

পেয়ারা, লেবু, জামরুল, লিচু, ডালিম, করমচা, গোলাপজাম, জলপাই, কামিনী ইত্যাদি গাছে গুটিকলম করা যায়। সাধারণত ঝোপালো এবং কম উঁচু ফলগাছে বংশবিস্তারের জন্য গুটিকলম উপযোগী।

গুটিকলম করার উপযুক্ত সময়কাল

বৈশাখ-আষাঢ় মাস গুটিকলম করার উত্তম সময়।

গুটিকলমের ধাপসমূহ

১) সুস্থ-সবল ও নীরোগ শাখা নির্বাচন
২) নির্বাচিত শাখার বাকল তুলে ফেলা
৩) সবুজাভ আবরণ ভালোভাবে চাঁছা
৪) রুটিং মিডিয়াম তৈরি
৫) কাটা অংশে রুটিং মিডিয়ামের ব্যবহার ও পলিথিন দিয়ে পেঁচিয়ে আবদ্ধ রাখা
৬) মূল উৎপাদন
৭) গাছ থেকে গুটি কেটে নিয়ে আসা
৮) নার্সারিতে চারা রোপণ ও পরিচর্যা

লিচু গাছের গুটিকলম করার পদ্ধতি:

লিচু গাছের কলম করার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। গুটিকলমের জন্য এক থেকে দুই বছর বয়সের শাখা চারা ব্যবহার করা উত্তম।

১. সুস্থ-সবল ও নীরোগ শাখা নির্বাচন

ক) ভূমির সমান্তরালে অবস্থান করা শাখা নির্বাচন
খ) এক থেকে দুই বছরের সুস্থ শাখা নির্বাচন
গ) ডালটির ব্যাস পেনসিলের মতো হতে হবে

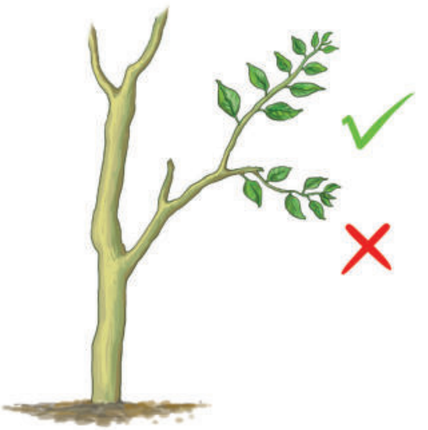

চিত্র ৯.৮: শাখা বা ডাল নির্বাচন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২. নির্বাচিত শাখার বাকল তুলে ফেলা

কলম করার জন্য নির্বাচিত শাখাটির অগ্রভাগ থেকে ৩০-৫০ সে.মি. নিচে দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশ একটু জীবাণুমুক্ত ছুরি দিয়ে গোল করে বাকল তুলে ফেলতে হয়। গিঁটের কাছাকাছি অংশে শিকড় তাড়াতাড়ি গজায়।

চিত্র ৯.৯: শাখার বাকল তোলা

সতর্কতা:

ছুরি দিয়ে বাকল তুলে ফেলার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই এই কাজের সময় বাড়ির বড় কাউকে সঙ্গে রাখতে হবে।

৩. সবুজাভ আবরণ ভালোভাবে চাঁছা

কাটা অংশের সেলুলোজ অঞ্চলের সবুজাভ আবরণ ভালোভাবে চেঁছে ফেলতে হবে। এতে ক্যাম্বিয়ামের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ক্যাম্বিয়াম স্তর না তুলে ফেললে এর শিকড় গজাবে না।

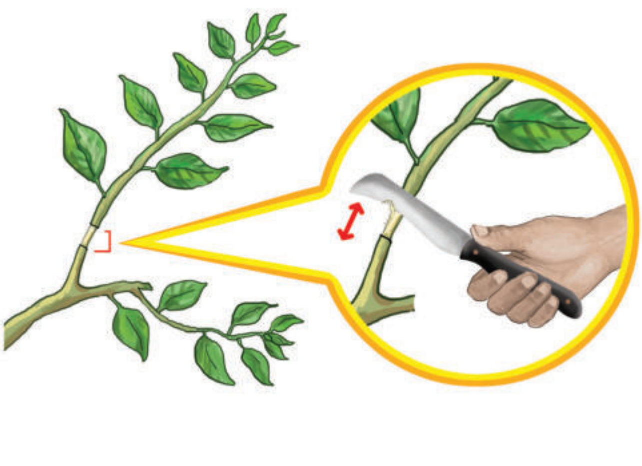

চিত্র ৯.১০: সবুজাভ আবরণ চেঁছে দেওয়া

৪. রুটিং মিডিয়া প্রস্তুতি

কলম করার জন্য রুটিং মিডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। রুটিং মিডিয়া কলমকালীন অবস্থায় শাখাকে পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। কলম করার জন্য যেসব রুটিং মিডিয়ামের প্রয়োজন–

ক) ৫০% এঁটেল-দোআঁশ মাটি

খ) ৫০% গোবর সার

গ) নারিকেলের ছোবড়া/গুঁড়া

এগুলো একসঙ্গে মিশ্রিত করে নিতে হবে।

চিত্র ৯.১১: রুটিং এর সামগ্রী

৫. কাটা অংশে রুটিং মিডিয়ামের ব্যবহার ও চট/পলিথিন দিয়ে পেঁচিয়ে আবদ্ধ রাখা

শিকড় মাধ্যম (rooting medium) মিশ্রণ দ্বারা ক্ষতস্থানটিকে অর্থাৎ গাছের কাটা অংশের চারদিকে ঢেকে দেওয়ার পর ২০ সে.মি. লম্বা ও ১০ সে.মি. চওড়া চট/পলিথিন ও সুতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, যাতে এটি একটি গুঁটি আকৃতি ধারণ করে।

গুটি সব সময় ভিজা রাখতে হবে। তাই চট দ্বারা গুটি তৈরি করলে নিয়মিতভাবে গুটিতে পানি দিতে হবে। পক্ষান্তরে পলিথিন কাগজ দ্বারা গুটি বেঁধে দিলে আর পানি দেওয়ার ঝামেলা পোহাতে হয় না। পলিথিন কাগজের একটি সুবিধা হলো, এর ভেতর দিয়ে গুটির ভেতরে গজানো শিকড়ের অবস্থা সহজে বোঝা যায়।

চিত্র ৯.১২: পলিথিন দিয়ে পেঁচিয়ে আবদ্ধ রাখা

৬. শিকড় গজানো/মূল উৎপাদন

গুটিকলম থেকে শিকড় গজাতে প্রজাতির প্রকারভেদে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় নেয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতে শিকড় গজাতে দুই-তিন মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। কিছু প্রজাতির গাছে শিকড় গজানো বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রুটিং হরমোন ব্যবহার করা যেতে পারে। কলমের কাটা প্রান্তে রুটিং হরমোন (যেমন IBA, NAA ইত্যাদি) প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র ৯.১৩: গুঁটিতে শিকড় গজানো

৭. গাছ থেকে গুটি কেটে নিয়ে আসা

শিকড়ের রঙ খয়েরি বা তামাটে হলে গুটির ২.৫ সে. মি. নিচে দুই থেকে তিন ধাপে কেটে কলমকে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই বিচ্ছিন্ন কলম করা ডালটি গুটিসহ কেটে এনে ছায়াময় স্থানে তৈরি বীজতলায় বা নার্সারি বেডে চার-পাঁচ সপ্তাহ সংরক্ষণ করার পর গাছটি লাগানোর উপযোগী হয় এবং অন্যত্র লাগাতে হবে।

চিত্র ৯.১৪: গাছ থেকে গুঁটি কেটে আলাদা করা

৮. চারা রোপণ ও পরিচর্যা

কলম করা চারাটি বীজতলায় বা নার্সারি বেড থেকে গর্তে লাগানো হয়। এ জন্য আগে থেকেই গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরি এবং চারা রোপণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ষষ্ঠ শ্রেণির ‘জীবন ও জীবিকা’ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গর্তে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণ থেকে এর সঠিক পরিচর্যা নিতে হবে। পরিচর্যা নিয়েও ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে যা অনুসরণ করে পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

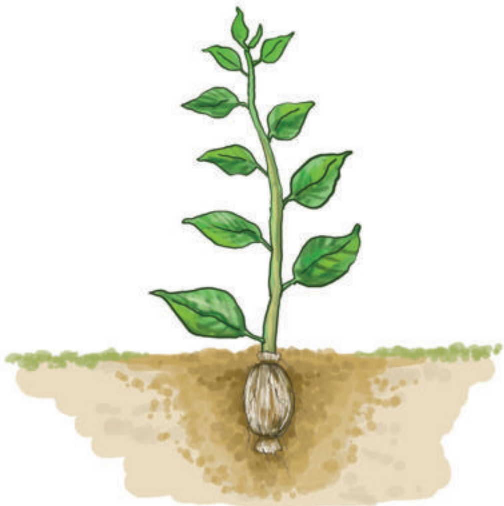

চিত্র ৯.১৫: মাটিতে গুঁটি রোপন

শিক্ষকের সহায়তায় পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা দুই-তিন বার অনুশীলন করব। আমরা ইচ্ছা করলে সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টার, সরকারি সামাজিক বনায়ন নার্সারি কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)-এর নার্সারি অথবা বেসরকারি নার্সারির সহায়ক পরামর্শ নিতে পারি।

এই কলমপ্রক্রিয়া তুলনামূলক সহজ পদ্ধতি, অল্প সময়ে বহুসংখ্যক গাছের চারা উৎপাদন করা যায়, কলম করা চারায় বীজপদ্ধতির চেয়ে স্বল্প সময়ে ফল ধারণ করে, যেসব প্রজাতি কাটিংয়ে সহজে শিকড় গজায় না তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহারোপযোগী।

সেতু, বশু, মিলন ও রিক্তা প্রত্যেকেই নিজেদের টবে কিংবা বাগানে একটা করে গাছে গ্রাফটিং করেছে। তবে মিলন ও রিক্তা গুটিকলমও করেছে কয়েকটি গাছে। ওরা এগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা করে যাচ্ছে। খুব শিগগির তারা ফলন দেখতে পাবে। আর ফলনের ফল খেয়ে দেখার আগাম নিমন্ত্রণ তারা করিম চাচাকে জানিয়ে রেখেছে। এবার শুধু খুশি মনে অপেক্ষার পালা।

স্বমূল্যায়ন

ক. তোমরা গ্রাফটিংয়ের কাজ করার সময় কয়েকটি অবস্থার ছবি তুলবে অথবা এখানে দেওয়া বক্সগুলোতে এঁকে রাখবে। সেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী একদিন ক্লাসে এনে দেখাবে। যদি ছবি প্রিন্ট করার সুযোগ পাও, তাহলে একটি সাদা কাগজে প্রিন্ট দিয়ে কেটে এখানে লাগিয়ে দাও।

আদিজোড় গাছ	উপজোড় গাছ
যেভাবে আদিজোড় কেটেছি	যেভাবে উপজোড় কেটেছি
যেভাবে একটির খাঁজে আরেকটি জোড়া গেঁথেছি	জোড়া লাগানো অবস্থা

পরবর্তী অবস্থা	অভিভাবকের মতামত

খ. তোমরা গুটিকলম করার সময় কয়েকটি অবস্থার ছবি তুলবে অথবা এখানে দেওয়া বক্সগুলোতে এঁকে রাখবে। সেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী একদিন ক্লাসে এনে দেখাবে। যদি ছবি প্রিন্ট করার সুযোগ পাও, তাহলে একটি সাদা কাগজে প্রিন্ট দিয়ে কেটে এখানে লাগিয়ে দাও।

নির্বাচিত শাখা	শাখার বাকল তোলা
শাখার সবুজ আবরণ তোলা	কাঁটা অংশ প্যাচানো অবস্থায়
গাছ থেকে গুটি কাটা	চারা রোপন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পরবর্তী অবস্থা	অভিভাবকের মতামত

কাজটি করতে গিয়ে আমার অনুভূতি

(ভালো লাগা, মন্দ লাগা, কাজটি করতে গিয়ে আঘাত পাওয়া কিংবা কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন কী শিখেছো তা এখানে লেখো।)

....

....

....

....

....

....

....

শিক্ষকের মন্তব্য:

....

....

কৃষি উন্নয়নঃ কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ধানের উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দশগুণ। শেখ হাসিনা সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিশ্রমী কৃষক, মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের যৌথ প্রয়াস ও কৃষিতে লাগসই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এ সাফল্য এসেছে। এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

জীবন ও জীবিকা

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য